ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৬৪
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس

تأليف: محمد صالح المنجد

الترجمة البنغالية : محمد عبد المالك

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি.
মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Vul Songsodhone Nababee Paddhati by **Muhammad Saleh Al-Munajjid**, Translated into Bengali by Muhammad Abdul Malek. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্বান ও সুপ্রসিদ্ধ ফৎওয়া ওয়েবসাইট www.islamqa.com-এর কর্ণধার মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ *(জন্ম : রিয়ায, ১৯৬০ খ্রিঃ)* রচিত الأساليب النبويـــة في التعامل مع أخطاء الناس -এর বঙ্গানুবাদ 'ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি' বইটি সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ ধারাবাহিকভাবে ৯ কিস্তিতে *(জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০১৬)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকে সম্মানিত লেখক মানুষের ভুল-ত্রুটি সংশোধনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রামাণ্য দলীল-প্রমাণসহ সংক্ষেপে সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

ভুল-ত্রুটি মানুষের স্বভাবজাত। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী সেই, যে তওবা করে *(তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১)*। ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত মানুষের ভুল সংশোধন করে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী الــدِّينُ النَّـــصِيحَةُ 'কল্যাণ কামনাই দ্বীন' এর মধ্যে ভুল সংশোধন অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে নছীহত করা এবং তার ভুল সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। সুতরাং আমরা সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা কার্যকর ফল বয়ে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য হিসাবে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভুল শুধরানোর উপলব্ধি জাগ্রত হৌক আমরা সেটাই আশা করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং সম্মানিত লেখক ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন-আমীন!

-প্রকাশক

ভূমিকা

সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, দয়াময়, করুণাময়, বিচার দিবসের মালিক, পূর্বাপর সকলের মা'বূদ, আসমান-যমীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী মহান আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা। তাঁর বিশ্বস্ত নবী যিনি সৃষ্টিকুলের মহান শিক্ষক এবং জগদ্বাসীর জন্য রহমত রূপে প্রেরিত তাঁর উপর ছালাত ও সালাম।

মানুষকে শিক্ষাদানের কাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। এর উপকারিতা সুদূরপ্রসারী এবং কল্যাণ সর্বব্যাপী। নবী-রাসূলগণ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে বিদ্যার উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তা প্রচারক ও প্রশিক্ষকদের জন্য তারই একটি অংশ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ– 'আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশবাসী, যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও (পানির) মাছ পর্যন্ত মানুষকে যারা কল্যাণকর জিনিস শিক্ষা দেয় তাদের জন্য দো'আ করে থাকে'।[১]

তা'লীম বা শিক্ষণ কার্যক্রমের অনেক পদ্ধতি ও প্রকার রয়েছে। তার মাধ্যম ও পন্থাও বহু। তন্মধ্যে ভুল সংশোধন অন্যতম। সংশোধন শিক্ষণেরই একটি অংশ। আসলে শিক্ষণ-শিখন আর ভুল সংশোধন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মত নয়।

দ্বীনের মাঝে নছীহত বা কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই ফরযেরই একটি বিষয় মানুষের ভুল সংশোধন করা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর সাথে ভুল সংশোধনের সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট। অবশ্য এটাও লক্ষণীয় যে, ভুলের গণ্ডি নিষিদ্ধ বা অন্যায়ের গণ্ডি থেকে অনেক প্রশস্ত। কেননা ভুল কখনো নিষিদ্ধের আওতায় পড়তে পারে আবার কখনো তার বাইরেও হ'তে পারে।

---

১. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, ভুল শুধরিয়ে সঠিক পন্থা প্রদর্শন মহান আল্লাহ্র অহি-র বিধান ও কুরআনী রীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, স্বীকৃতি দান, অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং ভুল সংশোধনের মত বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হ'ত। এমনকি নবী করীম (ছাঃ) থেকেও যে সামান্য ত্রুটি ঘটেছে সে সম্পর্কেও ভর্ৎসনা করে এবং আগামীতে এমনটা যেন না ঘটে সে সম্পর্কে সতর্ক করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى، أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وَهُوَ يَخْشَى، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى-

'ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে। তুমি কি জানো সে হয়তো পরিশুদ্ধ হ'ত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। অতঃপর সে উপদেশ তার উপকারে আসত। অথচ যে ব্যক্তি বেপরওয়া তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। অথচ ঐ ব্যক্তি পরিশুদ্ধ না হ'লে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়ে এল, এমন অবস্থায় যে সে (আল্লাহকে) ভয় করে, অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে' *(আবাসা ৮০/১-১০)*।

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ-

'যেই লোকটার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে এবং তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে যখন তুমি বলছিলে, তোমার স্ত্রীকে তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। অথচ এ ব্যাপারে তুমি তোমার মনের মাঝে এমন একটা বিষয় লুকাচ্ছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন, তুমি এক্ষেত্রে মানুষের ভয় করছ, অথচ আল্লাহ তা'আলাই তোমার ভয় করার বেশী উপযুক্ত' *(আহযাব ৩৩/৩৭)*।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'কোন নবীর পক্ষে বন্দীদের আটকে রাখা শোভা পায় না, যতক্ষণ না জনপদে শত্রু নির্মূল হয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর। আর আল্লাহ চান আখেরাত। আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৬৭)*।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ–

'সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্ষেত্রে তোমার কোনই কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ হয় তাদের মাফ করবেন, নয় তাদের শাস্তি দিবেন। কারণ তারা অত্যাচারী' *(আলে ইমরান ৩/১২৮)*।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন ছাহাবীর ভুল পদক্ষেপের বিবরণ তুলে ধরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে হাতেব বিন আবী বালতা'আহ (রাঃ) কুরাইশ কাফেরদের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর মক্কা পানে যাত্রার কথা উল্লেখ করে কাফেরদের সতর্ক করেছিলেন। তার এভাবে চিঠি পাঠানো ছিল বড় ধরনের ভুল। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্র বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কখনো আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। (এটা কেমন কথা যে) তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছ, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা অস্বীকার করছে। শুধু তাই নয়, উপরন্তু তারা তোমাদের প্রতিপালকের উপর তোমরা যে ঈমান এনেছ সেজন্য রাসূল এবং তোমাদেরকে (তোমাদের জন্মভূমি থেকে) বের করে দিয়েছে। যদি (সত্যই) তোমরা আমার পথে জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (ঘরবাড়ি থেকে) বেরিয়ে থাক, তাহ'লে কিভাবে তোমরা তাদের সাথে গোপনে গোপনে বন্ধুত্ব করতে পার? তোমরা যা গোপনে কর আর যা প্রকাশ্যে কর আমি তো তার সবটাই খুব

ভালভাবেই অবগত। আর তোমাদের মধ্য থেকে যেই (কাফেরদের সাথে) এমন গোপন বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই সরল পথ (ইসলাম) হারিয়ে ফেলবে' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

ওহোদ যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ) তীরন্দাযদেরকে ওহোদের একটি গিরিপথে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল জয়-পরাজয় যাই হোক, তোমরা গিরিপথ ত্যাগ করবে না। কিন্তু যুদ্ধের প্রথমেই মুসলমানদের বিজয় দেখে তাদের সিংহভাগ গণীমত সংগ্রহের জন্য গিরিপথ ছেড়ে চলে যায়। এই অরক্ষিত গিরিপথ দিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে কাফিররা মুসলমানদের পর্যুদস্ত করে ফেলে। মুসলমানরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। তীরন্দাযদের এহেন ভুলের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়-

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

'আল্লাহ তোমাদের নিকট (ওহোদ যুদ্ধে) দেওয়া (বিজয়ের) ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা (দিনের প্রথম ভাগে) ওদের কচুকাটা করছিলে তাঁর হুকুমে। অবশেষে (দিনের শেষভাগে) যখন তোমরা হতোদ্যম হয়ে পড়লে ও কর্তব্য নির্ধারণে ঝগড়ায় লিপ্ত হ'লে (যেটা তীরন্দাযরা করেছিল) আমি তোমাদেরকে (বিজয়) দেখানোর পর যা তোমরা কামনা করেছিলে, এ সময় তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া (গণীমত) কামনা করছিলে এবং কেউ আখেরাত কামনা করছিলে (অর্থাৎ দৃঢ় ছিলে)। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের (উপর বিজয়ী হওয়া) থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন। অবশ্য আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ' *(আলে ইমরান ৩/১৫২)*।

একবার নবী করীম (ছাঃ) কিছু আদব-লেহাজ শিক্ষাদানের লক্ষ্যে তাঁর স্ত্রীদের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কিছু লোক তিনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন বলে অপপ্রচার করে। অথচ বিষয়টা মোটেও তেমন ছিল না। তাই আল্লাহ নাযিল করলেন-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ-

‘আর যখন তাদের নিকট স্বস্তিদায়ক কিংবা ভীতিকর কোন বার্তা আসে তখনই তারা তা প্রচারে লেগে যায়; অথচ তারা যদি তা রাসূল ও তাদের মধ্যকার জ্ঞানী-গুণীজনের নিকট তুলে ধরত তাহ’লে তাদের মধ্যেকার গবেষণা শক্তির অধিকারীগণ তা অবশ্যই বুঝতে পারত’ *(নিসা ৪/৮৩)*।

কিছু ছাহাবী কোন প্রকার শারঈ ওযর ছাড়া মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত না করে বসেছিলেন। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا-

‘যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ কবয করার পর বলে তোমরা কিসে ছিলে (অর্থাৎ মুসলিম না মুশরিক?)। তারা বলবে, জনপদে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা সেখানে হিজরত করে যেতে? অতএব ওদের বাসস্থান হ’ল জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান’ *(নিসা ৪/৯৭)*।

আয়েশা (রাঃ)-এর সতীত্বে কলঙ্ক লেপনে কিছু মুনাফিক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। অথচ তিনি সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। এরপরেও কিছু ছাহাবীও তাদের পেছনে সায় দিয়েছিল। বিষয়টা ডাহা মিথ্যা হিসাবে তারা উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু তারা তা না করে নীরব ছিল। এটা ছিল ভুল। তাই আল্লাহ অপবাদ প্রসঙ্গে নাযিল করলেন, وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- ‘যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহ’লে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত’ *(নূর ২৪/১৪)*। পরে আরো বলেছেন, يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ

أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– 'আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা এরূপ অন্যায় আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মুমিন হও' *(নূর ২৪/১৭)*।

কিছু ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং তাদের গলার স্বর বেশ উঁচু মাত্রায় পৌঁছে যায়। এহেন অশোভন আচরণ না করতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের গলার আওয়ায নবীর আওয়ায থেকে উঁচু কর না এবং নিজেরা যেভাবে একে অপরের সাথে উঁচু গলায় কথা বল সেভাবে তাঁর সামনে বল না। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমল সব পণ্ড হয়ে যাবে অথচ তোমরা তা বুঝতে পারবে না' *(হুজুরাত ৪৯/১-২)*।

একবার নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর ছালাতে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একটি বাণিজ্য কাফেলা মদীনায় প্রবেশ করে। তখন বেশ কিছু লোক খুৎবা শোনা বাদ দিয়ে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে কাফেলার দিকে দৌড়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ–

'আর যখন তারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পায় তখন তোমাকে দণ্ডায়মান রেখেই তারা সেদিকে দ্রুত চলে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায়ের পণ্য থেকে অনেক মূল্যবান। আর আল্লাহই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা' *(জুমু'আ ৬২/১১)*। এরকম উদাহরণ আরো অনেক রয়েছে। এগুলো ভুল সংশোধনের গুরুত্ব

এবং এ ব্যাপারে নীরবতা পালন যে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, সে কথাই নির্দেশ করে।

আর নবী করীম (ছাঃ) তো তাঁর মালিকের দেওয়া আলোকিত পথের পথিক ছিলেন। অসৎ কাজের নিষেধ এবং ভুল সংশোধনে তিনি কখনই শিথিলতা বা বিলম্বের ধার ধারেননি। এসকল কারণে আলেমগণ একটি মূলনীতি বের করেছেন যে, لا يجوز في حقّ النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة 'নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য প্রয়োজনের সময়ে কোন কিছু বিলম্বে বর্ণনা করা জায়েয নয়'।

নবী করীম (ছাঃ)-এর সমকালীন যুগে যে সমস্ত লোক ভুল-ভ্রান্তি করেছিল তাদের সংশোধনে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। কেননা তিনি তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ সহযোগিতা প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর সকল কাজ ও কথা নির্ভুল হ'লে যেমন তার সমর্থনে অহী এসেছে, তেমনি ভুল হ'লে সংশোধনার্থেও অহী এসেছে। কাজেই ভুল সংশোধনে তাঁর গৃহীত পদ্ধতি যেমন অত্যন্ত সুবিচারপূর্ণ ও ফলদায়ক, তেমনি তা ব্যবহারে জনমানুষের সাড়া লাভের সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ভুল সংশোধনকারী নবী করীম (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করলে তার কাজ যেমন সঠিক হবে, তেমনি তার পদ্ধতিও সহজ-সরল হবে। আর এতে নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণও হবে। তিনিই তো আমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ। আল্লাহ তা'আলাও এজন্য মহাপুরস্কার দিবেন, যদি আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে।

নবী করীম (ছাঃ)-এর পদ্ধতি জানার মাধ্যমে জাগতিক কর্মপদ্ধতির ত্রুটি ও ব্যর্থতা কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানব উদ্ভাবিত এসব কর্মপদ্ধতিই তো দুনিয়া জুড়ে রাজ্য চালাচ্ছে। এসব কর্মপদ্ধতি তাদের অনুসারীদের দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছে। কেননা এসব তন্ত্রের অনেকগুলোই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি মূলক এবং বাতিল দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন বল্গাহীন স্বাধীনতা। আবার কিছু তন্ত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাতিল ধর্মজাত। যেমন পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত অন্ধবিশ্বাস, যা অহী ও যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মোটেও পরখ করা হয়নি।

অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান পরিস্থিতি ও উদ্ভূত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ)-এর কর্ম-পদ্ধতি কার্যকরী করতে একটা বড় মাত্রার ইজতিহাদ বা গবেষণার আবশ্যকতা রয়েছে। যে নিজেই ফকীহ বা ইসলামী আইন বিশারদ সে বর্তমান ও নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের অবস্থা ও পরিবেশের সাদৃশ্য নিরূপণে সহজেই সমর্থ হবে, ফলে নবী করীম (ছাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে যা উপযুক্ত ও ফলদায়ক তা নির্বাচন করতে পারবে।

এ গ্রন্থটি নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে যারা তাঁর সঙ্গে জীবন-যাপন করেছেন, তাঁর সামনাসামনি হয়েছেন, নানা সময় নানা পর্যায়ে তাদের যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে এবং নবী করীম (ছাঃ) তা সংশোধন করেছেন তাঁর সেই সংশোধন পদ্ধতি অনুসন্ধানের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র। আমি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই তিনি যেন গ্রন্থটিতে সঠিক তথ্য সন্নিবেশের সামর্থ্য দান করেন। গ্রন্থটি যেন আমার নিজের এবং আমার মুসলিম ভাই-বোনদের কল্যাণে লাগে। তিনি একাজের উত্তম সহায়ক, এ ক্ষমতা কেবল তারই আছে, তিনিই সঠিক পথের দিশারী।

ভুল সংশোধনকালে যেসব সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন

ভুল সংশোধনের মত কাজে নেমে পড়ার পূর্বে কিছু সতর্কতা ও সাবধানতামূলক বিষয়ে সংশোধনকারীর সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজন। এতে আশানুরূপ ফল অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে তা তুলে ধরা হ'ল :

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজটি করা : মানুষের উপর বড়ত্ব ফলান, আত্মতৃপ্তি লাভ কিংবা অন্যদের থেকে উপকার লাভের আশায় সংশোধনের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাবে না; বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে রাযী-খুশি করার নিয়তে তা করতে হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) শুফাই আল-আছবাহী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, তিনি মদীনায় ঢুকে এক জায়গায় দেখলেন, একজন লোকের পাশে অনেক লোক জমা হয়েছে। তিনি বললেন, ইনি কে? তারা বলল, ইনি আবু হুরায়রা (রাঃ)। আমি তাঁর কাছাকাছি গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি থামলেন এবং নিরিবিলি হ'লেন তখন আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে হকের পর হকের কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাবেন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শুনেছেন। তারপর আপনি তা বুঝেছেন এবং মনে রেখেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি তা করব, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, আমি তা বুঝেছি এবং মনে রেখেছি। একথা বলার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) এমনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন যে তিনি প্রায় বেহুঁশ হওয়ার মত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এই ঘরের মধ্যে বলেছিলেন, তিনি আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। আবু হুরায়রা (রাঃ) একথা বলে পুনর্বার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হুঁশ ফিরে পেয়ে তিনি তার মুখমণ্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন। আমি আর তিনি তখন এই ঘরের মধ্যে ছিলাম। তিনি

আর আমি ছাড়া আমাদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। আবার আবু হুরায়রা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেয়ে তিনি চোখে-মুখে হাত বুলালেন এবং বললেন, আমি (তোমার কথা মত কাজ) করব। আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাব যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন। আমি তখন তাঁর সাথে এই ঘরের মধ্যে ছিলাম। তিনি ও আমি ছাড়া আমাদের সাথে আর কেউ তখন ছিল না। তারপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কঠিনভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আমি তখন দীর্ঘ সময় ধরে তাকে আমার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাখলাম।

হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছিলেন, যখন ক্বিয়ামত দিবস হবে, তখন বিচার করার জন্য আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে নেমে আসবেন। তখন প্রত্যেক মানব দল নতজানু হয়ে থাকবে। প্রথমেই তিনি তিন প্রকার লোককে ডাকবেন। এক. ঐ ব্যক্তি যে কুরআন জমা করেছে তথা পড়েছে। দুই. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে মারা গিয়েছে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিল। কুরআন পাঠককে আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে আমার রাসূলের উপর যা নাযিল করেছি তা শিখাইনি? সে বলবে, অবশ্যই, হে আমার মালিক! তিনি বলবেন, তোমাকে প্রদত্ত শিক্ষা মত তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি সারা রাত এবং সারাদিন তা পালনে তৎপর থেকেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ বলবেন, তোমার বরং 'ক্বারী' বা কুরআন পাঠক নামে আখ্যায়িত হওয়ার ইচ্ছা ছিল। তোমাকে তা বলা হয়েছে।

অতঃপর সম্পদশালী লোকটিকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে এতটা প্রাচুর্য দেইনি যে, কোন ব্যাপারেই কারো কাছে তোমাকে হাত পাততে না হয়? সে বলবে, অবশ্যই, হে আমার মালিক! তিনি বলবেন, আমি তোমাকে যা দিয়েছিলাম তাতে তুমি কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতাম এবং দান-খয়রাত করতাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ বলবেন, তুমি বরং এই ইচ্ছা পোষণ করেছিলে যে, তোমাকে 'অমুক বড় দানশীল' বলে আখ্যায়িত করা হোক। তোমাকে তো তা (দুনিয়াতে) বলা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত লোকটাকেও হাযির করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, কিসের জন্য তুমি নিহত হয়েছিলে? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় জিহাদের আদেশ পেয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এই ইচ্ছা করেছিলে যে, তোমাকে যেন বলা হয়, 'অমুক খুব সাহসী বীর'। তোমাকে তো (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাঁটুর উপর করাঘাত করে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই তিনজনই আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রথম, ক্বিয়ামতের দিন যাদের দ্বারা জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হবে'।[২] কল্যাণকামী নছীহতকারীর নিয়ত যখন সঠিক হবে, তখন তা আল্লাহ্র হুকুমে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে, গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং ছওয়াব অর্জনের অসীলা হবে।

ভুল করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ 'আদম সন্তানের প্রত্যেকেই ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তওবাকারী তথা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তনকারী'।[৩]

এই বাস্তবতাকে মনে রাখলে সব কাজই সঠিক পন্থায় গতি লাভ করতে পারে। এমতাবস্থায় সংশোধনকারী যেন এমন না হয় যে, কিছু লোককে উত্তম নমুনা ও নির্দোষ ভেবে মূল্যায়ন করবে না; আবার কিছু লোকের ভুল-ভ্রান্তির মাত্রা বেশী কিংবা বারবার হ'তে দেখে তাদের উপর ব্যর্থতার তকমা লাগিয়ে দেবে। বরং সে তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সাথে বাস্তবানুগ আচরণ করবে। কেননা সে ভালমত জানে যে, মানুষের স্বভাব সদাই অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অক্ষমতা, খেয়ালখুশি, বিস্মৃতি ইত্যাদি ক্ষতিকর আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সে স্বভাবতই ভুল করে বসে। ভুলের কারণে আরো কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় মানুষে মানুষে তুলনা করা থেকে আমরা যাতে বিরত না থাকি এ সত্য আমাদের সে কথাও বলে।

একইভাবে এ সত্য বুঝতে পারলে একজন প্রচারক, সংস্কারক, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকর্তা অনুধাবন করবে যে, সেও অপরাপর

২. *তিরমিযী হা/২৩৮২, হাদীছ হাসান।*
৩. *তিরমিযী হা/২৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১।*

মানুষের মত একজন মানুষ। ভুলে পতিত ব্যক্তির মত সেও ভুল করতে পারে। এরূপ চেতনা থাকলে সে ভুলে পতিত ব্যক্তির সঙ্গে রূঢ়-কঠিন আচরণ না করে; বরং দয়ার্দ্র ও নম্র আচরণ করবে। কেননা সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য তো কল্যাণ সাধন, শাস্তি বিধান নয়।

তবে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, তার অর্থ এটা নয় যে, ভুল-ভ্রান্তিকারকদের আমরা তাদের ভুলের উপর ছেড়ে দেব, কিছুই বলব না। পাপী ও কবীরা গোনাহকারীদের ব্যাপারে আমরা এমন ওযরখাহীও করব না যে, তারা মানুষ অথবা তারা উঠতি বয়সের কিশোর, তাদের তো এমন ভুল হ'তেই পারে। কিংবা তাদের যুগ ফিৎনা-ফাসাদ ও ষড়যন্ত্রে ভরা, তারা তো এসবের শিকার হ'তেই পারে। বরং শরী'আতের মানদণ্ড অনুযায়ী তাদের নিষেধ করা এবং কাজের হিসাব নেওয়া আমাদের জন্য একান্তই উচিত হবে।

কোন কিছু ভুল আখ্যায়িত করা শারঈ দলীলের ভিত্তিতে হ'তে হবে, যার পেছনে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে। অজ্ঞতা কিংবা অবাস্তব জোড়াতালি দেওয়া কথার ভিত্তিতে তা হবে না : মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবের (রাঃ) একটি লুঙ্গি পরে ছালাত আদায় করছিলেন। লুঙ্গিটা তিনি তার ঘাড়ের দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। এর কারণ ঐ সময় তারা পায়জামা ব্যবহার করতেন না। এক লুঙ্গিতেই ছালাত আদায় করতেন, তাই যাতে রুকূ ও সিজদাকালে সতর ঢাকা থাকে, সেজন্য তারা ঘাড়ের সাথে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন।[8] অথচ আলনায় তার কাপড় রাখা ছিল। এ দৃশ্য দেখে তাকে একজন বলল, আপনি এক লুঙ্গিতে ছালাত আদায় করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এটা কেবল এজন্য করছি যে, তোমার মত আহম্মকরা আমাকে দেখুক। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আমাদের মধ্যে এমন কেইবা ছিল যার পরার মত দু'টো কাপড় ছিল?[৫] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এখানে আহম্মক অর্থ অজ্ঞ। তাঁর কাজের উদ্দেশ্য ছিল, এক কাপড়ে ছালাতের বৈধতা তুলে ধরা, যদিও দুই কাপড়ে ছালাত আদায় উত্তম। যেন তিনি বলছেন, আমি বৈধতা বর্ণনার জন্য ইচ্ছে করে এটা করেছি। যাতে কোন অজ্ঞ লোক শুরু থেকেই নির্দ্বিধায় আমার অনুসরণ করে, অথবা আমাকে নিষেধ করে; তখন আমি তাকে বুঝিয়ে দেব যে, এটা জায়েয আছে।

---

৪. *ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ২/৩৫০।*

৫. *বুখারী হা/৩৫২।*

তিনি আহম্মক বলে শক্ত ভাষায় সম্বোধন করেছেন, আলেমদের ভুল ধরতে সতর্ক হওয়ার জন্য। তাছাড়া অন্যরাও যেন শরী'আতের কার্যাবলী নিয়ে অনুসন্ধান করে।[৬]

ভুল যত বড় হবে, সংশোধনে তত বেশী জোর দিতে হবে :

উদাহরণস্বরূপ আক্বীদা-বিশ্বাসের ভুল সংশোধন আদব-আখলাকের ক্ষেত্রে ভুল সংশোধনের তুলনায় অধিক গুরুত্ববহ। দেখা গেছে, নবী করীম (ছাঃ) সকল শ্রেণীর শিরকের সঙ্গে জড়িত ভুল-ভ্রান্তি অনুসন্ধান ও তা সংশোধনে কঠিন গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা শিরকের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। এখানে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী তনয়) ইবরাহীম যেদিন মারা যান, সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, চাঁদ-সূর্য আল্লাহ্র দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম-মৃত্যুতে এদের গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন এদের গ্রহণ লাগতে দেখবে তখন আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে এবং না কেটে যাওয়া পর্যন্ত ছালাতে রত থাকবে'।[৭]

আবু ওয়াকিদ আল-লায়ছী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুনাইনের যুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি পৌত্তলিক মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যান। গাছটির নাম ছিল 'যাতু আনওয়াত'। মুশরিকরা তাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখত। এ দৃশ্য দেখে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ওদের যেমন একটা যাতু আনওয়াত আছে, আমাদের জন্যও আপনি অনুরূপ একটা যাতু আনওয়াত বৃক্ষ নির্ধারণ

---

৬. *ফাৎহুল বারী ২/৩৫০।*
৭. *বুখারী হা/১০৬০।*

করে দিন। নবী করীম (ছাঃ) তখন বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! এতো দেখছি, মূসার লোকদের মত কথা। ওরা বলেছিল, আমাদের জন্য তুমি ইলাহ বানিয়ে দাও, যেমন ওদের আছে অনেক ইলাহ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে'।[৮]

অন্য বর্ণনায় আবু ওয়াকিদ থেকে বর্ণিত, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে হুনাইন পানে যাত্রা করেন। পথে কাফেরদের 'যাতু আনওয়াত' নামে একটি কুল গাছ ছিল। তারা গাছটির নীচে অবস্থান করত এবং গাছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তিনি বলেন, আমরাও একটা বড়সড় সবুজ কুল গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের একটা যাতু আনওয়াত বানিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কথায় বললেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! তোমরা তো দেখছি মূসার লোকদের মতই বলছ 'আমাদের জন্য তুমি ইলাহ বানিয়ে দাও, যেমন তাদের আছে অনেক ইলাহ। নিশ্চয়ই তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি'। নিশ্চয়ই এসবই যাপিত জীবনের রীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বকালের লোকদের রীতিগুলো এক একটা করে অনুসরণ করবে'।[৯]

যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুদায়বিয়াতে আমাদের নিয়ে রাতে সংঘটিত বৃষ্টির পরে ফজর ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, তিনি বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার উপর ঈমান রেখে ভোর করে এবং কিছু বান্দা কাফির অবস্থায় ভোর করে। যারা বলে, আল্লাহ্‌র ফযলে ও দয়ায় আমাদের বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার উপর ঈমান রাখে এবং গ্রহের উপর ঈমান রাখে না। আর যারা বলে, অমুক অমুক গ্রহের কল্যাণে আমাদের বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার উপর ঈমান রাখে না; বরং ঐসব গ্রহ-নক্ষত্রের উপর ঈমান রাখে'।[১০]

---

৮. *তিরমিযী হা/২১৮০; মিশকাত হা/৫৪০৮, হাদীছ হাসান ছহীহ*।

৯. *মুসনাদে আহমাদ হা/২১৯৪৭*।

১০. *বুখারী হা/৮৪৬*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ ও আপনি যা চান (তাই হবে)। তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করে দিলে? বরং আল্লাহ একাই যা চান তাই হয়'।[১১]

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে একটি কাফেলা বা দলে পেলেন। তিনি তখন তার পিতার নামে শপথ করছিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ডেকে বললেন, সাবধান, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যার একান্তই শপথ করা প্রয়োজন সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে, নচেৎ চুপ করে থাকে'।[১২]

জ্ঞাতব্য : ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ওয়াকী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'দ বিন ওবায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে এক মাহফিলে ছিলাম। পাশের মাহফিলের এক ব্যক্তিকে তিনি বলতে শুনলেন, না আমার পিতার কসম! ইবনু ওমর (রাঃ) তখন তার দিকে একটি কংকর ছুঁড়ে মেরে বললেন, এটাই ছিল ওমরের শপথ। নবী করীম (ছাঃ) তাকে এমন শপথ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এটা শিরক'।[১৩]

আবু শুরাইহ হানী ইবনু ইয়াদীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক গোত্রের লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। তিনি তাদেরকে একজন লোককে আব্দুল হাজার বা পাথরের দাস বলে ডাকতে শুনতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার নাম কি? সে বলল, আব্দুল হাজার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, না, তোমার নাম বরং 'আব্দুল্লাহ'।[১৪]

---

১১. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৩৯।*

১২. *বুখারী হা/৬১০৮।*

১৩. *আহমাদ হা/৫২২২; আল-ফাৎহুর রব্বানী ১৪/১৬৪।*

১৪. *ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৬২৩, হাদীছ ছহীহ।*

ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান মূল্যায়ন :

সমাজে কিছু লোকের কথা মান্য করা হ'লেও ঐ কথাই অন্যেরা বললে মান্য করা হয় না। কেননা তাদের এমন একটা অবস্থান রয়েছে, যা অন্যদের নেই। অথবা ভুলকারীর উপর তাদের এমন ক্ষমতা রয়েছে, যা অন্যদের হাতে নেই। যেমন পুত্রের উপর পিতার, শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের এবং সরকারীভাবে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির অন্যায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিষেধ করার ক্ষমতা। সুতরাং বয়সে যে বড় তার ভূমিকা সমবয়সী ও ছোটদের মত নয়; আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা অনাত্মীয়ের মত নয় এবং শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির ভূমিকা ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মত নয়।

শ্রেণীগত এ পার্থক্য জানা থাকলে একজন সংশোধনকারীর পক্ষে যথার্থভাবে সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। সে সবকিছু বুঝে-শুনে যথাযথভাবে করতে পারবে। ফলে তার নিষেধ বা সংশোধনের উল্টো ফল হিসাবে বড় কোন অঘটন বা অন্যায়ের সূত্রপাত হবে না। নিষেধকারীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি অপরাধীর মনে নিষেধের মাত্রা এবং কঠোরতা ও নম্রতার মাপকাঠি নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখান থেকে আমরা দু'টি সূত্র পেতে পারি।

এক. আল্লাহ যাকে শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন সে যেন তা সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, নীতি-নৈতিকতা বা চরিত্র শিক্ষাদানে নিয়োজিত রাখে এবং তার দায়িত্বকে অনেক বড় মনে করে। কেননা জনগণ অন্যদের তুলনায় তার কথা বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে এবং সে যা পারে অন্যরা তা পারে না।

দুই. আদেশকর্তা ও নিষেধকর্তা যেন নিজের ওযন ভুলে না যায়। তাহ'লে সে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাবে যার যোগ্য সে নয়। এমতাবস্থায় তার অধিকারহীন ক্ষমতা প্রয়োগে হিতে বিপরীত হবে এবং উল্টো তাকেই ঝামেলা ও বাধার সম্মুখীন হ'তে হবে।

নবী করীম (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ মানুষের উপর যে মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়েছিলেন, তা তিনি আদেশ-নিষেধ ও শিক্ষাদানে যথারীতি ব্যবহার করতেন। তিনি অনেক সময় এমন আচরণও করতেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ করলে তা মোটেও শোভনীয় হ'ত না। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

ইয়া‘ঈশ ইবনু তিহফা আল-গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

ضِفْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَضَيَّفَهُ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى اللَّيْلِ يَتَعَاهَدُ ضَيْفَهُ فَرَآنِى مُنْبَطِحاً عَلَى بَطْنِى فَرَكَضَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ لاَ تَضْطَجِعْ هَذِهِ الضِّجْعَةَ فَإِنَّهَا ضِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ– وفي رواية: فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ فَأَيْقَظَهُ وَقَالَ هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ–

‘একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর মেহমানখানায় অন্যান্য অভাবী মিসকীনদের সাথে মেহমান হয়েছিলাম। রাতে তিনি তাঁর মেহমানদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে উপুড় হয়ে ঘুমাতে দেখে তাঁর পা দিয়ে আমাকে ঠেলা মারেন এবং বলেন, এমন করে ঘুমিও না। এভাবে ঘুমানো আল্লাহ্র নিকট অপসন্দনীয়। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে পা দিয়ে ধাক্কা দেন এবং জাগিয়ে তোলেন। তারপর বলেন, এটা জাহান্নামীদের শোয়া’।[১৫]

এভাবে পায়ে ঠেলে নিষেধ করা নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে মানানসই হ’লেও অন্য কোন মানুষের জন্যে তা মানানসই হবে না। অন্য কোন ব্যক্তি কাউকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে এমন আশা করতে পারে না যে, সে তাকে পায়ে ঠেলে জাগিয়ে তুলবে এবং লোকটা তা মেনে নিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

অনুরূপ আরেকটি কাজ হচ্ছে- ভুলে পতিত ব্যক্তিকে মারধর করা কিংবা তার দিকে কংকর জাতীয় কিছু ছুঁড়ে মারা। কিছু কিছু পূর্বসূরী ব্যক্তিত্ব এমনটা করেছেন। আসলে এসবই নির্ভর করে ব্যক্তির ভাবমর্যাদা ও প্রতিপত্তির উপর। নিম্নে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হ’ল।

দারেমী সুলায়মান ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন,

১৫. আহমাদ হা/২৩৬৬৪; আল-ফাৎহুর রাব্বানী ১৪/২৪৪-২৪৫; তিরমিযী হা/২৭৪০; আবুদাঊদ হা/৫০৪০; ছহীহুল জামে‘ হা/২২৭০-২২৭১, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮৭, সনদ ছহীহ।

أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ صَبِيْغٌ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِيْنَ النَّخْلِ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ صَبِيغٌ- فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُونًا مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِيْنِ فَضَرَبَهُ وَقَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ فَجَعَلَ لَهُ ضَرْبًا حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَسْبُكَ قَدْ ذَهَبَ الَّذِى كُنْتُ أَجِدُ فِى رَأْسِى-

'ছাবীগ নামক এক ব্যক্তি মদীনায় এসে কুরআনের মুতাশাবেহ বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে। খবর পেয়ে ওমর (রাঃ) তাকে ডেকে পাঠান। এদিকে তার জন্য তিনি কিছু খেজুর ডাল (পাতা ছড়ান লাঠি আকারের ডাল) যোগাড় করে রাখলেন। সে এলে তিনি বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ছাবীগ। ওমর তখন একটা খেজুর ডাল তুলে নিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ওমর। তারপর তিনি খেজুর ডাল দিয়ে পিটিয়ে তার দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন। সে তখন বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন! যথেষ্ট হয়েছে আমাকে আর মারবেন না, আমার মাথায় যে ভূত চেপেছিল তা চলে গেছে'।[১৬]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু আবী লায়লার বরাতে উল্লেখ করেছেন,

كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهْىَ لَكُمْ فِى الآخِرَةِ-

'হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) তখন মাদায়েনের শাসক। তিনি পানি পান করতে চাইলে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রূপার পাত্রে তাঁকে পানি এনে দিল। তিনি তা তার মুখে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এমনি এমনি তাকে ছুঁড়ে মারিনি। এর আগেও আমি তাকে নিষেধ করেছি, কিন্তু সে নিষেধ মানেনি। অথচ নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে মসৃণ রেশম ও মোটা রেশমের কাপড় পরতে এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।

১৬. *দারিমী ১/১৫, হা/১৪৬, সনদ মুনকাতি'।*

তিনি আরো বলেছেন, ওগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য’।[১৭]

ইমাম আহমাদের বর্ণনায় এসেছে আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى بَعْضِ هَذَا السَّوَادِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ فَرَمَاهُ بِهِ فِى وَجْهِهِ قَالَ قُلْنَا اسْكُتُوا اسْكُتُوا وَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ فَسَكَتْنَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُ بِهِ فِى وَجْهِهِ قَالَ قُلْنَا لاَ. قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ. قَالَ فَذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ قَالَ مُعَاذٌ لاَ تَشْرَبُوا فِى الذَّهَبِ وَلاَ فِى الفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ-

‘আমি হুযায়ফা (রাঃ)-এর সঙ্গে (মাদায়েনের) এক শহরতলী এলাকায় গিয়েছিলাম। তিনি পানি চাইলে জনৈক নেতা রূপার পাত্রে পানি নিয়ে আসে। তিনি পাত্রটা হাতে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারেন। তখন আমরা বলতে লাগলাম, চুপ করো! চুপ করো!! আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে (হয়তো) তিনি কিছুই বলবেন না। আমরা চুপ করলে তিনি বললেন, ‘তোমরা কি জান, কেন আমি ওটা তার মুখে ছুঁড়ে মারলাম? আমরা বললাম, ‘না’। তিনি বললেন, এর আগে আমি তাকে এমন করতে নিষেধ করেছিলাম। (তারপরও সে আমার নিষেধ শোনেনি)। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রসঙ্গ তুলে বললেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা সোনার পাত্রে পান করো না। (মু‘আযের বর্ণনায় এসেছে) তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পান কর না। মিহি রেশম ও মোটা রেশমের কাপড় পর না। কেননা এ দু’টো তাদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে বরাদ্দ রয়েছে’।[১৮]

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, أَنَّ سِيرِيْنَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رضى الله عنه فَقَالَ كَاتِبْهُ فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا) فَكَاتَبَهُ- ‘(সিরীন ছিলেন

---

১৭. *বুখারী হা/৫৬৩২।*

১৮. *আহমাদ হা/২৩৪১২, সনদ ছহীহ; মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৭২।*

আনাস (রাঃ)-এর দাস)। মুক্তি লাভের জন্য তিনি তার সঙ্গে মুকাতাবা (অর্থ দানের বিনিময়ে মালিকের নিকট থেকে মুক্তি লাভের) চুক্তি করতে চান। এদিকে আনাস (রাঃ) সে সময় বেশ সম্পদশালী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি মুকাতাবা চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট চলে যান। তিনি তাকে বলেন, ওর সঙ্গে তুমি মুকাতাবা কর। এবারও তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন ওমর (রাঃ) তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন এবং কুরআন থেকে পড়লেন, 'তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে তোমরা জানতে পার'। এ আয়াত শোনার পর আনাস (রাঃ) তার সঙ্গে মুকাতাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লেন'।[১৯]

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلاَمُ يَبْكِى حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِى سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ-

'একদা তিনি ছালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় খলীফা মারওয়ানের এক ছেলে তার সামনে দিয়ে যেতে থাকে। তিনি তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ফিরে না গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তখন আবু সাঈদ (রাঃ) তাকে মার লাগান। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে সোজা মারওয়ানের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। মারওয়ান তখন আবু সাঈদকে বললেন, আপনার ভাতিজাকে মারলেন কেন? তিনি বললেন, আমি তো তাকে মারিনি, আমি মেরেছি শয়তানকে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ ছালাতে রত থাকে এবং এমন সময় কোন মানুষ তার সামনে দিয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে যথাসাধ্য সরিয়ে দেয়। কিন্তু যদি সে না মানে তাহ'লে যেন তার সঙ্গে লড়াই করে। কেননা সে একটা শয়তান'।[২০]

---

১৯. বুখারী 'মুকাতাবা' অধ্যায়-৫০, অনুচ্ছেদ-১; ফাৎহুল বারী ৫/১৮৪।

২০. নাসাঈ হা/৪৮৬২, সনদ ছহীহ।

ইমাম আহমাদ আবুন নযর থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ يَشْتَكِى رِجْلَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُو مُضْطَجِعٌ فَضَرَبَهُ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِهِ الوَجِعَةِ فَأَوْجَعَهُ فَقَالَ أَوْجَعْتَنِى أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رِجْلِى وَجِعَةٌ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ-

'একবার আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পায়ে অসুখ হয়। তিনি তখন এক পায়ের পর অন্য পা তুলে শুয়েছিলেন। এমন সময় তার ভাই সেখানে আসেন। তিনি তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ব্যথাযুক্ত পায়ে মুষ্ঠাঘাত করেন। ফলে তিনি ব্যথায় ককিয়ে ওঠেন এবং বলেন, তুমি আমাকে ব্যথা দিলে? তুমি কি জান না যে, আমার পায়ে ব্যথা? তিনি বললেন, হ্যাঁ জানি। আবু সাঈদ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে কেন তুমি একাজ করলে? তিনি বললেন, তুমি কি শোননি, নবী করীম (ছাঃ) এভাবে পায়ের উপর পা তুলে শুতে নিষেধ করেছেন'?[২১]

ইমাম মালেক আবু যুবায়ের আল-মাক্কীর বরাতে বর্ণনা করেছেন, أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ 'এক লোক অন্য এক লোকের বোনকে বিয়ে করার জন্য ঐ লোকের কাছে প্রস্তাব দিল। তখন সে তার বোন ব্যভিচার করেছে বলে তাকে জানাল। একথা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের কানে পৌঁছলে তিনি তাকে ধরে মার দেন অথবা মারার উপক্রম করেন। তিনি তাকে বলেন, তোমার এ খবর দেওয়ার কি দরকার ছিল'?[২২]

ইমাম মুসলিম তাঁর ছহীহ গ্রন্থে আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদের সঙ্গে মসজিদে আ'যম বা বড় মসজিদে বসে ছিলাম। আমাদের সাথে শা'বী ছিল। শা'বী তখন ফাতিমা বিনতে কায়সের হাদীছ বর্ণনা করল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তালাকের জন্য) তার নামে বাসস্থান ও খোরপোশ (ভরণ-পোষণ) এর কোন বিধান দেননি।

---

২১. *আহমাদ হা/১১৩৯৩, সনদ ছহীহ লি গাইরিহী।*

২২. *মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/১৫৫৩। হা/২০১৩।*

একথা শুনে আসওয়াদ এক মুঠি কঙ্কর তুলে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারল এবং বলল, তুমি ধ্বংস হও! তুমি এমন হাদীছ বর্ণনা করছ? অথচ ওমর (রাঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন, আমরা একজন মহিলার কথায় আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না যে, সে বিষয়টা মনে রেখেছে না-কি ভুলে গেছে? এ ধরনের মহিলা বাসস্থান ও খোরপোশ উভয়ই পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ– 'তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের হয়ে না যায়, তবে তারা কেউ সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে বসলে ভিন্ন ব্যবস্থা হবে' *(তালাক্ব ৬৫/১)*।[২৩]

আবুদাঊদ বর্ণনা করেছেন,

دَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىُّ جَالِسٌ فِى حَلْقَةٍ فَقَالاَ أَلاَ رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا. فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ–

'দু'জন লোক কিন্দার ফটক দিয়ে ঢুকল। সেখানে এক মজলিসে ছাহাবী আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বসা ছিলেন। তারা দু'জনেই বলল, এখানে এমন কেউ কি আছে যে আমাদের মাঝে সমাধান করে দিবে? মজলিসের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি আছি। আবু মাসঊদ (রাঃ) তখন এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারলেন ও বললেন, থাম, বিচার-ফায়ছালায় দ্রুত সাড়া দেওয়া একটি অপসন্দনীয় কাজ'।[২৪]

আমরা এও লক্ষ্য করি যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কিছু বিশেষ ছাহাবীর উপর সময় বিশেষে এতটা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যা উদাহরণস্বরূপ কোন বেদুঈন কিংবা বহিরাগত পরদেশী কেউ একই ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে করেননি। এসব কিছুই ছিল তাঁর হিকমত অবলম্বন এবং নিষেধ করার ক্ষেত্রে অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখার উদাহরণ।

---

২৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৮০।

২৪. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৭ 'বিচার' অধ্যায়, 'বিচার প্রার্থনা এবং তাতে দ্রুত সাড়া দান' অনুচ্ছেদ, সনদ যঈফ।

জেনে-বুঝে ভুলকারী ও না জেনে-বুঝে ভুলকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ :

উল্লেখিত বিষয়ে মু‘আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ)-এর ঘটনা স্পষ্ট বার্তা বহনকারী। তিনি তখন থাকতেন মদীনা থেকে দূরে মরু এলাকায়। ছালাতে কথা বলা নিষেধ হয়ে গেছে তিনি তা জানতেন না। মরুগ্রাম থেকে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করার সময় তিনি কথা বলেছিলেন। তিনি নিজেই বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাতে রত ছিলাম, এমন সময় একজন হাঁচি দিলে আমি বলে উঠলাম يَرْحَمُكَ اللهُ ‘আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন’। তখন জামাতস্থ লোকেরা আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি বললাম, আমার মা সন্তান হারা হোক! (অর্থাৎ আমার মরণ হোক!) তোমাদের কী হ’ল? তোমরা আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের হাত দিয়ে তাদের উরুতে আঘাত করতে লাগল। যখন আমি দেখলাম, তারা আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে তখন আমি তাদের কথার জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। আমার মাতা-পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য কুরবান হোক; আমি এর আগে ও পরে কোন শিক্ষককেই তাঁর থেকে সুন্দর করে শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম, তিনি ছালাত শেষ করে না আমাকে ধমক দিলেন, না মারলেন, না গালমন্দ করলেন। তিনি শুধু বললেন, এই ছালাত এমনই যে, এতে মানুষের কথাবার্তার কোন সুযোগ নেই। এ কেবলই তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়।[২৫]

সুতরাং অজ্ঞের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সন্দেহবাদীর জন্য প্রয়োজন বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, উদাসীনের জন্য প্রয়োজন উপদেশ এবং একগুঁয়ের জন্য প্রয়োজন ওয়ায-নছীহত। সুতরাং বিধান সম্পর্কে অবগত ও অনবগত লোকদের একইভাবে নিষেধ বা বাধাদান সমীচীন নয়। বরং অনবগত অজ্ঞ মূর্খের উপর কঠোরতা দেখালে অনেক সময় তা হিতে বিপরীত ফল বয়ে আনবে, এমনকি সে আনুগত্য পরিহারও করতে পারে। অথচ প্রথমে তাকে নরম মেযাজে কৌশলের সাথে বুঝালে ঠিকই নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং শুধরাতে পারবে। কারণ জাহিল অজ্ঞরা নিজেদের ভুলের উপর আছে বলে মনে করে না। তাই কেউ তাকে অন্যায় থেকে নিষেধ করলে তৎক্ষণাৎ তার মুখ দিয়ে

২৫. *ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭।*

বেরিয়ে আসে- না শিখিয়ে না জানিয়ে তুমি আমার উপর হঠাৎ চড়াও হচ্ছ কেন? অনেক সময় ভুলকারী সঠিক নিয়মের পাশেই অবস্থান করে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না। বরং নিজেকে সঠিক ভেবে সেটাই ধরে রাখতে চায়।

মুসনাদে আহমাদে মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) থেকে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَاماً ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ وَرَاءَكَ. فَسَاءَنِى وَاللهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِىَ أَنْ يَكُونَ فِى نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَىْءٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَيْهِ فِى نَفْسِى شَىْءٌ إِلاَّ خَيْرٌ وَلَكِنْ أَتَانِى بِمَاءٍ لأَتَوَضَّأَ وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِى-

'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়া-দাওয়া সেরেছেন, এমন সময় ছালাতের আযান হল। তিনি ছালাতের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, এর আগে অবশ্য তিনি ওযূ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ওযূ করবেন ভেবে আমি তাঁর নিকট পানির পাত্র নিয়ে এলাম। কিন্তু তিনি আমাকে তিরষ্কার করে বললেন, পিছিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম, তাঁর এ আচরণে আমি মর্মাহত হই। তাঁর ছালাত শেষ হ'লে আমি ওমরের নিকট আমার অনুযোগের কথা বললাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনার তিরষ্কার মুগীরার মনে খুব দাগ কেটেছে, সে ভয় পাচ্ছে যে, তার জন্যে আপনার মনে কোন কষ্ট লেগেছে কি-না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমার মনে তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কোন মন্দ ধারণা নেই। আমি যাতে ওযূ করি সেজন্য আমার নিকট সে পানি নিয়ে এসেছিল। আমি তো শুধু খাবার খেয়েছি। তারপরও যদি আমি ওযূ করতাম তাহ'লে আমার পরবর্তীতে লোকেরা খেয়েদেয়ে ওযূ করত'।[২৬]

লক্ষণীয় যে, এ ধরনের বড় মাপের পদস্থ ছাহাবীদের কোন কাজকে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক ভুল আখ্যায়িত করা তাদের মনে কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য ছিল না। তারা অসন্তুষ্ট হবেন কিংবা তাঁর সাহচর্য ছেড়ে দিবেন-

---

২৬. *আহমাদ ৪/২৫৩, হা/১৮২৪৪, সনদ হাসান।*

বিষয়টা সেজন্যও ছিল না। বরং এতে তাদের মনে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই তিনি তিরস্কার করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক তাঁদের কোন কাজ ভুল আখ্যা দেওয়া বা তিরস্কারের পর তাতে যে কেউ ভীত-চকিত হয়ে পড়বে, নিজেকে নিজে দোষারোপ করবে যে এমনটা কেন করতে গেলে এবং যতক্ষণ না নবী করীম (ছাঃ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তিনি নিশ্চিত না হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর মনে অস্থিরতা বিরাজ করবে।

উল্লেখিত ঘটনাই দেখুন। নবী করীম (ছাঃ) ব্যক্তি মুগীরার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করতে যাননি, তিনি বরং সকল মানুষের উপর করুণা করার ইচ্ছায় এবং খানাপিনা করলে যে ওযূ ভাঙ্গে না তা বর্ণনা করার জন্য এমনটা করেছেন। যাতে করে যা ফরয নয় তাকে ফরয ভেবে মানুষ সঙ্কটে পড়ে না।

মুজতাহিদের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা ও অপারগতাজনিত ভুলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ :

মুজতাহিদের অনিচ্ছাকৃত ভুল মোটেও দোষের নয়; বরং তিনি এজন্য একটি ছওয়াব লাভের যোগ্য- যদি তিনি আন্তরিকতার সাথে ইজতিহাদ করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ ‘বিচারক যখন ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে বিচার করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন তার দু’টি ছওয়াব হয় আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহ’লেও তার জন্য একটি ছওয়াব রয়েছে’।[২৭]

ইচ্ছা করে ভুলকারী কিংবা অক্ষম মুজতাহিদের বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। সুতরাং এই দু’জন কখনো সমান হ’তে পারে না। প্রথমজনকে ইজতিহাদের নিয়ম-কানূন শিখাতে হবে এবং তার কল্যাণ কামনা করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের পরিণাম সম্পর্কে উপদেশ দিতে হবে এবং এ ধরনের ইজতিহাদে তাকে বাধা দিতে হবে। ভুল ইজতিহাদে যে মুজতাহিদ ছাড় পাবেন তার বিষয়টি যেমন বৈধ ক্ষেত্রে হ’তে হবে, তেমনি মুজতাহিদকে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন হ’তে হবে। না জেনে-শুনে যে ফৎওয়া দেয় কিংবা অবস্থার প্রতি লক্ষ না রেখে বিধান দেয় সে কোনভাবে

২৭. *তিরমিযী হা/১৩২৬; মিশকাত হা/৩৭৩২, সনদ ছহীহ।*

ছাড় পাওয়ার যোগ্য নয়। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) মাথা ফাটা ব্যক্তির ঘটনার ভুল বিধান দাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি ইমাম আবুদাঊদ তার সুনান গ্রন্থে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَّ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ-

‘আমরা এক সফরে যাত্রা করেছিলাম। পথিমধ্যে আমাদের একজন লোকের মাথায় পাথর গড়িয়ে পড়ে। ফলে তার মাথা ফেটে যায়। পরে ঘুমের মধ্যে তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ আছে বলে মনে কর? তারা বলল, তুমি তো পানি ব্যবহারে সক্ষম, ফলে আমরা তোমার জন্য তায়াম্মুমের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। ফলে লোকটি গোসল করে এবং মারা যায়। পরে আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এলে তাঁকে ঘটনা জানানো হয়। সব শুনে তিনি বললেন, ওরা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ওদের হত্যা করুন। যখন তারা জানে না তখন কেন জাননেওয়ালাদের নিকটে জিজ্ঞেস করল না? অক্ষমের নিরাময়তা তো জিজ্ঞেস করে জানার মধ্যে..।[২৮]

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ-

২৮. *আবুদাঊদ হা/৩৩৬, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘আহত ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে’ অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৫৩১, সনদ হাসান।*

'বিচারক তিন প্রকার। তাদের একজন যাবে জান্নাতে এবং দু'জন যাবে জাহান্নামে। অনন্তর যে জান্নাতী সে ঐ বিচারক, যে হক চিনে এবং তদনুযায়ী বিচার করে। কিন্তু যে হক বুঝার পরও অন্যায় বিচার করে সে জাহান্নামী। আর যে ঘটনার সত্যাসত্য না বুঝে মূর্খতার সাথে বিচার করে সেও জাহান্নামী'।[২৯] এখানে তৃতীয় ব্যক্তিকে মা'যূর বা ছাড়প্রাপ্ত ও ক্ষমার যোগ্য গণ্য করা হয়নি।

ভুল ও অপরাধ সংশোধনের মাত্রা নির্ণয়ে যে পরিবেশে তা সংঘটিত হয়েছে তা লক্ষ রাখাও প্রয়োজন। যেমন সেখানে সুন্নাত কিংবা বিদ'আতের কেমন প্রসার রয়েছে, অপরাধীদের একগুঁয়েমির সীমা কতখানি; জাহেল মূর্খ মুফতীরা তা জায়েয বলে ফৎওয়া দেয় কি-না, কিংবা সবকিছুকেই যারা হাল্কাভাবে নেয় তাদের মানসিকতা দেখে অন্যায়-অপরাধের নিষেধ করতে হবে।

ভুল পন্থায় ভাল কাজ সম্পাদনকারীকে বাধা দানে নিষেধ নেই :

'আমর ইবনু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা থেকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত ফজর ছালাতের আগে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এর বাড়ির গেটে বসে থাকতাম। তিনি ঘর থেকে বের হ'লে আমরা তার সাথে হেটে মসজিদে আসতাম। একবার আমাদের কাছে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এসে বললেন, তোমাদের মাঝে কি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ এখনো আসেননি? আমরা বললাম, না। তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বেরিয়ে এলে আমরা সবাই উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন আবু মূসা তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, আমি এই মাত্র মসজিদে একটা ঘটনা দেখে এসেছি, যা আমার অচেনা অজানা। তবে আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা- আমি তা ভাল বৈ অন্য কিছু ভাবিনি। তিনি বললেন, তা কী? আবু মূসা (রাঃ) বললেন, বেঁচে থাকলে এক্ষুণি আপনি তা দেখতে পাবেন। আমি মসজিদে বেশ কিছু বৈঠক দেখলাম- যারা ছালাতের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৈঠকের লোকদের হাতে কিছু ছোট ছোট নুড়ি পাথর রয়েছে। একজন লোক তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

---

২৯. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; মিশকাত হা/৩৭৩৫, সনদ ছহীহ।

সে বলছে, 'তোমরা ১০০ বার আল্লাহু আকবার বল'। তারা ১০০ বার আল্লাহু আকবার বলছে। আবার বলছে '১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়'। তারা ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে। এরপর বলছে, '১০০ বার সুবহানাল্লাহ পড়'। তারা ১০০ বার সুবহানাল্লাহ পড়ছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কী বললে? তিনি উত্তরে বললেন, আপনার মতামত ও আদেশের অপেক্ষায় আমি তাদের কিছুই বলিনি। তিনি বললেন, তুমি তাদের বললে না কেন- তারা তাদের পাপরাশি গণনা করবে, আর তুমি তাদের পুণ্য বিনষ্ট না হওয়ার যামিন থাকবে। তারপর তিনি রওয়ানা দিলেন, আমরাও তার সাথে রওয়ানা দিলাম। তিনি এসে সোজা ঐ বৈঠকগুলোর একটি বৈঠকের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এ কী করছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, এগুলো নুড়ি। আমরা এগুলো দিয়ে তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা বরং তোমাদের পাপগুলো এক এক করে গণনা কর; তোমাদের পুণ্য যাতে নষ্ট হয়ে না যায় আমি সে জন্য যামিন থাকব। আফসোস! হে মুহাম্মাদের উম্মত!! কত দ্রুত তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে এল! এই যে তোমাদের নবীর ছাহাবীগণ এখনো তারা সংখ্যায় অনেক। তাঁর (নবীর) কাপড় এখনো জীর্ণ হয়নি; তাঁর ব্যবহৃত পাত্রগুলো এখনো ভেঙ্গে যায়নি। (তার আগেই তোমাদের মাঝে এত পরিবর্তন দেখা দিল?) যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমরা এমন একটা দ্বীনের উপর আছ, যা মুহাম্মাদের দ্বীন থেকে অনেক বেশী সঠিক, নাকি তোমরা গুমরাহির দরজা খুলে দিচ্ছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, আমরা এর দ্বারা ভাল বৈ অন্য অভিপ্রায় পোষণ করিনি। তিনি বললেন, অনেক ভাল কাজের সংকল্পকারী আছে, যারা তার নাগাল পায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন একদল লোক কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না; তবে মনে হয়, তাদের অধিকাংশই তোমাদের ভেতরকার হবে। তারপর তিনি তাদের নিকট থেকে ফিরে এলেন।

আমর ইবনু সালামা বলেন, ঐ বৈঠকগুলোর অধিকাংশ লোককে দেখেছি, নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।[৩০]

---

৩০. দারেমী হা/২১০, ২০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫।

ন্যায়বিচার করা, ভুলভ্রান্তি থেকে সতর্কীকরণে কোন পক্ষপাতিত্ব না করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 'আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রিয়জন এবং তার পিতাও ছিলেন তাঁর প্রিয়জন। তা সত্ত্বেও তাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করতে নবী করীম (ছাঃ)-এর এতটুকু বাধেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থাপিত হদ বা কুরআনী দণ্ডমূলক একটি মামলায় আসামীর পক্ষে তিনি তাঁর কাছে সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময়কালে মক্কা বিজয়ের আমলে জনৈক মহিলা চুরি করেছিল। যেহেতু সে কুরাইশ বংশীয় ছিল তাই কুরাইশরা এতে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে কে কথা বলতে পারবে তা নিয়ে তারা আলোচনায় মিলিত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়জন উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কে সাহস দেখাতে পারবে। তখন উসামা বিন যায়েদ ঐ মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কথা বললেন। কিন্তু তার কথা শোনামাত্রই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্‌র হদ বা দণ্ড বিষয়ে তুমি আমার নিকট সুপারিশ নিয়ে এসেছে? উসামা (রাঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর বিকাল হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا-

তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলো এই কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত কেউ চুরি করলে তারা তাকে মুক্ত করে দিত, কিন্তু দরিদ্র অভাবী শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। কিন্তু আমার বেলায়- যার হাতে আমার জান তার শপথ করে বলছি- মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তাহ'লে আমি তার হাত কেটে দিতাম। তারপর তিনি সেই মহিলা চোরের হাত কেটে দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং তা কার্যকর করা হ'ল'।[৩১]

নাসাঈর বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'জনৈক মহিলা কিছু পরিচিত মানুষের মৌখিক কথার ভিত্তিতে একটি অলংকার ধার নিয়েছিল। মহিলাটি তেমন পরিচিত ছিল না। পরে সে অলংকারটা বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়ে ফেলে। মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির করা হ'ল। এ সময় মহিলার পরিবার উসামা বিন যায়েদের নিকট (সুফারিশের উদ্দেশ্যে) গেল। তিনি ঐ মহিলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথা বললেন। তার কথা বলার সময়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি আমার কাছে আল্লাহ্র দণ্ড সমূহের একটি দণ্ড স্থগিত রাখতে সুফারিশ করছ? উসামা তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ), আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ঐদিন বিকালেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা কেবল এ কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তারা তাকে দণ্ডমুক্ত করে দিত কিন্তু দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করত তাহ'লেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। তারপর তিনি ঐ মহিলার হাত কেটে দেন'।[৩২]

উসামার সুফারিশ উপেক্ষায় রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর মাঝে সুবিচারের চরিত্র ফুটে উঠেছে। তাতে এটাও বুঝা গেল যে, তাঁর নিকট মানুষের প্রতি ভালবাসার চেয়ে শরী'আতের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত বিষয়ে কেউ

---

৩১. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮।

৩২. নাসাঈ হা/৪৮৯৮, সনদ ছহীহ; বুখারী হা/৪৩০৪, মিশকাত হা/৩৬১০।

ভুল করে থাকলে তার বিষয়টা উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শরী'আতের কোন বিষয়ে ভুল করলে তার ক্ষেত্রে চোখ বুঁজে থাকা কিংবা তার পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ মোটেও নেই।

কিছু লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আত্মীয়-বন্ধু কেউ ভুল করলে তাকে ততটা বাধা দেয় না, যতটা বাধা অপরিচিত কাউকে দেয়। আত্মীয়তা বন্ধুত্বের কারণে অনেক সময় তাদের কাজে-কর্মে বেআইনি ভাবধারাও অবলম্বন করতে দেখা যায়। বরং অনেক সময় তারা আপনজনের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে চোখ বুঁজে থাকে, আর অন্যদের ভুলের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসতে দিতেও নারায। কবি বলেছেন, চোখের মণির ভুলভ্রান্তি অন্ধকার রাতের মত ঢাকা পড়ে থাকে, কিন্তু চোখের বালির সকল অপরাধ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজকর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও এই একই ধারা লক্ষণীয়। একই কাজ প্রিয়জন করলে যেভাবে নেওয়া হয় অন্যে করলে তা ভিন্নভাবে নেওয়া হয়।

ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য। অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ভুল শুধরাতে গিয়ে ঘটিতব্য বড় ভুল থেকে সাবধান হওয়া :

একথা সবার জানা যে, দু'টি ক্ষতির মধ্যে বৃহত্তর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ন্যূনতম ক্ষতি মেনে নেওয়া শরী'আতের অন্যতম মূলনীতি। এ কারণেই মুনাফিকরা কাফির প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (ছাঃ) তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেছেন। কিন্তু তাদের তিনি হত্যা করতে যাননি এ কারণে যে, পাছে লোকে বলবে, মুহাম্মাদ নিজ অনুসারীদের হত্যা করেন। বিশেষতঃ মুনাফিকদের ব্যাপারটা মানুষের নিকট গোপন থাকার কারণে।

একইভাবে কুরায়শদের নির্মিত কা'বা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতে যাননি। কেননা কুরায়শরা ছিল সদ্য মুসলমান; কিছুদিন আগেও জাহিলী যুগের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। নবী করীম (ছাঃ)-এর আশঙ্কা ছিল এখন কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেললে কুরায়শরা

তা ভাল মনে নেবে না। ফলে হাতিমের ভাঙ্গা অংশটুকু কা'বার বাইরেই থেকে যায় এবং দরজাও মানুষের নাগালের বাইরে উঁচুতে থেকে যায়। যদিও এটা এক প্রকার যুলুম ও পাপ। তবুও কুরায়শদের ঈমান হারানোর তুলনায় তা ক্ষুদ্র।

তারও আগে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দিতে নিষেধ করেছেন। যদিও এসব গালি-গালাজের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের সম্ভাবনা আছে। তবুও তা নিষেধ করা হয়েছে। যাতে তারা আল্লাহকে গালি দেওয়ার সুযোগ না পায়। যা কিনা তুলনামূলক বিচারে আরও অনেক বড় পাপ।

এজন্যই কখনো কখনো দ্বীন প্রচারক অবৈধ বিষয় নিষেধ না করে চুপ করে থাকে। অথবা দেরিতে নিষেধ করে অথবা পদ্ধতি পাল্টে ফেলে, যাতে করে ভুল বিদূরিত হয় কিংবা বড় কোন অন্যায় সংঘটিত না হয়। প্রচারকের নিয়ত ভাল থাকলে এবং আল্লাহ্র পথে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না করলে একে ত্রুটি ও দুর্বলতা বলা চলে না। দ্বীনের সুবিধা বিবেচনা করেই সে এমন করেছে- অলসতা ও কাপুরুষতার বশে নয়।

লক্ষ্যণীয় যে, ভুলে বাধা দেওয়া ও ভুল সংশোধনের অনেক কৌশল আছে। অনেকে সেসব কৌশল অবলম্বন না করে ভুল নিষেধ করতে যায়। ফলে ভুল সংশোধন না হয়ে বরং উল্টো বড় ভুলে পতিত হয়।

যে ধরনের স্বভাব-চরিত্র থেকে ভুল হয় তা অনুধাবন করা :

কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে যা স্বভাবজাত বা সহজাত। যতই চেষ্টা করা হোক তা পুরোপুরি দূর করা যায় না। তবে তার পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং লাঘব করা সম্ভব। চূড়ান্তভাবে সোজা করতে গেলে তা দুঃখ-বেদনায় পর্যবসিত হবে। যেমন মহিলাদের বেলায় একথা প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا– 'মহিলাকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনভাবেই তা তোমার জন্য সোজা হবে না। সুতরাং তুমি তার থেকে উপকৃত হ'তে চাইলে তাকে বাঁকা রেখেই

উপকৃত হবে। আর যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও, তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। ওর ভাঙ্গন হ'ল তালাক'।[৩৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا- 'তোমরা স্ত্রীলোকদের সদুপদেশ দিতে থাক। কেননা তারা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট। পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড়টা সবচেয়ে বেশী বাঁকা। সুতরাং তুমি যদি তা একদম সোজা করতে যাও, তাহ'লে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে, আর যদি এমনিই ফেলে রাখ তাহ'লে তা সর্বদাই বাঁকা থেকে যাবে। অতএব তোমরা স্ত্রীলোকদের সদুপদেশ দিতে থাক'।[৩৪]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, মহানবী (ছাঃ)-এর উক্তি (بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) মহিলাদের ভালভাবে উপদেশ দান অর্থ নম্রতার সাথে ধীরে-সুস্থে সোজা করা। বেশী জোরাজুরি করা যাবে না, তাহ'লে ভেঙ্গে যাবে। আবার উপদেশ না দিয়ে ফেলেও রাখা যাবে না, তাহ'লে সে সর্বদা বাঁকাই থেকে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে- কেবল মুবাহ বা বৈধ ক্ষেত্রেই সদুপদেশ দেওয়া বা না দেওয়া বিধেয়। মহিলারা যদি সরাসরি পাপে জড়িয়ে পড়ে কিংবা ফরয পরিত্যাগ করে তখন তাকে বাধা দেওয়া ফরয হয়ে দাঁড়াবে। হাদীছটিতে মানুষের মন জয় করা এবং আত্মার সঙ্গে ভালবাসা জন্মানোর কথা বলা হয়েছে। মহিলাদের বাঁকা স্বভাব হেতু তাদের সঙ্গে ক্ষমা ও সহিষ্ণু আচরণ করতে বলা হয়েছে। কেউ তাদের সোজা করতে চাইলে তাদের থেকে উপকার লাভের সুযোগই হয়তো হারিয়ে বসবে। অথচ কোন পুরুষের পক্ষে মহিলার সংস্রব ব্যতীত জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং জীবন-জীবিকায় সহযোগিতা লাভের ভিন্ন কোন উপায় নেই। যেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নারীর প্রতি ধৈর্য ধারণ ব্যতীত তার থেকে জৈবিক চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।[৩৫]

---

৩৩. *মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৯।*

৩৪. *বুখারী হা/৫১৮৬।*

৩৫. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/২৫৪ পৃঃ।*

শারঈ বিষয়ে ভুল করা এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে ভুল করার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ :

আমাদের নিকট দ্বীন ইসলাম আমাদের ব্যক্তিসত্তা থেকেও মহা মূল্যবান। তাই আমাদের ব্যক্তিস্বার্থে আমরা যতটা ক্ষোভ ও রাগ দেখাব এবং সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করব, তার থেকেও অনেক বেশী রাগ ও ক্ষোভ এবং সাহায্য-সহযোগিতা আমরা দ্বীনের স্বার্থে করব। এজন্যই তুমি দেখবে- যার দ্বীনী জোশ দুর্বল তাকে কেউ গালি দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষুব্ধ হয় এবং রাগ প্রকাশ করে। কিন্তু তারই পাশে একজন দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করলে সে মোটেও ক্ষুব্ধ হয় না। কিংবা একটু ক্ষুব্ধ হ'লেও তা হয় সংকোচ ও দুর্বলতা মিশ্রিত।

নবী করীম (ছাঃ) নিজের ক্ষেত্রে অশোভন আচরণকারীদের বেশী মাত্রায় ক্ষমা করতেন, বিশেষ করে অসভ্য বেদুঈনদের মনোরঞ্জনার্থে এমনটা তিনি হরহামেশাই করতেন। ছহীহ বুখারীতে আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِى عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল নাজরানের তৈরী মোটা পাড়ের একটি বড় চাদর। এমন সময় এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাদর ধরে খুব জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। আমি দেখলাম কঠিনভাবে টানার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাঁধের উপরিভাগে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর লোকটা বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহ্র যে সম্পদ রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দিতে আদেশ দাও। এমন (অসভ্য আচরণ সত্ত্বেও) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার

দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে অনুদান প্রদানের আদেশ দিলেন’।[৩৬]

কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে অপরাধ করলে তিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে রাগ করতেন। সামনে তার উদাহরণ আসবে।

আরো কিছু বিষয়, যা ভুল-ভ্রান্তি মুকাবিলায় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক :

(১) বড় গোনাহ ও ছোট গোনাহের মধ্যে পার্থক্য করা : খোদ শরী‘আতে ছোট-বড় গোনাহের ভাগ করা হয়েছে। ছোট গোনাহে বাধা দানে যতটা তৎপর হ’তে হবে, বড় গোনাহে বাধা দানে তার থেকেও অনেক বেশী তৎপর থাকতে হবে।

(২) যিনি ভাল কাজে অগ্রণী, যার পাপ নেই বললেই চলে, যিনি নেকীর সাগরে সন্তরণশীল তার এবং যে আগাগোড়া পাপী, নিজের জীবনের উপর অত্যাচারকারী তার মাঝে পার্থক্য আমলে নিয়ে আদেশ-নিষেধ করতে হবে। কেননা ভাল কাজে সৎ পথে যে অগ্রণী তার থেকে যেমন আচরণ আশা করা যায়, অন্যদের থেকে তা করা যায় না। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিম্নের ঘটনা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি।

আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যাত্রা করেছিলাম। ‘আরজ’ (الْعَرْجِ) নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্রামের জন্য নেমে পড়েন, আমরাও নেমে পড়ি। আয়েশা (রাঃ) বসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে আর আমি বসেছিলাম আমার পিতার পাশে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর সফরের বাহন ছিল একটাই উট। আবুবকর (রাঃ)-এর এক গোলাম সেটা দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধান করছিল। আবুবকর (রাঃ) গোলামের খোঁজ করে যখন পেলেন তখন তার সাথে উট ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উট কোথায়? সে বলল, আজ রাতে আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি। আবুবকর (রাঃ) বললেন, একটাই মাত্র উট, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে! আবুবকর (রাঃ)-এর রাগ চড়ে গেল। ফলে তিনি গোলামটিকে মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা দেখে মুচকি হেসে বললেন, তোমরা এই মুহরিম (হাজী)-কে দেখ, সে করছেটা

---

৩৬. *বুখারী, হা/৫৮০৯*।

কি? আবু রাযমা বলেন, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'তোমরা এই মুহরিমকে দেখ, সে করছে কি?' এবং 'মুচকি হাসি' ছাড়া আর কিছুই করেননি।[৩৭]

(৩) যার থেকে বহুবার ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ কাজ হয়েছে এবং যে প্রথমবার তা করেছে উভয়ের ক্ষেত্রে নিষেধ করতে কিছু তারতম্য করতে হবে। বারবার পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে তুলনামূলক বেশী এবং কঠোর ভাবে নিষেধ করতে হবে।

(৪) প্রকাশ্যে পাপাচারী ও গোপনে পাপাচারীর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

(৫) যার দ্বীন পালনে দুর্বলতা ও কমযোরি রয়েছে এবং যার মনে সাহস যোগানো প্রয়োজন তার উপর কঠোর হওয়া সমীচীন হবে না।

(৬) ভুলকারী ও অপরাধীর অবস্থান/পদ ও ক্ষমতা হিসাবে নিয়ে নিষেধ করতে হবে। তবে এসব কিছুই করতে হবে ন্যায় ও ইনছাফের পথ আগলে রেখে।

(৭) অল্পবয়স্ক ভুলকারীকে তার বয়সের সাথে মানিয়ে নিষেধ করতে হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْفَارِسِيَّةِ كَخٍ كَخٍ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ– 'একদিন আলী (রাঃ)-এর ছেলে হাসান (রাঃ) যাকাতের একটি খেজুর নিয়ে মুখে পুরে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফারসী ভাষায় বলে ওঠেন- খক! খক!! বাবু, তুমি কি জান না আমরা যাকাত খাই না'?[৩৮]

ত্বাবারানী যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، قَالَتْ فَأَخَذَ حِفْنَةً

---

৩৭. *আবুদাঊদ 'মানাসিক' অধ্যায় হা/১৮১৮, আলবানী সনদ হাসান। [আবুবকর (রাঃ) ছিলেন প্রথম সারির নেক্কার মানুষ। তাকে নিষেধের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ একটি কথাই যথেষ্ট মনে করেছেন। অন্যদের বেলায় হয়তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধের মাত্রা এত অল্প হ'ত না। অনুবাদক]।*

৩৮. *বুখারী, হা/৩০৭২।*

مِّنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا وَجْهِيْ، وَقَالَ: وَرَاءَكِ أَيْ لَكَاعِ
‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোসল করছিলেন, এমন সময় যয়নাব (রাঃ) তাঁর কাছে হাযির হন। তিনি বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক অঞ্জলী পানি নিয়ে আমার মুখে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আরে বেওকুফ বাচ্চা, পেছনে সরে যাও’।[৩৯]

এতে বুঝা গেল, ছোট মানুষের ছোটত্ব তার ভুল সংশোধনে কোন বাধা হ’তে পারে না। বরং সচেতন করার লক্ষ্যে তাদের সংশোধন ও শিক্ষা দান আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা শিশুর মগজে ভালভাবে বসে যায়, ভবিষ্যতেও তা তার কাজে লাগে। প্রথম হাদীছে শিশুকে পরহেযগারী শিখানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীছে তাকে অনুমতি গ্রহণের আদব যেমন শিখানো হয়েছে, তেমনি অন্যের গোপনাঙ্গ না দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনি আরেকটি ঘটনা ছোট শিশু ওমর বিন আবু সালামা (রাঃ)-কে কেন্দ্র করে ঘটেছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

كُنْتُ غُلاَمًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِى بَعْدُ-

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিপালনাধীন একটা শিশু ছিলাম। একবার খাওয়ার সময় আমার হাত পাত্রের সবখানে খাবার খুঁজে ফিরছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, ওহে বৎস! খাওয়ার সময় আল্লাহ্র নাম বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও। এরপর থেকে এটাই আমার খাবার গ্রহণের রীতি হয়ে দাঁড়ায়’।[৪০]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে শিশুটা খাবারের পাত্রে হাত ঘুরাতে গিয়ে ভুল করেছিল তার ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশনাগুলো খুবই ছোট, সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ছিল। এগুলো মনে রাখাও যেমন সহজ, তেমনি বুঝতেও

৩৯. *আল-মু‘জামুল কাবীর ২৪/২৮১; হায়ছামী বলেন, এর সনদ হাসান। মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ১/২৬৯।*

৪০. *বুখারী, হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯।*

কোন সমস্যা নেই। এজন্যই ঐ শিশু ছাহাবীর উপর কথাগুলো তাঁর জীবনের তরে প্রভাব ফেলেছিল। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, এরপর থেকে এটাই আমার খাবার গ্রহণের রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) অনাত্মীয় মহিলাদের নিষেধকালে সতর্কতা : কোন পুরুষ লোক অনাত্মীয় অপরিচিত মহিলাদের নিষেধ করতে গেলে যাতে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সাবধান হ'তে হবে। কোন কিশোরী কিংবা যুবতীর ভুল ধরতে গিয়ে যুবক বিশেষের কথা যেন নরম মিনমিনে ভাবের না হয়। এতে অনেক বিপদ জেঁকে বসে। এক্ষেত্রে বরং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বর্ষীয়ান লোকেরা ভাল ভূমিকা রাখতে পারে। যিনি তাদের আদেশ-নিষেধ করবেন তাকে বরং ভাবতে হবে যে, এক্ষেত্রে তার কথা বলায় উপকার হবে কি-না। যদি তার জোর ধারণা জন্মে যে কথা বলায় উপকার হবে, তাহ'লে কথা বলবে, নচেৎ অল্পবয়সী স্বল্প বুদ্ধির কিশোরীদের সাথে কথা না বলে নীরব থাকবে। অনেক সময় তারা অপবাদ দিয়ে বসে এবং বাতিলের উপর অনড় থাকতে চায়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আদেশ-নিষেধের কাজে নিয়োজিত মানুষের আদেশ-নিষেধ, প্রচার-প্রপাগাণ্ডা ও দলীল-প্রমাণ প্রদান সার্থক ও কার্যকরী করতে তার সামাজিক অবস্থানের একটা মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে সমাজের অবস্থা যা তাই থেকে যাবে। নিম্নে এতদসংশ্লিষ্ট ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক জনৈকা মহিলাকে নিষেধের একটি ঘটনা তুলে ধরা হ'ল।

আবু রুহমের দাস ওবায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَيْنَ تُرِيدِينَ قَالَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ-

‘সুগন্ধি মেখে মসজিদ পানে গমনেচ্ছু জনৈকা মহিলার সাথে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বলেন, হে প্রবল প্রতিপত্তিশালীর (আল্লাহ্‌র) দাসী, যাচ্ছ কোথায়? সে বলল, মসজিদে। তিনি বললেন, সেজন্যই কি খোশবু মেখেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে মহিলাই সুগন্ধি মেখে মসজিদের দিকে বের হবে তার কোন ছালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে গোসল করে ফেলে’।[৪১]

ছহীহ ইবনু খুযায়মা গ্রন্থে আছে,

مَرَّتْ بِأَبِيْ هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا : إِلَى أَيْنَ تُرِيْدِيْنَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ : إِلَى الْمَسْجِدِ، قَالَ : تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَارْجِعِيْ فَاغْتَسِلِيْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ يُقْبَلُ اللهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيْحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ-

‘আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে এক মহিলা যাচ্ছিল। তার গা থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, হে প্রতাপশালীর দাসী, যাচ্ছ কোথায়? সে বলল, মসজিদে। তিনি বললেন, তাইতো সুগন্ধি মেখেছ। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ’লে বাড়ি ফিরে গিয়ে গোসল করে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে মহিলা সুগন্ধি ছড়াতে ছড়াতে মসজিদে যায়- বাড়ি ফিরে এসে গোসল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তার কোন ছালাতই কবুল করেন না’।[৪২]

(৯) ভুল ও তার কারণ দূরীকরণের চেষ্টা বাদ দিয়ে ভুলের ফলে সৃষ্ট প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সংশোধনে ব্রতী না হওয়া উচিত। (পচা ইঁদুর পানিতে রেখে পানির দুর্গন্ধ দূর করার চেষ্টা ফলদায়ক হয় না)।

(১০) কোন ভুল ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে হবে না এবং ভুলের প্রকৃতি চিত্রায়নে অতিরঞ্জন পরিহার করতে হবে।

---

৪১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০০২, সনদ হাসান ছহীহ।*

৪২. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৬৮২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০২০, আহমাদ হা/৭৩৫০; আলবানী-আরনাঊত্ব, সনদ হাসান।*

(১১) ভুল প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগার মানসিকতা বাদ দিতে হবে। না বুঝে না জেনে কারো ভুল ধরা যাবে না। ভুলকারীর ভুলের পক্ষে স্বীকারোক্তি আদায়ে বেশী তৎপরতা দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

(১২) ভুল সংশোধনের জন্য ভুলে পতিতদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। বিশেষ করে যারা দীর্ঘকাল ধরে ভুলের মধ্যে লিপ্ত এবং ভুলে অভ্যস্ত তাদের বেলায় তাড়াহুড়া করলে তা হিতে বিপরীত হ'তে পারে। অবশ্য এ সময়ের মধ্যেও ভুল সংশোধনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা চলবে না।

(১৩) ভুলে পতিত ব্যক্তি যেন কস্মিনকালেও মনে না করে যে সংশোধনকামী তার প্রতিপক্ষ। মনে রাখতে হবে- কিছু মানুষকে হাত করা কিছু অবস্থান হাছিল করা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লিখিত ভূমিকার পর এখন আমরা মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত পথ ও পদ্ধতি তুলে ধরব- যেমনটা ছহীহ হাদীছে এসেছে এবং বিদগ্ধজনেরা উল্লেখ করেছেন।

মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত পদ্ধতি

১. ভুল সংশোধনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিথিলতা না করা :

ভুল সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ) দ্রুত ব্যবস্থা নিতেন। তাঁর জন্য দেরি করে বর্ণনা করা মোটেও বৈধ ছিল না। জনগণের সামনে সত্য ও ন্যায়কে তুলে ধরা এবং কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা নির্দেশ করা তাঁর আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে ছিল। মানুষের ভুল সংশোধনে তিনি যে বহু উপলক্ষে ত্বরিৎ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অনেক ঘটনাই তার সাক্ষী হয়ে আছে। যেমন ছালাতে ভুলকারীর ঘটনা, মাখযূমী বংশের (চার মহিলার ঘটনা), যাকাত আদায়ে ইবনুল লুতবিয়ার ঘটনা। উসামা (রাঃ) কর্তৃক ভুলক্রমে একজন কালেমা পাঠকারীকে হত্যার ঘটনা, যে তিন ব্যক্তি নিজেদের উপর কড়াকড়ি আরোপ ও ঘর-সংসার ত্যাগের সংকল্প করেছিল তাদের ঘটনা ইত্যাদি। দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা না নিলে ভুল সংশোধনের সুযোগ অনেক সময় হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিক সংশোধনে যে উপকারিতা পাওয়ার কথা তা আর মেলে না। অনেক সময় সংশোধনের সুযোগ চলে যায়, উপলক্ষ নস্যাৎ হয়ে যায়, ঘটনা ঠাণ্ডা মেরে যায় এবং বিলম্ব হেতু তার প্রতিক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. বিধান বর্ণনার মাধ্যমে ভুলের প্রতিকার :

জারহাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ– ‘নবী করীম (ছাঃ) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর উরু খোলা ছিল। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার উরু ঢেকে রাখ। কেননা উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত’।[৪৩]

---

৪৩. *তিরমিযী হা/২৭৯৬, আলবানী, সনদ হাসান।*

৩. ভুলকারীদের শরী‘আতের দিকে ফিরিয়ে আনা এবং যে মূলনীতির তারা খেলাফ করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া :

পাপ-পংকিলতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়লে এবং উদ্ভূত অবস্থায় জড়িয়ে গেলে মানুষের মন-মগয থেকে শরী‘আতের অনেক বিধি-বিধান গায়েব হয়ে যায়। অনেক সময় সংঘাতে জড়িয়ে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। এমন পুনঃপুনঃ মূলনীতির ঘোষণা দিলে এবং শরী‘আতের বিধি উচ্চৈঃস্বরে বললে যারা ভুল করেছে তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে এবং যে উদাসীনতা দেখা দিয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠা যাবে। মুনাফিকরা আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে ফিৎনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ায় তাদের মাঝে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে চলেছিল তা নিয়ে চিন্তা করলে আমরা উল্লিখিত বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর গৃহীত দৃষ্টান্ত বুঝতে পারব।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوْا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِىُّ غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِىُّ يَا لَلأَنْصَارِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ : مَا شَأْنُهُمْ. فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِىِّ الأَنْصَارِىَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ-

‘আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। মুহাজিরদের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক তাঁর পাশে জমা হয়েছিল। ফলে তারা সংখ্যায় বেশী হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে মুহাজিরদের মাঝে একজন বড়ই কৌতুকবায ছিল। সে একজন আনছারীর পশ্চাৎদেশে কৌতুক করে আঘাত করে। এতে ঐ আনছারী ভীষণ রেগে যায়। তখন দু’পক্ষই নিজেদের লোকদের ডাকাডাকি আরম্ভ করে। আনছারী বলে, ওহে আনছারগণ! আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো। মুহাজির বলে, ওহে মুহাজিরগণ! আমার সাহায্যে এগিয়ে এসো। এমতাবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) বেরিয়ে এসে বললেন, জাহিলিয়াতপন্থীদের

ডাকাডাকির মত ডাকাডাকি কেন? তারপর তিনি তাদের মধ্যে কী ঘটেছে তা জানতে চাইলেন। তাঁকে মুহাজির কর্তৃক আনছারীর পশ্চাৎদেশে আঘাত করার কথা জানানো হ'ল। তিনি বললেন, এ কাজ (তামাশা করে কাউকে কিছু বলা কিংবা আঘাত করা এবং গোত্রের সাহায্য নিয়ে অবৈধ সংঘাতের জন্য আহ্বান) ত্যাগ কর। কেননা এটা খুবই কদর্য'।[৪৪]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ 'মানুষ যেন তার ভাইকে সাহায্য করে চাই সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত হোক। যদি সে অত্যাচারী হয় তাহ'লে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। এটাই হবে তার জন্য সাহায্য। আর যদি অত্যাচারিত হয়, তাহ'লে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে তাকে সাহায্য করবে'।[৪৫]

৪. ধারণায় ত্রুটির কারণে যে ভুল ধরা পড়ে সেখানে ধারণার সংশোধন :

ছহীহ বুখারীতে হুমাইদ বিন আবু হুমাইদ আত-তাবীল থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন,

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ-

'তিন জন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ী গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানতে চান! তাদেরকে তা জানানো হ'লে মনে

---

৪৪. *বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৩৫১৮*।

৪৫. *মুসলিম হা/২৫৮৪*।

হ'ল যেন তারা তা অল্প গণ্য করল। তারা বলাবলি করল, কোথায় নবী করীম (ছাঃ) আর কোথায় আমরা? তাঁর তো আগে-পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের একজন বলল, আমি রাতে সারাক্ষণ ছালাতে রত থাকব। আরেকজন বলল, আমি সারাবছর ছিয়াম পালন করব, কখনই তা ভঙ্গ করব না। অন্যজন বলল, আমি নারী সংশ্রব ত্যাগ করব; কোনদিন বিয়ে করব না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কাছে এসে বললেন, তোমরাই তো তারা, যারা এমন এমন কথা বলেছ? শোন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের তুলনায় আল্লাহ তা'আলাকে বেশী ভয় করি। কিন্তু আমি ছিয়াম পালন করি, আবার বিরতিও দেই; ছালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করেছি'।[৪৬]

মুসলিমের বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী তাঁর স্ত্রীদের নিকট গিয়ে নির্জন মুহূর্তে তাঁর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তা জানার পর তাদের একজন বলল, আমি বিয়ে-শাদী করব না। অন্যজন বলল, আমি গোশত খাব না। আরেকজন বলল, আমি বিছানায় ঘুমাব না। এসব কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন, ঐসব লোকের কী হ'ল যারা এমন এমন কথা বলে? আমি তো নফল ছালাত আদায় করি, ঘুমাই, ছাওম পালন করি আবার বাদ দেই। নারীদের বিয়ে-শাদীও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতের প্রতি অনাসক্তি দেখাবে সে আমার দলভুক্ত থাকবে না'।[৪৭]

---

৪৬. *বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫*।

৪৭. *মুসলিম হা/১৪০১*।

আমরা এখানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারি :

(১) নবী করীম (ছাঃ) তাদের ও তাঁর মাঝে সংঘটিত বিষয়ে খোদ তাদের কাছে এসে সরাসরি তাদের উপদেশ দিয়েছেন। তবে তিনি যখন সাধারণভাবে সকলকে উপদেশ দিতে চাইতেন, তখন লোকদের কী হয়েছে... এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। নাম উল্লেখ করে কাউকে ছোট করতেন না। এতে ছাহাবীদের প্রতি তাঁর স্নেহশীলতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি তাদের নামও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। আবার সাধারণভাবে জানানোর উদ্দেশ্যও হাছিল হচ্ছে।

(২) হাদীছে বড়দের আমলের অবস্থা জানার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়- এতে উদ্দেশ্য তাঁদের আমলের মত আমল করা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আবার তাদের আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে সঠিক পথে পরিচালিত করা যেমন পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তেমনি তাদের আত্মার পরিচর্যাও করা হয়।

(৩) উপকারী ও শরী'আতসম্মত যে সকল বিষয় পুরুষদের থেকে জানা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোর অনুসন্ধান নারীদের কাছে করা যায়।

(৪) ব্যক্তি বিশেষের নিজের আমলের কথা অন্যদের বলাতে কোন দোষ হবে না- যখন ব্যক্তি লোক দেখানো কাজ করছে না মর্মে নিশ্চিত হবে এবং তাতে অন্যদেরও উপকার হবে।

(৫) ইবাদতে অতিরঞ্জন মনের মধ্যে বিরক্তি ও ক্লান্তির জন্ম দেয়, ফলে মূল ইবাদতই এক সময় আর করা হয়ে ওঠে না। সব ক্ষেত্রেই আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।[৪৮]

(৬) সাধারণতঃ ধ্যান-ধারণার ত্রুটি থেকে ভুল-ভ্রান্তির জন্ম হয়। সুতরাং ধ্যান-ধারণা সঠিক হ'লে ভুলের মাত্রা অবশ্যই কমে যাবে। উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়- বর্ণিত ছাহাবীদের সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং কঠোর সাধনার ইচ্ছা জেগেছিল তাদের এই ভাবনা থেকে যে, আখিরাতে মুক্তি পেতে হ'লে তাদের নবী করীম (ছাঃ) থেকে অনেক বেশী ইবাদত করতে হবে। কেননা তাঁকে তো তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; যা তাদের জানানো হয়নি। এমতাবস্থায় নবী করীম

৪৮. *ফাৎহুল বারী ৯/১০৪ পৃঃ।*

(ছাঃ) তাদের ভুল ধারণা সংশোধন করে দেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, তাদের ধারণা সঠিক পথ থেকে এক পেশে হয়ে গেছে। সঠিক ধারণা এই যে, যদিও আল্লাহ তাঁর নবীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তবুও আল্লাহকে তিনিই সবচেয়ে বেশী ভয় করেন, তাক্বওয়াও তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে এবং তার ক্ষমা পেতে চাইলে নবীর আদর্শ থেকে উন্নত আদর্শ আর কোনটাই হ'তে পারে না। সেজন্য তিনি সবাইকে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে এবং তাঁর পদ্ধতিতে ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এর কাছাকাছি আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল কাহমাস আল-হিলালী নামক একজন ছাহাবীর ক্ষেত্রে। তিনি নিজে বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে আমার মুসলিম হওয়ার কথা তাঁকে জানালাম। ইতিমধ্যে এক বছর কেটে গেল। এ সময় আমি কাহিল হয়ে পড়ি এবং আমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। বছর শেষে আমি তাঁর কাছে এলে তিনি একবার চোখ নিচু করে আমাকে দেখেন, আবার চোখ তুলে ধরেন। আমি বললাম, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি কাহমাস আল-হিলালী। তিনি বললেন, তোমার এ বেহাল দশা কেন? আমি বললাম, আপনার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি একদিনও ছাওম পালন বাদ দেইনি এবং এক রাতও ঘুমাইনি। তিনি বললেন, তোমার দেহকে এমন শাস্তি দিতে কে আদেশ দিয়েছে? তুমি বরং ধৈর্যের (রামাযান) মাস এবং প্রত্যেক মাসে একদিন ছাওম রাখ। আমি বললাম, আমাকে বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, ধৈর্যের মাস আর প্রত্যেক মাসে দু'দিন। আমি বললাম, আমাকে আরও বাড়িয়ে দিন, আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, ধৈর্যের মাস এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন রাখ'।[৪৯]

মানুষের মর্যাদা নির্ণয়েও অনেক সময় ধারণাগত ভ্রান্তি হয়। এরূপ ভুল সংশোধনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগ্রহী ছিলেন। ছহীহ বুখারীতে সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

---

৪৯. *মুসনাদে ত্বয়ালিসী, ত্বাবারানী কাবীর ১৯/১৯৪, হা/৪৩৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬২৩।*

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ مَا رَأْيُكَ فِى هَذَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ. قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَأْيُكَ فِى هَذَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি গেল। তিনি তাঁর পাশে বসা একজনকে বললেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী মত? সে বলল, ইনি তো একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ। আল্লাহ্র কসম! ইনি কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে এর সাথে মেয়ে বিয়ে দিবে। ইনি কোন সুফারিশ করলে সে সুফারিশ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কথায় কোন কিছু না বলে চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ একজন দরিদ্র মুসলিম। সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিবে না। সে সুফারিশ করলে তার সুফারিশও গ্রহণ করা হবে না। সে কথা বললে তা শোনা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই যে লোকটা গেল সে আগের লোকটার মত জগৎভরা লোকের থেকেও অনেক শ্রেয়'।[৫০]

ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে একজন লোক গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই লোক সম্পর্কে তোমরা কী বল? তারা বললেন, আমরা তো বলি, ইনি একজন অভিজাত লোক। ইনি এতটাই উপযুক্ত যে, বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব গ্রহণ করা চলে, সুফারিশ করলে সে সুফারিশ মেনে নেয়া যায়, আর যদি কথা বলেন, তবে তা কান লাগিয়ে শোনা চলে। নবী করীম (ছাঃ) (কোন মন্তব্য না করে) চুপ করে থাকলেন। পরে আরেকজন লোক গেল। তার সম্বন্ধে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এর

---

৫০. *বুখারী, হা/৬৪৪৭; মিশকাত হা/৫২৩৬।*

সম্পর্কে তোমরা কী বল? তারা বললেন, ইনি একজন দরিদ্র মুসলিম। ইনি এমন যে, বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া যায় না; কোন সুফারিশ করলে সে সুফারিশ রক্ষা করা চলে না এবং কোন কথা বললে তা শোনার যোগ্য হবে না। এবার নবী করীম (ছাঃ) মন্তব্য করলেন, অথচ এই (দরিদ্র মুসলিম) লোকটা ঐ (অভিজাত) লোকের মত দুনিয়া ভরা লোকের থেকেও শ্রেষ্ঠ'।[৫১]

৫. উপদেশ ও পুনঃপুনঃ ভয় দেখানোর মাধ্যমে ভুলের প্রতিকার :

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের একটি গোত্রের নিকট (দ্বীন প্রচারার্থে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে) একটি দল প্রেরণ করেন। তারা দু'দল মুখোমুখি হয়। এ সময় মুশরিকদের একটা লোক সুযোগ বুঝে মুসলমানদের কোন একজনকে টার্গেট করে হত্যা করেছিল। এটা দেখে মুসলমানদেরও একজন তার অন্যমনস্কতার সুযোগ খুঁজছিল। তিনি (মুসলিম ভাইটা) ছিলেন, আমাদের আলোচনা অনুসারে উসামা বিন যায়েদ। তিনি তাকে বাগে পেয়ে যখন তরবারি উঠান তখন লোকটি বলে ওঠে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। তারপরও তিনি তাকে হত্যা করেন। বিজয়ের সুসংবাদদাতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এলে তিনি তাকে ঘটনা জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি অভিযানের পুরো ঘটনা বলেন, এমনকি ঐ লোকের ঘটনাও বলেন এবং সে কিভাবে কি করেছে এবং তার সাথে কি করা হয়েছে তাও বলেন। তিনি উসামা (রাঃ)-কে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তাকে কেন হত্যা করেছ? উত্তরে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে মুসলমানদের খুন করছিল। অমুক অমুক তার হাতে নিহত হয়েছে- তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেন। এমন সময় আমি তার উপর হামলা করি। সে যখন তরবারি দেখতে পেল তখন বলে উঠল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারপরও তুমি তাকে খুন করলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন এই কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' (আল্লাহ্র দরবারে) হাযির হবে তখন তুমি কিভাবে কি করবে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কিন্তু তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, ক্বিয়ামতের দিন এই কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হাযির হবে তখন তুমি কিভাবে কি করবে? মোটের

৫১. *ইবনু মাজাহ, হা/৪১২০, সনদ ছহীহ।*

উপর কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' ক্বিয়ামতের দিন যখন হাযির হবে তখন তুমি কিভাবে কি করবে'- এর উপর তিনি আর তাকে বেশী কিছু বলেননি।[৫২]

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِى نَفْسِىْ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ : أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ. فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা যখন জুহায়না গোত্রের উষ্ণ আবহাওয়ায় পৌঁছলাম তখন আমি এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করলাম। পাকড়াওয়ের সাথে সাথে সে বলল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। কিন্তু আমি তাকে বল্লমের আঘাতে হত্যা করলাম। পরে এজন্য আমার মনে অনুশোচনা জাগল। বিষয়টি আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উত্থাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনে বললেন, সে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, সেতো কেবল অস্ত্রের ভয়ে কালেমা বলেছিল। তিনি বললেন, তুমি তার অন্তর ফেড়ে দেখলে না কেন- সে অন্তর থেকে বলেছিল কি-না? তিনি বারবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করায় আমার মনে হচ্ছিল, হায় আমি যদি ঐ দিন মুসলমান হ'তাম'![৫৩]

আল্লাহ্র ক্ষমতার কথা বলাও উপদেশের মাধ্যমে ভুল সংশোধনের ভেতর পড়ে। একটি উদাহরণ দেখুন। ইমাম মুসলিম আবু মাসঊদ বদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার এক ক্রীতদাসকে চাবুক পেটা করছিলাম। এ সময় আমি আমার পেছন দিক থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম- 'হে আবু মাসঊদ জেনে রাখ'। কিন্তু রাগের চোটে আমি আওয়াজটা বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর তিনি যখন আমার কাছে এসে

---

৫২. *মুসলিম হা/৯৭।*

৫৩. *মুসলিম হা/৯৬।*

পড়লেন তখন দেখলাম যে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বলেই চলছিলেন, 'হে আবু মাসঊদ জেনে রাখ! হে আবু মাসঊদ জেনে রাখ!!' তখন আমি আমার হাত থকে চাবুক ফেলে দিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুক পড়ে গেল। তিনি বললেন, হে আবু মাসঊদ, জেনে রাখ, তুমি এই গোলামের উপর যতটা না শক্তি খাটাতে পারছ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর তার চেয়েও অনেকগুণ বেশী শক্তি খাটাতে পারেন। আমি বললাম, এরপর থেকে আমি আর কোন দাসকে মারধর করব না। বর্ণনান্তরে এসেছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের খাতিরে তাকে মুক্ত করে দিলাম। তিনি বললেন, শোন, তুমি যদি তাকে মুক্ত করে না দিতে তাহ'লে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঘিরে ধরত। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে তার তুলনায় আল্লাহ অবশ্যই তোমার উপর বেশী ক্ষমতাবান। অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন।[৫৪]

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا لِيْ فَسَمِعْتُ قَائِلاً مِنْ خَلْفِيْ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِى بَعْدَ ذَلِكَ-

'আমি আমার এক গোলামকে মারছিলাম। তখন আমার পেছন থেকে একজনকে বলতে শুনলাম- হে আবু মাসঊদ! জেনে রাখ, হে আবু মাসঊদ! জেনে রাখ, আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বললেন, তার উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে তার তুলনায় অবশ্যই আল্লাহ তোমার উপর বেশী ক্ষমতাবান। আবু মাসঊদ বলেন, এ ঘটনার পর থেকে আমি কখনো আর কোন গোলামকে মারিনি'।[৫৫]

৬. ভুল-ভ্রান্তিকারীর উপর দয়া-মমতা প্রকাশ করা :

ভুল করার ফলে যে খুব অনুশোচনায় পোড়ে, আফসোসে কাতর হয়ে পড়ে এবং তার তওবা স্পষ্ট ধরা পড়ে তার ক্ষেত্রে এমনটা করা যায়। রাসূলুল্লাহ

৫৪. *ছহীহ মুসলিম হা/১৬৫৯।*

৫৫. *তিরমিযী হা/১৯৪৮, সনদ ছহীহ।*

(ছাঃ)-এর নিকটে কোন কোন জিজ্ঞাসারীকে তিনি এরূপ অনুকম্পা করেছিলেন। যেমন :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِى فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. فَقَالَ : وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ. قَالَ رَأَيْتُ خُلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ : فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ–

'এক ব্যক্তি নিজের যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলাম। তারপর যিহারের কাফফারা না দিয়েই তার সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন। তুমি এমন কাজ কেমন করে করলে? সে বলল, আমি চাঁদের আলোয় তার পা দেখেছিলাম (ফলে আত্মসংবরণ করতে পারিনি)। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্পর্কে কোন হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত তুমি তার কাছে যেয়ো না'।[৫৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ : مَا لَكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا. قَالَ لاَ. قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لاَ. فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لاَ. قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ. فَقَالَ أَنَا. قَالَ : خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى يَا

---

৫৬. *তিরমিযী হা/১১৯৯, সনদ হাসান।*

رَسُولَ اللهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا- يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى، فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

‘একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার হয়েছে কি? সে বলল, ছিয়াম অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার কি কোন দাস আছে যাকে তুমি মুক্ত করে দিতে পার? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ’লে কি তুমি দু’মাস লাগাতার ছিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ’লে কি ষাটজন নিঃস্ব-মিসকীনকে খেতে দিতে পারবে? সে বলল, না। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) থেমে গেলেন। আমরা ঐ অবস্থায়ই ছিলাম, এমন সময় তাঁর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এল। তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে দান করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার থেকেও কি দরিদ্র লোকেদের মধ্যে? আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই উচ্চপ্রান্তের মাঝে এমন কোন ঘরবাড়ি নেই যে আমার পরিবার থেকেও বেশী দরিদ্র। তার কথায় নবী করীম (ছাঃ) হেসে উঠলেন যে তাঁর চোখা দাঁতগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠল। পরে তিনি তাকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার পরিবারের লোকদেরই খেতে দাও’।[৫৭]

এই প্রশ্নকারী ভুলের শিকার লোকটি না তামাশা করে এসব বলেছিল, না বিষয়টা হাল্কাভাবে নিয়েছিল। বরং তার নিজেকে তিরস্কার করা এবং নিজের ভুল বুঝতে পারা তার কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বলছিল, ‘আমি ধ্বংস হয়ে গেছি’। এজন্যই সে করুণা লাভের যোগ্য।

আহমাদের বর্ণনায় লোকটার জিজ্ঞাসার জন্য আসার মুহূর্তের অবস্থার আরো বেশী বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘এক বেদুঈন তার মুখে চড়-থাপ্পড় মারতে মারতে এবং মাথার চুল উপড়াতে উপড়াতে আসছিল, আর মুখে বলছিল, আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, কিসে তোমার সর্বনাশ করল।

৫৭. *বুখারী হা/১৯৩৬; মিশকাত হা/২০০৪*।

সে বলল, আমি রামাযানে দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করেছি। তিনি বললেন, তুমি কি একজন দাস মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি এক নাগাড়ে দু'মাস ছিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে ষাটজন নিঃস্ব-দরিদ্রকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। সে তার অভাবের কথা উল্লেখ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এক বস্তা মাল এল। তাতে পনের ছা' খেজুর ছিল (এক ছা' বর্তমান ওযনে আড়াই কেজি)। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে হাযির হ'লে তিনি বললেন, এগুলো খেতে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনার দুই পাথুরে উপত্যকার মাঝে আমার পরিবার থেকে অভাবী আর কেউ নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে দিলেন, যাতে তাঁর চোখা দাঁতগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠল। তিনি তাকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার পরিবারের লোকদেরই খেতে দাও'।[৫৮]

৭. ভুল ধরায় তাড়াহুড়ো না করা :

হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিজের বেলায় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা তিনি তা নিজে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি হিশাম বিন হাকিম বিন হিযামকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে তার ক্বিরাআত (পড়া) শুনছিলাম। দেখলাম সে অনেক পদ্ধতিতে তা পড়ছে। যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শিখাননি। আমার দৃষ্টিতে ভুল পড়ার জন্য আমি তাকে ছালাতের মধ্যেই জাপটে ধরার উপক্রম করছিলাম। কিন্তু আমি তার সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরলাম। সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই আমি তার চাদর দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে তাকে বললাম, তোমাকে যে সূরাটা পড়তে শুনলাম কে তোমাকে তা শিখিয়েছে? সে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই আমাকে তা শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো আমাকে তোমার পদ্ধতিতে শেখাননি। তারপর আমি তাকে টানতে টানতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আমি একে সূরা আল-ফুরক্বান এমন সব পদ্ধতিতে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তারপর বললেন, হিশাম, পড়তো দেখি। সে তাঁকে ঠিক সেভাবেই পড়ে শুনাল যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা

---

৫৮. *আহমাদ হা/১০৬৯৯, সনদ হাসান।*

শুনে বললেন, এভাবেই এ সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বললেন, ওমর, তুমি পড়। তিনি আমাকে যে রীতিতে পড়িয়েছিলেন আমি সেভাবেই পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এভাবেই এ সূরা নাযিল হয়েছে। আসলে এই কুরআন সাত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। অতএব তোমাদের জন্য তন্মধ্যে যা সহজ মনে হয় তাই পড়'।[৫৯]

এই ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

(ক) তিনি দু'জনের প্রত্যেককেই অপরের সামনে পড়তে হুকুম করার পর প্রত্যেকের পড়াই সঠিক বলে প্রত্যয়ন করায় তারা প্রত্যেকেই যে সঠিক ছিল এবং কেউ যে ভুল করেনি তা জোরালোভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

(খ) নবী করীম (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে হিশাম (রাঃ)-এর ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ 'ওমর, ওকে ছেড়ে দাও'।[৬০] এ কথায় উভয় পক্ষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য সমান পরিবেশ তৈরীর নির্দেশনা মেলে। উভয়েই যাতে শান্ত মনে কথা বলতে পারে। ওমর (রাঃ) যে এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছেন তার ইঙ্গিতও এখানে মেলে।

(গ) শিক্ষার্থীর জানাশোনার বিপরীতে কেউ কিছু বললে তার কথা সঠিক না বেঠিক তা নিশ্চিত না হয়ে তাড়াহুড়া করা মোটেও সমীচীন নয়। অনেক সময় দেখা যায় তা কোন না কোন বিদগ্ধ বিদ্বানেরই গ্রহণযোগ্য কথা।

এই একই বিষয়ের সঙ্গে যোগ হ'তে পারে শাস্তি দানে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়ার মত বিষয়। নিম্নের ঘটনা তার সাক্ষী।

ইমাম নাসাঈ আরবাদ বিন শুরাহবীল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِى الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِى وَضَرَبَنِى فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه

৫৯. *বুখারী হা/৫০৪১।*
৬০. *তিরমিযী হা/২৯৪৩।*

وسلم أَسْتَعْدِى عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِى فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِه فَفَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ، وَأَمَرَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ–

'আমি আমার চাচাদের সঙ্গে মদীনায় আসি। তারপর সেখানকার প্রাচীর ঘেরা একটা খেজুর বাগানে প্রবেশ করি। আমি খেজুরের কাঁদি থেকে কিছু খেজুর ছড়িয়ে নেই। এমন সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে পাকড়াও করে মারধর করে এবং আমার কাপড়-চোপড় নিয়ে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করি। তিনি লোকটিকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠান। তারা তাকে তাঁর নিকট হাযির করে। তিনি তাকে বলেন, তোমাকে এমন আচরণ করতে কিসে প্ররোচিত করল? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার বাগানে ঢুকে খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর ছাড়িয়ে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যেহেতু সে অজ্ঞ ছিল তাই তোমার উচিত ছিল তাকে শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু তুমি তাকে শিখাওনি। সে ক্ষুধার্ত ছিল কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তার কাপড়গুলো তাকে ফেরত দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এক ওয়াসাক অথবা অর্ধ ওয়াসাক (খেজুর অথবা অন্য কিছু) দিতে আদেশ দিলেন'।[৬১]

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ভুলে পতিত ব্যক্তি কিংবা বাড়াবাড়িকারীর কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ভুল করেছে বা বাড়াবাড়ি করেছে তা জানতে পারলে তার সঙ্গে সঠিক আচরণ করা সম্ভব হয়।

একইভাবে লক্ষণীয় যে, নবী করীম (ছাঃ) বাগান মালিককে কোন শাস্তি দেননি। কেননা সে ছিল হকদার, তবে সে ভুল করেছিল তার আচরণে ও সতর্কীকরণে। সে বিধি-বিধান যে জানে না তার সঙ্গে বিধি-বিধান জানা মানুষের ন্যায় আচরণ করেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সঠিক আচরণ শিখিয়ে দেন এবং ক্ষুধার্তের কাপড় ফিরিয়ে দিতে আদেশ দেন।

---

৬১. *নাসাঈ হা/৫৪০৯, সনদ ছহীহ।*

৮. ভুলকারীর সঙ্গে শান্তশিষ্ট আচরণ :

ভুল করে কেউ কিছু করে ফেললে তার উপর কঠোর ও মারমুখী না হয়ে বরং ধীরস্থিরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যখন তার উপর খবরদারী ও কড়াকড়ি করায় ক্ষয়ক্ষতি আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টা আমরা মসজিদের মধ্যে পেশাব করে দেওয়া এক বেদুঈনের ঘটনায় নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ مَهْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ–

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন বদ্দু এসে মসজিদে পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলতে লাগলেন, আরে থাম! থাম! করছ কি? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিয়ো না বরং পেশাব করতে দাও। ফলে তারা তাকে ছেড়ে দিল। তার পেশাব করা শেষ হ'লে কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এসব মসজিদ পেশাব (পায়খানা) ও ময়লা ফেলার স্থান নয়; এগুলো কেবলই আল্লাহ্র যিকির, ছালাত আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াতের জন্য অথবা এমন কিছু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন। তারপর তিনি উপস্থিত একজনকে এক বালতি পানি আনতে বলেন এবং তা ঐ পেশাবের স্থানে ঢেলে দেন'।[৬২] এখানে ভুলের প্রতিবিধানে নবী করীম (ছাঃ) অনুসৃত নীতি ছিল নম্রতা অবলম্বন ও কঠোরতা পরিহার।

---

৬২. *মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২*।

ছহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوْا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ-

'জনৈক বদ্দু মসজিদে পেশাব করে দেয়, তখন লোকেরা তার উপর হামলা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, ওকে তোমরা ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা প্রেরিত হয়েছ নম্র আচরণ করতে, কঠোর আচরণের জন্য তোমাদের প্রেরণ করা হয়নি'।[৬৩]

ছাহাবীগণ তাদের মসজিদ পবিত্র রাখার ইচ্ছায় অন্যায় কাজের বাধা দানে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এতদসংক্রান্ত হাদীছের ভাষার শব্দগুলো তার সাক্ষী। যেমন فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ 'লোকেরা তার প্রতি চিৎকার করে উঠল' فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ 'লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল' فَزَجَرَهُ النَّاسُ 'লোকেরা তাকে গালমন্দ করতে লাগল' فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ 'লোকেরা তার দিকে ধেয়ে গেল'। এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বললেন, مَهْ مَهْ 'থাম! থাম!!'[৬৪]

কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর নযরে ছিল কাজের শেষ পরিণতি। এখানে দু'টো সম্ভাবনার মধ্যে বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছিল। (ক) হয় লোকটাকে বাধা দেওয়া হবে (খ) নয় ছাড় দেওয়া হবে। যদি বাধা দেওয়া হয় তাহ'লে হয় তাৎক্ষণিক তার পেশাব বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে লোকটি কষ্ট পাবে। নয় তার পেশাব বন্ধ হবে না, কিন্তু উপস্থিত জনতার ভয়ে সে ছুটোছুটি করবে; ফলে মসজিদের নানাস্থানে নাপাকী ছড়িয়ে পড়বে। অথবা লোকটার শরীর ও কাপড় পেশাবে একাকার হয়ে যাবে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন লোকটাকে পেশাব করতে দেওয়ার মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতি এবং কম অনিষ্ট। লোকটা যে খারাপ কাজ শুরু করেছে এবং

---

৬৩. *বুখারী হা/২২০, ৬১২৮*।

৬৪. *তিরমিযী হা/১৪৭; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২*।

মসজিদ অপবিত্র করে ফেলছে পবিত্র করার মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করা সম্ভব। এজন্যই তিনি তাঁর ছাহাবীদের বলছিলেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তাকে বাধা দিও না। তিনি আসলে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যুক্তির ভিত্তিতে তাদেরকে থামতে হুকুম দিয়েছিলেন। তা হ'ল দু'টি অনিষ্টের গুরুটাকে পরিহার করে লঘুটা গ্রহণ এবং দু'টি সুবিধার বড়টাকে গ্রহণ করে ছোটটা পরিহার।

এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) লোকটাকে এমন কাজ করার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন। ত্বাবারাণী আল-কাবীর গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَبَايَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ فَفَحَّجَ، ثُمَّ بَالَ فَهَمَّ النَّاسُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْطَعُوا عَلَى الرَّجُلِ بَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟ قَالَ : بَلَى، قَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ بُلْتَ فِي مَسْجِدِنَا؟ قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا ظَنَنْتُهُ إِلاَّ صَعِيدًا مِنَ الصُّعُدَاتِ، فَبُلْتُ فِيهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ-

'জনৈক বদ্দু নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এল। তিনি মসজিদের মধ্যে তাকে বায়'আত করলেন। তারপর লোকটা একটু দূরে সরে গেল এবং দু' ঠ্যাং ছড়িয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পেশাব করে দিল। লোকেরা তার দিকে তেড়ে এল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা লোকটার পেশাব করায় বাধা দিয়ো না। পেশাব ফেরা হয়ে গেলে লোকটাকে তিনি বললেন, তুমি কি মুসলিম নও? সে বলল, কেন নয়? (অবশ্যই)। তিনি বললেন, তাহ'লে কেন আমাদের মসজিদে পেশাব করে দিলে? সে বলল, যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি একে আর পাঁচটা ভূমির মত সাধারণ ভূমি মনে করে পেশাব করেছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) এক বালতি পানি আনতে হুকুম দিলেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন'।[৬৫]

---

৬৫. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৫৫২, ১১/২২০। হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বলেছেন, এটির বর্ণনাকারীগণ ছহীহ বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত ২/১০; মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/২৫৫৭, সনদ জাইয়িদ।*

সংশোধনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ ঐ বদ্দুর মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ইবনু মাজাহ্র একটি বর্ণনা থেকে তা বুঝা যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلِمُحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لأَحَدٍ مَعَنَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا. ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ. فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فَقَامَ إِلَىَّ بِأَبِى وَأُمِّى. فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ. فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِىَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ. ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنَ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ-

'এক বদ্দু মসজিদে এসে ঢুকল। নবী করীম (ছাঃ) তখন মসজিদে বসা ছিলেন। সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদকে ক্ষমা কর। আমাদের সাথে আর কাউকে ক্ষমা কর না। তার কথায় নবী করীম (ছাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেন, তুমি একটি ব্যাপক বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে। কিছুক্ষণ পর লোকটা ফিরে চলল, যখন সে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে পৌঁছল তখন দু'পা ফাঁক করে পেশাব করতে বসল। বিষয়টি যে ভুল হয়েছে তা জানার পর বদ্দু তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলল, আমার পিতা-মাতা রাসূলের জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এজন্য না আমাকে তিরস্কার করলেন, না গালাগালি করলেন। শুধু এতটুকু বললেন যে, মসজিদ তো কেবল বানানো হয়েছে আল্লাহ্র যিকির এবং ছালাত আদায়ের জন্য। এখানে পেশাব করার কোন সুযোগ নেই। তারপর তিনি এক বালতি পানি আনতে হুকুম দিলেন এবং তার পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন'।[৬৬]

বদ্দুর এই হাদীছটির ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার বেশ কয়টি উপকারী দিক তুলে ধরেছেন। যথা-

(ক) অজ্ঞ লোকের সঙ্গে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে, কোন রাগ না করে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। কেননা সে তো গোঁয়ার্তুমি

৬৬. *ইবনু মাজাহ হা/৫২৯, সনদ হাসান।*

করে এসব করেনি। বিশেষ করে যদি সে এমন শ্রেণীর হয় যার মনস্তুষ্টি বিধান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) এ হাদীছে নবী করীম (ছাঃ)-এর স্নেহশীলতা এবং সদাচারের পরিচয় মেলে।

(গ) নাপাক জিনিস থেকে পবিত্র থাকার মানসিকতা ছাহাবীদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি না নিয়েই তারা নিষেধ করতে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন। একই সাথে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও তাদের মনে ভালমত জায়গা করে নিয়েছিল।

(ঘ) পেশাবের বাধা দূর হওয়ার পর ছাহাবীগণ পেশাবের মত অপবিত্রতা দূর করতে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন। তারা আদেশ পাওয়া মাত্রই পানি ঢেলে তা পরিস্কার করে দিয়েছিলেন।[৬৭]

৯. ভুলের ভয়াবহতা বর্ণনা করা :

ইবনু ওমর, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম ও কাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এ বর্ণনা অবশ্য তাদের পরস্পরের বর্ণনার সংমিশ্রণে তৈরী। তাবূক যুদ্ধের সময়ে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, আমাদের কুরআন পাঠকদের মত এমন খানাপিনায় পেটুক, কথাবার্তায় মিথ্যুক আর যুদ্ধকালে কাপুরুষ আমরা দ্বিতীয় আর দেখিনি। একথা দ্বারা সে নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর কুরআনে অভিজ্ঞ ছাহাবীদের বুঝিয়েছিল। তার কথা শুনে আওফ বিন মালিক বলে ওঠেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তো দেখছি (পাকা) মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা বলে দেব। অতঃপর আওফ খবরটা দিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখেন তার আগেই কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উটে চড়ে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন ঐ লোকটা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কেবল পথ অতিক্রম করার মানসে আবোল-তাবোল কথা, হাসি-রহস্য করছিলাম, আর কাফেলার লোকেরা যেমন কথাবার্তা বলে তেমনি করে বলছিলাম। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি- লোকটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

---

৬৭. *ফাৎহুল বারী* ১/২২৪-২২৫।

হাওদার রশি ধরে চলছে আর পাথরের আঘাতে তার দু'পা কেমন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, আর সে বলে চলেছে- আমরা কেবলই আবোল-তাবোল কথা বলছিলাম, আর হাসি-রহস্য করছিলাম। এদিকে তার কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে চলছিলেন-'বল, তোমরা কি আল্লাহ, তার নিদর্শনাবলী এবং তার রাসূলকে নিয়ে হাসি-রহস্য করছিলে'? *(তওবা ৯/৬৫)* তিনি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছিলেন না এবং ঐ কথার অতিরিক্তও কিছু বলছিলেন না।

এ ঘটনা ইবনু জারীর ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাবূক যুদ্ধকালে এক মজলিসে এক ব্যক্তি বলে বসে, আমাদের এসব ক্বারীদের মত খানাপিনায় পেটুক, কথাবার্তায় কিথ্যুক এবং যুদ্ধে ভীরু কাপুরুষ দ্বিতীয় আর কাউকে আমরা দেখিনি। ঐ মজলিসে এক লোক (প্রতিবাদ করে) বলে, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি বরং মুনাফিক। আমি একথা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানিয়ে দেব। অবশ্য ইতিমধ্যে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উষ্ট্রীর হাওদা ধরে ঝুলে থাকতে দেখেছি। পাথরের আঘাতে তার পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল, আর সে মুখে বলছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কেবল আবোল-তাবোল কথা বলে হাসি-তামাশা করছিলাম।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলকে হাসি-তামাশার পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলে? ঈমান আনার পরপর তোমরা কুফরী করেছ। সুতরাং তোমরা এখন আর কোন অজুহাত দেখিও না'।[৬৮] এ হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারীদের দলভুক্ত। তবে হিশাম বিন সা'দ থেকে মুসলিম কোন বর্ণনা করেননি। অবশ্য আল-মীযান গ্রন্থে সমর্থক (شاهد) বর্ণনা হিসাবে তার নাম উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হাতেম হাসান সনদে এর সমর্থক বর্ণনা করেছেন কা'ব বিন মালিক থেকে।[৬৯]

---

৬৮. *তাফসীর ইবনে জারীর ত্বাবারী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪১২ হিঃ) ১৪/৩৩৩ পৃঃ।*

৬৯. *মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদেঈ; আছ-ছহীহুল মুসনাদ মিন আসবাবিন নুযূল, পৃঃ ৭১।*

১০. ভুলের মাশুল বা খেসারত বর্ণনা করা :

আবু ছা‘লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِيْ هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সফরে কোন স্থানে (বিশ্রাম কিংবা রাত কাটানোর জন্য) অবস্থান গ্রহণ করতেন তখন তাঁর সঙ্গে আগত লোকেরা বিভিন্ন গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ত। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বললেন, তোমাদের এভাবে গিরিপথে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শয়তানী আচরণের পর্যায়ভুক্ত। এরপর থেকে ছাহাবীগণ কোন স্থানে অবতরণ করলে একে অপরের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে থাকতেন যে, এক কাপড়ে তাদের ঢেকে দিতে চাইলে যেন সবার জন্য তাতে হয়ে যাবে’।[৭০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُوْلُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ ‘এমনকি তুমি বলতে পার, তাদের উপর একটা কাপড় বিছিয়ে দিলে তাতে সকলেরই হয়ে যাবে’।[৭১]

লক্ষ্যণীয়, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের কত বেশী দেখ-ভাল করতেন। এখানে সেনাদলের কল্যাণ সাধনে সেনাপতির আগ্রহও সমভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে আরো বুঝা যায়, যদি সৈন্যরা কোথাও ডেরা ফেলে যদি যার যার মত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান নেয়, তাহ’লে শয়তান মুসলমানদের মনে ভয় দেখানোর সুযোগ পায় এবং শত্রুকেও তাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে পারে।[৭২] আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে সেনাবাহিনীর একজন অন্যজনকে প্রয়োজন মুহূর্তে সাহায্য করতে পারে না।[৭৩] আবার দেখুন- নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণই বা কি সুন্দরভাবে তাঁর আদেশ মেনে নিয়েছিলেন।

---

৭০. *আবুদাঊদ হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৩৯১৪।*

৭১. *আহমাদ হা/১৭৭৭১, সনদ ছহীহ।*

৭২. *শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা‘বূদ ৭/২৯২ পৃঃ।*

৭৩. *মুহাম্মাদ বিন আল্লান, দালীলুল ফালেহীন ৬/১৩০ পৃঃ।*

ভুলের ক্ষতি ও খেসারতের উদাহরণ নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছেও পাওয়া যায়। ছালাতের জামা'আতে লাইন সোজা করা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের লাইনগুলো সোজা করবে; তা না হ'লে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করবেন'।[৭৪]

ছহীহ মুসলিমে সিমাক বিন হারব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّى صُفُوْفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ-

'(জামা'আতে ছালাত আরম্ভের সময়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের লাইনগুলো এমনভাবে সোজা করতেন যেন মনে হ'ত তিনি তা দ্বারা তীর সোজা করছেন। তিনি এটাও দেখতেন যে, আমরা তাঁর থেকে আমাদের ভুল শুধরে নিয়েছি কি-না। একদিনের ঘটনা। তিনি এসে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেছেন, তাকবীর দিতে যাবেন এমন সময় দেখলেন একজনের বুক লাইন থেকে একটু বেড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা অবশ্যই লাইন সোজা করে দাঁড়াবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করবেন'।[৭৫]

ইমাম নাসাঈ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন, رَاصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّى لأَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ 'তোমরা তোমাদের লাইনগুলো যুক্ত করো, ওগুলোর মাঝে কাছাকাছি হও এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। কেননা যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার

৭৪. *বুখারী, হা/৭১৭*।

৭৫. *মুসলিম হা/৪৩৬*।

শপথ, নিশ্চয়ই আমি শয়তানদের দেখতে পাই তারা লাইনের ফাঁকা জায়গাতে ঢুকে পড়ে- যেন সেগুলো দেখতে কালো ছাগল ছানা'।[৭৬]

সুতরাং ভুলের ক্ষতি ও তার পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে তা বর্ণনা করা ভুলকারীকে ভুল থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কখনো কখনো এই ভুলের পরিণাম ভুলকারীর নিজেকে ভুগতে হয়, আবার কখনো কখনো তা অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হয়। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে আবুদাঊদ (রহঃ) কর্তৃক তার সুনানে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ-

'এক ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিয়েছিল। মুসলিমের বর্ণনানুসারে এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে লোকটি বাতাসকে অভিশাপ দেয়। এ ঘটনা ঘটেছিল নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে। তিনি লোকটিকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি তাকে অভিশাপ দিয়ো না, কেননা সে আদিষ্ট হয়ে একাজ করেছে। জেনে রাখ, যে জিনিস অভিশাপ দেওয়ার উপযুক্ত নয় তাকে যে অভিশাপ দিবে ঐ অভিশাপ তার উপরেই বর্তাবে'।[৭৭]

অন্যদের মাঝে ভুলের পরিণাম সংক্রমিত হওয়ার উদাহরণ হিসাবে ছহীহ বুখারী বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করা চলে। আব্দুর রহমান বিন আবী বাকরা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করল। (মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে), লোকটি বলল, يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْهُ فِيْ كَذَا وَكَذَا 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই এই গুণে বা ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে তার মত কোন মানুষ নেই।[৭৮] তিনি শুনে বললেন,

৭৬. *আল-মুজতাবা ২/৯২; নাসাঈ হা/৮১৫, সনদ ছহীহ।*

৭৭. *আবুদাঊদ হা/৪৯০৮, সনদ ছহীহ।*

৭৮. *ছহীহ মুসলিম হা/৩০০০।*

কি সর্বনাশ! তুমি যে তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে! তুমি যে তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে!! কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا، وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلاَ أُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ 'তোমাদের কাউকে যদি তার কোন ভাইয়ের প্রশংসা করতেই হয় তাহ'লে সে যেন বলে, আমি অমুকের সম্পর্কে এই এই ধারণা পোষণ করি। আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আমি আল্লাহ্র নিকটে কাউকে নির্দোষ বলছি না। এসব কথাও সে বলবে যদি তার ঐ লোক থেকে তার কথিত গুণাবলী নিশ্চিত জানা থাকে'।[৭৯]

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে মিহজান আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ، رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّيْ، وَيَسْجُدُ، وَيَرْكَعُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَخَذْتُ أُطْرِيْهِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا فُلاَنٌ، وَهَذَا. فَقَالَ أَمْسِكْ، لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ-

'এমনি করে আমরা যখন মসজিদে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক লোককে দেখলেন সে (অনবরত) ছালাত আদায় করছে- সিজদা করছে, রুকূ করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন আমাকে বললেন, এই লোকটা কে? আমি তখন লোকটার বেশী বেশী প্রশংসা করতে লাগলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনি অমুক, ইনি এই এই গুণের অধিকারী'।[৮০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি থাম, তুমি তাকে শুনিয়ে বল না, তাহ'লে তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[৮১]

---

৭৯. *বুখারী হা/২৬৬২ 'সাক্ষ্য' অধ্যায়।*

৮০. *আল-আদাবুল মুফরাদের আরেক বর্ণনায় আছে- ইনি অমুক, ইনি মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম ছালাত আদায়কারী। আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৪১, সনদ হাসান।*

৮১. *ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩৭; আলবানী বলেছেন, হাদীছটি হাসান; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৩৪, সনদ ছহীহ।*

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ، وَيُطْرِيْهِ فِيْ مَدْحِهِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ ‘নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে শুনলেন, সে আরেক ব্যক্তির প্রশংসা করছে এবং সে প্রশংসাও বাড়াবাড়ি রকমের করছে। তিনি তাকে বললেন, তোমরা লোকটাকে ধ্বংস করে দিলে। অথবা (তিনি বললেন,) তোমরা তার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করলে’।[৮২]

এই ছাহাবীর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসার পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে তা মহানবী (ছাঃ) এখানে বর্ণনা করেছেন। মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির মন প্রতারণার শিকার হয়। তার মধ্যে হামবড়া ভাব জন্মে এবং নিজেকে দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে হয়। অনেক সময় প্রশংসার খ্যাতিরে সে আমল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে অথবা প্রশংসার মজা পেয়ে লোক দেখিয়ে আমল করতে শুরু করে। এভাবেই সে তার ধ্বংস ডেকে আনে- যা নবী করীম (ছাঃ)-এর ভাষায় ‘তোমরা তাকে ধ্বংস করলে’, ‘তোমরা লোকটার গলা কেটে দিলে’, ‘লোকটার পিঠে ছুরিকাঘাত করলে’।

অনেক সময় প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে গিয়ে বেফাঁশ কথা বলে বসে। ভালমত নিশ্চিত না হয়ে সে প্রশংসা করে এবং যা জানা সম্ভব নয় তেমন কিছু জানার জোর দাবী করে। এভাবে সে মিথ্যাচার করে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি যা নয় তাই বলে সে প্রশংসা করে। এ এক বড় মুছীবত। বিশেষত প্রশংসিত ব্যক্তি যদি যালিম, ফাসিক ইত্যাদি হয়।[৮৩]

তবে সম্মুখ প্রশংসা মোটের উপর নিষিদ্ধ নয়। নবী করীম (ছাঃ) অনেক লোকেরই সামনাসামনি প্রশংসা করেছেন। ছহীহ মুসলিমের অনুচ্ছেদের শিরোনাম থেকে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা- অনুচ্ছেদ : ‘প্রশংসা করা

---

৮২. *বুখারী, হা/২৬৬৩।*

৮৩. *ফাৎহুল বারী ১০/৪৭৮। [সরকারী ক্ষমতাশীলদের স্তাবকরা হরহামেশাই তাদের এরূপ প্রশংসা করে। ফলে দেশ ও জনগণের অবস্থা যেমন তাদের গোচরীভূত হয় না, তেমনি অসত্যের উপর অবিচল থেকে দিন দিন তাদের দাম্ভিকতা বাড়তে থাকে। প্রকৃত সত্য কেউ তুলে ধরলে তারা তা মোটেও মানতে রাযী হয় না, উল্টো ঐ সত্যবাদীর উপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ।- অনুবাদক]*

নিষেধ যখন তাতে থাকবে বাড়াবাড়ি এবং ভয় হবে যে, প্রশংসিত ব্যক্তি তাতে ফিৎনার শিকার হবে'।[৮৪]

সুতরাং যে নিজেকে তুচ্ছ ভেবে আত্মসংবরণ করতে পারবে সামনাসামনি প্রশংসা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। প্রশংসার কারণে সে ধোঁকায়ও পড়বে না। কেননা সে তো নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খুব অবগত। জনৈক পূর্বসূরি বলেছেন, যখন কাউকে সামনাসামনি প্রশংসা করা হয় তখন যেন সে বলে اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَلاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ 'হে আল্লাহ! এই লোকগুলো আমার যেসব পাপ-পংকিলতা সম্পর্কে জানে না, সেগুলো থেকে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তারা যা বলছে সে জন্য তুমি আমাকে পাকড়াও করো না এবং আমাকে তাদের ধারণার থেকেও ভাল মানুষ বানাও'।[৮৫]

১১. ভুলকারীকে হাতে কলমে বা ব্যবহারিকভাবে শিক্ষাদান :

অনেক সময় ভাষা ও যুক্তির সাহায্যে শিক্ষাদান থেকে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষাদানে বেশী উপকার হয়। নবী করীম (ছাঃ) এমন শিক্ষা দিয়েছেন। জুবায়ের বিন নুফায়ের কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত, সে (নুফায়ের) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এলে তিনি তাকে ওযূর পানি আনতে আদেশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, হে জুবায়েরের পিতা! ওযূ করো। তখন আবু জুবায়ের তার মুখ ধোয়া থেকে ওযূ শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আবু জুবায়ের, মুখ ধোয়া থেকে ওযূ শুরু করো না। কেননা কাফিররা এমনটা করে। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূর পানি আনতে বললেন। তিনি তা দ্বারা প্রথমে তাঁর দু'হাতের তালু (কব্জি পর্যন্ত) ভালমত পরিস্কার করে ধুলেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, কনুই পর্যন্ত তাঁর ডান হাত তিনবার ধুলেন, বাম হাতও (কনুই পর্যন্ত) তিনবার ধুলেন, তারপর মাথা মাসাহ করলেন এবং তাঁর দু'পা (টাখনুর উপর পর্যন্ত তিনবার করে) ধুলেন।[৮৬]

---

৮৪. মুসলিম হা/৩০০০, 'যুহদ ও রাকায়েক' বা 'সাদামাটা জীবন যাপন এবং আল্লাহ্র ভয় ও ভালবাসায় বিনম্র থাকা' অধ্যায়।

৮৫. ফাৎহুল বারী ১০/৪৭৮।

৮৬. সুনানুল বায়হাকী ১/৪৬, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮২০।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ছাহাবী সঠিকভাবে না করে ভুল নিয়মে ওযূ করায় নবী করীম (ছাঃ) যখন বলছিলেন, 'কাফিররা মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে' তখন একথা দ্বারা তিনি ঐ ছাহাবীকে কাফিরদের কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছেন। সম্ভবতঃ কাফিররা পানির পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয় না। এভাবে ওযূ করায় পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। লেখক বলেন, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-কে এই হাদীছের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন।

১২. সঠিক বিকল্প তুলে ধরা :

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম তখন বলতাম, السَّلاَمُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ 'আল্লাহ্র উপর তার বান্দাদের থেকে সালাম বর্ষিত হোক, সালাম হোক অমুকের উপর, অমুকের উপর।[৮৭] এতে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বললেন, لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِى السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو– 'তোমরা আল্লাহ্র উপর সালাম বলো না। কেননা আল্লাহই তো সালাম বা শান্তি দাতা'। তোমরা বরং বলবে, সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র দয়া ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল'।

---

৮৭. *নাসাঈর বর্ণনায় আছে সালাম হোক জিবরীলের উপর, সালাম হোক মিকাইলের উপর (নাসাঈ হা/১২৯৮, সনদ ছহীহ; 'কিভাবে প্রথম তাশাহহুদ পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেককার বান্দাদের উপর) বলার পর বলেছিলেন, তোমরা যখন এ কথা উচ্চারণ করবে তখনই তা আসমান ও যমীনের মাঝে সকল বান্দা পেয়ে যাবে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর বান্দা তার পসন্দমত যে কোন দো'আ নির্বাচন করে (আল্লাহ্র কাছে) দো'আ করবে।[৮৮]

এ বিষয়ে আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِيْ وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِيْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا– 'নবী করীম (ছাঃ) কিবলার দিকে মসজিদের গায়ে পোঁটা লেগে থাকতে দেখলেন। এ দৃশ্য তাঁর মনকে এতটাই ব্যথিত করে যে, ব্যথার প্রভাব তাঁর চোখেমুখে ফুটে ওঠে। তিনি উঠে গিয়ে নিজ হাতে খামচিয়ে তা ছাফ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন স্বীয় ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে মূলতঃ তার প্রভুর সাথে একান্তে কথা বলে। তার প্রভু তখন তার ও কিবলার মাঝে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউই যেন কিবলার দিকে কফ-থুতু নিক্ষেপ না করে। তার বাম দিকে অথবা দু'পায়ের তলায় ফেলতে পারে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের এক কোণা ধরে তাতে থুতু ফেললেন এবং চাদরের অন্য অংশ ঐ থুতুর উপরে ডলে দিলেন। তারপর বললেন, অথবা এভাবেও সে করতে পারে'।[৮৯] অন্য বর্ণনায় আছে, لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ– 'তোমাদের কেউ যেন তার সামনে ও ডানে থুতু না ফেলে, বরং তার বামে অথবা পায়ের তলায় ফেলে'।[৯০]

---

৮৮. *বুখারী, হা/৮৩৫*।
৮৯. *বুখারী হা/৪০৫*।
৯০. *বুখারী হা/৪১২*।

আরেকটি দৃষ্টান্ত : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَيْنَ هَذَا. قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِىٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ– 'বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বারনী খেজুর নিয়ে এলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, এ জাতীয় খেজুর কোত্থেকে পেলে? তিনি বললেন, আমাদের কাছে কিছু খারাপ মানের খেজুর ছিল। আমরা নবী করীম (ছাঃ)-কে খাওয়াব বলে তার দু'ছা'-এর বদলে এই খেজুর এক ছা' কিনেছি। নবী করীম (ছাঃ) একথা শুনে বললেন, হায়! হায়! এতো সরাসরি সূদ। হায়, হায়! এতো সরাসরি সূদ! এমনটা করো না। তবে তুমি যখন নিকৃষ্ট খেজুরের বদলে ভাল খেজুর কিনতে চাইবে তখন তোমার খেজুর বিক্রি করে দিবে। তারপর এই খেজুর কিনবে'।[৯১] অন্য বর্ণনায় আছে,

أَنَّ غُلاَمًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْلاً فِيْهِ يُبْسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّى لَكَ هَذَا التَّمْرُ. فَقَالَ هَذَا صَاعٌ اشْتَرَيْنَاهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ شِئْتَ–

'একদিন নবী করীম (ছাঃ)-এর এক দাস তাঁর নিকটে রাইয়ান খেজুর নিয়ে আসে। নবী করীম (ছাঃ)-এর খেজুর ছিল ভেজা-শুকনা মেশানো। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, এ খেজুর তুমি কোথায় পেলে? সে বলল, আমাদের দু'ছা' খেজুর দিয়ে এর এক ছা' আমরা কিনেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটা করো না, এমনভাবে কেনা বৈধ নয়। তুমি বরং তোমার খেজুর বিক্রি করে দিবে, তারপর ঐ অর্থ দিয়ে তোমার পসন্দমত খেজুর কিনে নিবে'।[৯২]

---

৯১. *বুখারী, হা/২৩১২*।

৯২. *মুসনাদ আহমাদ হা/১১৬৫৮, সনদ ছহীহ*।

আমরা বাস্তবে সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎ কাজের নিষেধকর্তা এমন অনেক প্রচারককে দেখতে পাই, যারা কোন কোন মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ধরতে গিয়ে ত্রুটি করে ফেলে। তারা কেবল ভুল ধরা আর হারামের ঘোষণা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। তারা হারামের বিকল্প তুলে ধরে না কিংবা ভুল হয়ে গেলে কি করা আবশ্যক তা বলে না। অথচ এটি সুবিদিত যে, যে কোন হারাম উপকারের বদলে হালাল উপকারের পন্থা শরী'আতে রয়েছে। যখন ব্যভিচার হারাম করা হয়েছে তখন বিবাহ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যখন সূদ হারাম ঘোষিত হ'ল তখন ব্যবসা হালাল রাখা হ'ল, আবার যখন শূকর, মৃত জীব এবং প্রত্যেক হিংস্র পশু-পাখি হারাম করা হ'ল তখন জাবরকাটা অনেক চতুষ্পদ প্রাণী হালাল করা হ'ল। এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক রয়েছে। তারপর মানুষ যদি কোন হারামে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে শরী'আত তাকে তওবা ও কাফফারার মাধ্যমে তার থেকে বের হওয়ার পথও তৈরী করে রেখেছে। কাফফারা বিষয়ক আয়াত ও হাদীছ থেকে তা বুঝা যায়। সুতরাং প্রচারকদের উচিত শরী'আতের সমান্তরালে বিকল্পসমূহ তুলে ধরা এবং পাপ ও ভুল থেকে নির্গমনের শরী'আতসম্মত উপায় বর্ণনা করা। বিকল্প তুলে ধরার উদাহরণ যেমন ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করা, যা থাকতে দুর্বল ও জাল হাদীছের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আসলে শরী'আতের প্রতিটি বিষয়ে পর্যাপ্ত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। সুতরাং ছহীহ হাদীছ থাকতে জাল-যঈফ হাদীছ বলার মোটেও প্রয়োজন নেই।

তবে হারাম বা নিষিদ্ধের বিপরীতে বৈধ বিকল্প তুলে ধরতে হবে শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে। কখনো এমন হয় যে বিষয়টা ভুল- তাকে বাধা দেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবে তার উপযোগী বিকল্প মিলছে না। না মেলার কারণ হয়তো মানুষ আল্লাহ্র বিধান মানা থেকে অনেক দূরে, ফলে পরিবেশ হয়ে পড়েছে বিশৃঙ্খল। অথবা আদেশদাতা ও নিষেধকারীর কোন বিকল্প মনে আসছে না। কিংবা বর্তমানে যেসব বিকল্প মজুদ রয়েছে তার কোন্টার ভিত্তিতে সে নিষেধ করবে ও ভুল শুধরাবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। অমুসলিম কাফিরদের দেশে উৎপন্ন বিভিন্ন আর্থিক কারবার, লাভজনক সংস্থা যা সেসব দেশ থেকে মুসলিম দেশগুলোতে আগমন করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এমন সমস্যা বেশী দেখা দিচ্ছে। কেননা এসব কারবার ও সংস্থা শরী'আতের নিয়মনীতির

পরিপন্থী। আবার মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে জ্ঞানের স্বল্পতা ও সার্বিক দুর্বলতা। ফলে তারা সেসব অবৈধ কারবার ও সংস্থার বিকল্প কিছু গড়ে তুলতে পারছে না। অবস্থাতো এই যে, মুসলমানদের মাঝে বিরাজ করছে দুর্বলতা ও অক্ষমতা, তারা এসবের শারঈ সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ শরী'আতে ঠিকই এগুলোর বিকল্প সমাধান রয়েছে। যা মুসলমানদের কষ্ট লাঘব করতে পারে এবং সংকট দূর করতে পারে। বিষয়টা যে জানে সে জানে, আর যে জানে না সে জানে না।

১৩. ভুল করা থেকে বিরত থাকার উপায় বলে দেওয়া :

আবু উমামা বিন সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা যাত্রা করেছিলেন। ছাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিলেন। তারা জুহফা নামক স্থানের খাযযার গিরিপথে ডেরা ফেলেন। সেখানে সাহল বিন হুনাইফ গোসল করতে আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা রূপবান সুপুরুষ। তখন বনু আদী বিন কা'ব গোত্রীয় আমের বিন রাবী'আহ তার দিকে তাকায়। সেও সেখানে গোসল করছিল। তাকে দেখে সে বলে উঠল, আজকের মত এমন সুশ্রী চেহারার মানুষ আমি আর দেখিনি, এমনকি পর্দানশীন শ্বেতকায় কোন কুমারী মেয়েও এর কাছে কিছু না। এ কথা বলার সাথে সাথে সাহল বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির করা হ'ল। তাঁকে বলা হ'ল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহলের বিষয়ে আপনি কি কিছু করবেন? সে তো মাথা তুলতে পারছে না, আর তার হুঁশ-জ্ঞানও নেই। তিনি বললেন, তার ব্যাপারে কি তোমাদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে? তারা বলল, আমের বিন রাবী'আহ তার দিকে চোখ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমেরকে ডেকে উষ্মা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি জন্য মেরে ফেলবে? তুমি যখন তার কিছু দেখে বিস্মিত হ'লে তখন তার জন্য বরকতের দো'আ করলে না কেন? (অর্থাৎ কারো সুন্দর চেহারা দেখে বরকত বা কল্যাণের দো'আ করলে নযর লাগার মত ভুল থেকে বাঁচা যায়)। তারপর তিনি তাকে বললেন, তুমি ওর জন্য গোসল করো। সে তখন একটা বড় পাত্রের মধ্যে তার মুখমণ্ডল, দু'হাত, দুই কনুই, দুই হাঁটু, দু'পায়ের চারিপাশ এবং দেহের লুঙ্গি আচ্ছাদিত

অংশ ধুয়ে গোসল করল। গোসলের এই ধরা পানি সাহলের দেহে ঢেলে দেওয়া হ'ল। একজন লোক ঐ পানি তার মাথায় ও পেছন থেকে পিঠে ঢেলে দিল। তার পেছন দিকেই পাত্রটা উপুড় করে ধরল। এতে করে সাহল সুস্থ হয়ে উঠল এবং লোকদের সাথে এমনভাবে চলল যেন তার কোন অসুখই নেই'।[৯৩]

ইমাম মালেক মুহাম্মাদ বিন আবু উমামা বিন সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন যে, আমার পিতা সাহল বিন হুনাইফ খাররারে (খাযযারে) গোসল করতে গিয়েছিলেন। তার গায়ে যে জুব্বা ছিল তিনি তা খুলছিলেন। আমের বিন রাবী'আহ গভীর মনোনিবেশে তা দেখছিল। সাহল ছিলেন শ্বেতকায় সুন্দর চামড়া বিশিষ্ট। তাকে দেখে আমের বিন রাবী'আহ বলে ওঠে, কোন কুমারী মেয়েকেও আমি এত সুশ্রী রূপসী দেখিনি। একথা বলার সাথে সাথে সাহল সেখানে পড়ে গোঙাতে থাকেন। তার গোঙানি বেড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তাকে নিয়ে আসা হ'ল। তাঁকে বলা হ'ল, সাহল অসুস্থ হয়ে গোঙাচ্ছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে যাওয়ার মত অবস্থা তার নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে আসলেন। সাহল আমেরের সাথে যা হয়েছে তা তাঁকে বলা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি জন্য মেরে ফেলবে? তুমি তার কল্যাণ চেয়ে দো'আ করলে না কেন? কু-নযর বা কু-দৃষ্টি সত্য। তুমি তার জন্য ওযূ কর। আমের তার জন্য ওযূ করল। তারপর সাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যাত্রা করলেন- যেন তার কোন অসুখ হয়নি।[৯৪]

এই ঘটনায় যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় :

১. মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দেওয়ার কারণ যে ব্যক্তি তার উপর মুরব্বী বা বড় মানুষদের ক্ষোভ প্রকাশ করা।

২. ভুলের ক্ষতি বর্ণনা করা। তা অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে।

৩. যে কাজ করলে বা যে কথা বললে ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া এবং মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচা যায় তার নির্দেশ প্রদান করা।

---

৯৩. *আহমাদ হা/১৬০২৩, হাদীছ ছহীহ।*
৯৪. *মুওয়াত্ত্বা, হা/১৯৭২।*

১৪. সরাসরি ভুলকারীর নাম না বলে আমভাবে বলা :

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلاَتِهِمْ. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ– 'লোকদের কি হ'ল যে তারা তাদের ছালাতে আকাশ পানে চোখ তুলে তাকায়। এক্ষেত্রে তাঁর কথা এতটা চড়া হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি বলেন, হয় তারা এরূপ করা থেকে বিরত হবে, নয় তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে'।[৯৫]

আয়েশা (রাঃ) যখন বারীরা নামক দাসীকে কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন তার মালিক পক্ষ মৃত্যুর পর বারীরার সম্পত্তি তারা পাবে- এতদশর্ত জুড়ে দিয়ে বেচতে রাযী হয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) এ কথা জানতে পেরে জনতার মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান। তিনি প্রথমে আল্লাহ্র গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, কিছু লোকের কি হ'ল যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই? যে শর্ত আল্লাহ্র কিতাবে নেই তা সর্বতোভাবে বাতিল, চাই তার সংখ্যা একশ' পর্যন্ত হোক না কেন। আল্লাহ্র ফায়ছালাই চূড়ান্তভাবে ন্যায্য এবং আল্লাহ্র শর্তই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। দাসের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি সেই পাবে যে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।[৯৬]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّيْ لأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً–

'নবী করীম (ছাঃ) একটা কিছু বানালেন এবং অন্যদেরও তা করার অবকাশ দিলেন। কিন্তু কিছু লোক তা করা থেকে দূরে থাকল। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এ খবর যখন পৌঁছল তখন তিনি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসার পর বললেন, কিছু লোকের হ'ল কি? তারা এমন জিনিস থেকে

---

৯৫. *বুখারী, হা/৭৫০।*

৯৬. *ইমাম বুখারী তাঁর ছহীহের একাধিক স্থানে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ফাৎহ হা/৫৬৩৬।*

বিরত থাকে, যা আমি করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহকে তাদের থেকে বেশী জানি এবং তাদের থেকে অনেক বেশী তাকে ভয় করি'।[৯৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِيْ وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا. وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَتَفَلَ فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কিবলার দিকে কফ জড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তিনি লোকদের সামনে মুখোমুখি হয়ে বললেন, তোমাদের কোন একজনের কি হ'ল যে, সে তার মালিককে সামনে করে দাঁড়ায় এবং তার সামনে কফ ফেলে। তোমাদের কাউকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার মুখে কফ ফেললে সে কি তা ভাল মনে করবে? তোমরা কেউ যখন কফ ফেলবে তখন যেন সে তার বাম দিকে অথবা তার পায়ের তলায় ফেলে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহ'লে এমনটা করবে। বর্ণনাকারী কাসেম হাতে-কলমে তা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, তিনি তার কাপড়ে থুথু ফেললেন। তারপর কাপড়ের একাংশ দ্বারা অন্য অংশ মর্দন করলেন'।[৯৮]

নাসাঈ তার সুনানে নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُوْلَئِكَ-

'একদিন তিনি ফজর ছালাত আদায় করছিলেন। ছালাতে সূরা রূম পড়তে গিয়ে পড়া এলোমেলো হয়ে যায়। ছালাত শেষ করে তিনি বলেন, লোকদের কি হ'ল যে, তারা আমাদের সাথে ছালাতে শরীক হয় অথচ ভাল করে

৯৭. *বুখারী, হা/৬১০১*।
৯৮. *মুসলিম হা/৫৫০*।

পবিত্রতা অর্জন (ওযূ-গোসল) করে না। ফলে তার কারণে কুরআন পড়তে আমাদের গোলমাল হয়ে যায়'।[৯৯]

এ হাদীছের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আব্দুল মালেক বিন উমায়ের সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য বিদ্বান নন। তার স্মৃতি বিকৃতি ঘটেছিল, কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। (স্বীয় শিক্ষকের নাম গোপন করে অন্যের নাম বলতেন)। এ হাদীছ ইমাম আহমাদ আবু রাওহ আল-কিলাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ছালাতে আমাদের ইমামতি করেন। তাতে তিনি সূরা রূম পড়েন। কিন্তু কিছু জায়গায় তাঁর পড়া এলোমেলো বা বাধাগ্রস্ত হয়। (ছালাত শেষে) তিনি বলেন, শয়তানই আমাদের কিরা'আত পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর কারণ- কিছু লোক ভালমত ওযূ না করে ছালাতে আসে। সুতরাং তোমরা যখন ছালাতে আসবে তখন ভালভাবে ওযূ করে আসবে।

অনুরূপভাবে তিনি শু'বার বরাতে আব্দুল মালেক বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু রাওহ শাবীবকে বলতে শুনেছি, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফজর ছালাত আদায় করছিলেন, তাতে তিনি সূরা রূম পড়েন। কিন্তু সূরা পড়তে তাঁর উলটপালট হয়ে যায়।

এছাড়াও ইমাম আহমাদ (রহঃ) যায়েদা ও সুফিয়ানের সনদে আব্দুল মালেক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।[১০০]

এরূপ উদাহরণ আরো অনেক আছে। এখানে ভুলের শিকার লোকদের অপমান না করার উদ্দেশ্যে এভাবে বলা হয়েছে। আসলে ভুলকারীর নাম সরাসরি না বলে পরোক্ষভাবে বলায় কিছু উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

(ক) ভুলকারীকে নাম ধরে নিষেধ করলে তার মনে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ইচ্ছা জেগে ওঠে, কিন্তু নাম না নেওয়ায় তা হয় না। ভুলকারী নেতিবাচক কাজের পুনরাবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে।

(খ) এভাবে বলায় মানব মনে গাঢ় প্রভাব পড়ে এবং সে কথা মেনে নিতে বেশী তৎপর হয়।

---

৯৯. *নাসাঈ হা/৯৪৭; মিশকাত হা/২৯৫, সনদ যঈফ।*
১০০. *মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৭৩।*

(গ) লোক সমাজে ভুলকারীর নাম গোপন থাকে।

(ঘ) প্রশিক্ষণদাতার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং ভুলকারীর সঙ্গে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রশিক্ষকের মহব্বত গভীর হয়।

নামোল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে বলার ক্ষেত্রে একটা সতর্কতার ব্যাপারও রয়েছে। ভুলকারীকে নামোল্লেখের মাধ্যমে অপমান-অপদস্থ না করে পরোক্ষভাবে শারঈ হুকুম তখনই কার্যকরী হবে, যখন তার ভুলের বিষয়টি অধিকাংশ মানুষের কাছে গোপন থাকবে। কিন্তু যখন তার ভুল বা অপরাধ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞাত এবং সেও তা জানে সেক্ষেত্রে জনগণের সামনে পরোক্ষভাবে বললেও তা তার জন্য আরও বেশী লজ্জাকর ও ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি তার জীবনের গণ্ডিও সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় এমন কামনাও হ'তে পারে যে, তাকে পরোক্ষভাবে না বলে যদি সামনাসামনি একান্তে বলা হ'ত তাহ'লে তা কতই না ভাল হ'ত। আসলে প্রভাবক সমূহের মাঝে তারতম্য থাকে। যেমন- (১) কে কথা বলছে? (২) কাদের সামনে কথা বলা হচ্ছে? (৩) কথাগুলো কি জোশ ও ভীতির সুরে বলা হচ্ছে, না উপদেশের সুরে বলা হচ্ছে?

অতএব পরোক্ষ পদ্ধতি ভুলকারী ও অন্যদের জন্য তখনই উপকারী হবে, যখন তা কৌশল ও প্রজ্ঞার সাথে প্রয়োগ করা হবে।

১৫. জনসাধারণকে ভুলকারীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা :

এ পদক্ষেপ কেবলই নির্দিষ্ট অবস্থা ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। খুব সূক্ষ্মভাবে মেপেজোখে এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে কোন রকম কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখা দেয়। নিচে এ পন্থা সংক্রান্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ. فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ : اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ. فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِى الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُوْنَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّى شَيْئًا تَكْرَهُهُ–

'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিল। তিনি তাকে বললেন, যাও, ছবর কর। এভাবে সে দু'বার কিংবা তিনবার এল। পরের বার তিনি বললেন, গিয়ে তোমার মাল রাস্তার উপর ফেলে রাখ। ফলে সে তার মালপত্র রাস্তার উপর ফেলে রাখল। লোকেরা এ দেখে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। তখন সে তাদেরকে তার দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিল। ফলে লোকেরা ঐ প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে লাগল- আল্লাহ তার এ করুক, তা করুক ইত্যাদি। তখন তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বলল, তুমি ফিরে যাও, এখন থেকে তুমি আমার থেকে অশোভন কোন আচরণ দেখতে পাবে না'।[১০১]

১৬. ভুলকারীর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা :

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ، فَأُتِىَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আব্দুল্লাহ নামে এক লোক ছিল। তার উপাধি ছিল হিমার বা গাধা। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাসাত। মদ পানের অভিযোগে রাসূল (ছাঃ) তাকে চাবুক মেরেছিলেন। (মদ পানের জন্য) একদিন তাকে তাঁর নিকটে ধরে আনা হয়। তিনি তাকে শাস্তি দানের নির্দেশ দেন। তাকে চাবুক মারা হ'ল। অতঃপর উপস্থিত একজন বলল, হে আল্লাহ! তার পক্ষে যতটা সম্ভব তার থেকেও বেশী অভিশাপ তুমি তার উপর বর্ষণ কর। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, তোমরা তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহ্র কসম! আমার জানা মতে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে'।[১০২]

---

১০১. *আবুদাঊদ, হা/৫১৫৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'প্রতিবেশীর অধিকার' অনুচ্ছেদ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৯২।*

১০২. *বুখারী, হা/৬৭৮০।*

Contents

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একজন নেশাগ্রস্তকে হাযির করা হ'ল। তিনি তাকে আঘাত করতে নির্দেশ দিলেন। তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দিয়ে মারল, কেউ চটি দিয়ে মারল, কেউবা তার কাপড় দিয়ে মারল। মার খেয়ে লোকটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন একজন লোক বলে উঠল, তার কি হয়েছে? আল্লাহ তাকে অপদস্থ করুন। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হয়ো না'।[১০৩]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : اضْرِبُوْهُ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ : لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا لاَ تُعِينُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হ'ল। সে মদ পান করেছিল। তিনি বললেন, তোমরা তাকে মারো। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, তখন আমাদের কেউ তার হাত দিয়ে তাকে মারল, কেউ তার চটি দিয়ে মারল, কেউবা তার কাপড় দিয়ে মারল। মার খেয়ে লোকটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন উপস্থিত জনতার একজন বলল, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এমনভাবে বল না। তার বিরুদ্ধে তোমরা শয়তানকে সাহায্য করো না'।[১০৪]

অন্য বর্ণনায় আছে,

---

১০৩. *বুখারী, হা/৬৭৮১*।
১০৪. *বুখারী, হা/৬৭৭৭*।

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ بَكِّتُوْهُ. فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللهَ مَا خَشِيتَ اللهَ وَمَا اسْتَحَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِى آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا-

'তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের বললেন, তোমরা তাকে তিরস্কার করো। তখন ছাহাবীগণ তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'তুমি আল্লাহকে ভয় করনি', 'তোমার আল্লাহ্র ভয় নেই' 'আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি তোমার শরম নেই'। তারপর তারা তাকে ছেড়ে দিল। বর্ণনার শেষে তিনি বলছিলেন, তোমরা বরং বল 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তুমি তার উপর দয়া করো। বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ এমনতর কিছু শব্দ বেশীও বলেছেন'।[১০৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُوْلُوْا رَحِمَكَ اللهُ 'লোকটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন একজন লোক বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এভাবে বলো না! তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না; বরং তোমরা বলবে, আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন'।[১০৬]

উক্ত বর্ণনাগুলোর সমষ্টিগত অর্থ থেকে বুঝা যায়, মুসলমান যতই পাপ করুক তার মধ্যে ইসলামের শিকড় থেকে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার শিকড়ও থেকে যায়। সুতরাং তাকে ইসলাম থেকে খারিজ বলা যাবে না, তার বিরুদ্ধে এমন কোন দো'আ করা যাবে না যাতে শয়তানের সহযোগিতা করা হয়। বরং তার জন্য হেদায়াত, মাগফিরাত ও রহমতের দো'আ করতে হবে।

---

১০৫. *আবুদাঊদ, হা/৪৪৭৮, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'মদ পানের দণ্ড' অনুচ্ছেদ; আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭৫৯।*

১০৬. *আহমাদ হা/৭৯৭৩, আরনাউত্ব- আহমাদ শাকের, সনদ ছহীহ।*

১৭. ভুল কাজ বন্ধ করতে বলা :

ভুলকারী যাতে বারবার ভুল কাজ না করতে থাকে, সেজন্য তাকে ভুল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে মন্দের পরিসর যেমন বাড়বে না, তেমনি কালবিলম্ব না করে মন্দের নিষেধ করাও হবে।

ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি শপথ করতে গিয়ে বলেন, لاَ وَأَبِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَىْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ– 'আমার পিতার কসম! এটা হবার নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (ওমর) থামো। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে শপথ করে, সে নিশ্চিত শিরক করে'।[১০৭]

আবুদাঊদ তাঁর সুনান গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ– 'জুম'আর দিনে এক লোক (মসজিদের মধ্যে) মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি বসে পড়। কেননা তুমি ইতিমধ্যে লোকদের কষ্ট দিয়ে ফেলেছ'।[১০৮]

ইমাম তিরমিযী ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সন্নিকটে (খেয়ে-দেয়ে) ঢেকুর তুলছিল। তখন তিনি তাকে বললেন, আমাদের থেকে তোমার ঢেকুর তোলা থামাও। কেননা দুনিয়াতে যারা যত বেশী পেট পুরে খাবে ক্বিয়ামতের দিন তাদের তত বেশী ক্ষুধার্ত থাকতে হবে'।[১০৯] এই হাদীছগুলোতে ভুলকারীকে তার ভুল কাজ থেকে বিরত থাকতে সরাসরি বলা হয়েছে।

---

১০৭. *আহমাদ হা/৩২৯, আহমাদ শাকের, সনদ ছহীহ।*

১০৮. *আবুদাঊদ হা/১১১৮, সনদ ছহীহ।*

১০৯. *তিরমিযী হা/২৪৭৮, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৩।*

১৮. ভুলকারীকে তার ভুল সংশোধন করতে বলার নির্দেশ দেওয়া :

নবী করীম (ছাঃ) নানাভাবে এ কাজ করেছেন। যেমন-

(ক) ভুলকারীর দৃষ্টি তার ভুলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজেই তার ভুল শুধরে নিতে পারে : এর উদাহরণ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন,

فَدَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً جَالِساً وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُشَبِّكاً بَيْنَ أَصَابِعِهِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَفْطِنْ قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِىْ سَعِيدٍ فَقَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِىْ صَلاَةٍ مَا دَامَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ-

‘এমন সময় নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি মসজিদের মাঝ বরাবর বসে আছে। সে তার দু’হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে আপন মনে কথা বলছে। নবী করীম (ছাঃ) তার এ কাজের প্রতি ইশারা করলেন। কিন্তু সে বুঝতে পারল না। তখন তিনি আবু সাঈদের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করবে তখন যেন সে তার আঙ্গুলগুলোর মধ্যে কখনই আঙ্গুল না ঢুকায়। কেননা আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকানো শয়তানের কাজ। অবশ্যই তোমাদের যে কোন লোক যতক্ষণ মসজিদে থাকবে ততক্ষণ সে ছালাতে রত বলে গণ্য হবে, যে পর্যন্ত না সে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে’।[১১০]

(খ) সম্ভব হ’লে কাজটিকে পুনরায় সঠিক পদ্ধতিতে করতে বলা : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এমন সময় এক লোক মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি বললেন, তুমি (তোমার জায়গায়) ফিরে গিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি। সে ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় করল। আবার এসে সে সালাম দিল। তিনি বললেন, তোমার উপরও সালাম, তুমি ফিরে গিয়ে ছালাত আদায়

১১০. *আহমাদ হা/১১৫৩০, সনদ যঈফ; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬২৮।*

কর। কেননা তোমার ছালাত হয়নি। সে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে তখন (তার আগে) ভালমত ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে, তারপর তোমার পক্ষে কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়বে, তারপর রুকূ করবে, রুকূতে ধীরস্থির ও প্রশান্ত অবস্থায় থাকবে। তারপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে; তারপর সিজদা করবে এবং ধীরস্থির ও প্রশান্ত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর মাথা তুলে স্থির হয়ে বসবে, পরে স্থির হয়ে আরেকটি সিজদা করবে, তারপর মাথা তুলে স্থির হয়ে বসবে। তোমার সমস্ত ছালাতে তুমি এভাবে করবে'।[১১১]

লক্ষ্যণীয় :

নবী করীম (ছাঃ) তাঁর আশপাশের লোকদের কার্যাবলী ভালভাবে লক্ষ্য করতেন। তাদেরকে শিক্ষা দান ও ভুল শুধরে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এসব করতেন। এ সম্পর্কে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ- 'এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় শুরু করল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারিনি। লোকটার যখন ছালাত শেষ হ'ল তখন সে এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে ছালাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি'...।[১১২]

আসলে সঙ্গী-সাথীদের কাজের তদারকি বা দেখভাল করা অভিভাবকের অন্যতম গুণ।

ভুলকারীর কাজ পুনরায় করতে বলা শিক্ষাদানের একটি কৌশল। হয়তো সে তার ভুল ধরতে পেরে নিজ থেকে ভুল শুধরে নিবে। বিশেষ করে যখন ভুলটা হবে স্পষ্ট- যা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য অনেক সময় স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে, ফলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে।

---

১১১. *বুখারী, হা/৬২৫১*।

১১২. *নাসাঈ হা/১৩১৩, হাসান ছহীহ*।

ভুলকারী যখন নিজের ভুল না ধরতে পারে তখন বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি তুলে ধরা আবশ্যিক।

যখন কোন ব্যক্তি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন জানায় এবং গভীরভাবে মনোনিবেশ করে, তখন তাকে শিক্ষাদান প্রথম থেকে কোন আগ্রহ প্রকাশ ও আবেদন জানানো ছাড়াই শিক্ষাদানের তুলনায় তার মস্তিষ্কে অনেক বেশী ক্রিয়া করে এবং দীর্ঘ দিন তা মনে থাকে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি আসলে অনেক রকম। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে শিক্ষক তা প্রয়োগ করবেন।

ভুল কাজকে সঠিক পন্থায় পুনরায় করতে বলার আরেকটি উদাহরণ ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ। তিনি বলেন, أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى- ‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আমাকে জানিয়েছেন যে, এক লোক ওযূ করতে গিয়ে তার এক পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা ধোয়া বাদ রেখে দেয়। নবী করীম (ছাঃ)-এর নযরে তা ধরা পড়ে। তিনি তা দেখে বললেন, তুমি পুনরায় ভাল করে ওযূ কর। লোকটা পুনরায় ওযূ করে এসে ছালাত আদায় করল’।[১১৩]

উল্লিখিত ধারার তৃতীয় উদাহরণ তিরমিযী কর্তৃক তাঁর সুনানে বর্ণিত হাদীছ। কালদা বিন হাম্বল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى مَكَّةَ – فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ : ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ-

‘ছাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে দিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট দুধ, ছয়মাস বয়সী হরিণের বাচ্চা এবং শসা পাঠান। নবী করীম (ছাঃ) তখন মক্কার উঁচু অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম না

---

১১৩. *মুসলিম হা/২৪৩।*

দিয়ে এবং অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ফলে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ফিরে যাও এবং বল, আস-সালামু আলাইকুম আ-আদখুল। (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি কি ভিতরে ঢুকতে পারি)'।[১১৪]

(গ) কাজের অনিয়মতান্ত্রিক ধারাকে যথাসম্ভব নিয়মতান্ত্রিক করতে বলা :

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ : ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ– 'কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে মাহরাম (বিবাহ হারাম এমন পুরুষদের সাথে রাখা) ব্যতীত নির্জনে দেখা-সাক্ষাৎ না করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম লিখিয়েছি, অথচ এ দিকে আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর'।[১১৫]

(ঘ) ভুলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সংশোধন :

নাসাঈ তার সুনানে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ. قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে হিজরতের শর্তে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমি যখন আমার মাতা-পিতাকে ছেড়ে আসি তখন তারা কাঁদছিলেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং যেভাবে তাদের কাঁদিয়েছিলে সেভাবে তাদের হাসাও'।[১১৬]

---

১১৪. *আবুদাঊদ হা/৫১৭৬; মিশকাত হা/৪৬৭১*।

১১৫. *বুখারী, হা/৫২৩৩*।

১১৬. *নাসাঈ হা/৪১৬৩, ছহীহ*।

(ঙ) ভুলের কাফফারা প্রদান :

যখন ভুল সংশোধনের উল্লিখিত বা অন্য কোন উপায় পাওয়া না যায়, তখন তা থেকে উদ্ধারের জন্য শরী'আতে কাফফারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে পাপের চিহ্ন মুছে যায়। যেমন শপথের কাফফারা, যিহারের কাফফারা, ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা, রামাযানে দিবসে স্ত্রী সহবাসের কাফফারা ইত্যাদি।

১৯. কেবল ভুলের ক্ষেত্রটুকু বর্জন এবং বাকীটুকু গ্রহণ :

কখনো কখনো পুরো কথা কিংবা কাজ ভুল হয় না। তখন পুরো কাজ কিংবা কথাকে ভুল গণ্য না করে শুধুমাত্র ভুলটুকু নিষেধ করা হবে বুদ্ধিদীপ্ত। এর দৃষ্টান্ত ইমাম বুখারী তার ছহীহ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। রুবাই বিনতু মুয়াওবিয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِىَ عَلَىَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ. فَقَالَ : دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ-

'আমার স্বামী গৃহে যাত্রাকালে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ঘরে আসেন। তুমি এখন যেমন আমার কাছে বসে আছ তেমনি তিনি এসে আমার বিছানার উপর বসেন। তখন কিছু ছোট ছোট কিশোরী দফ বাজাতে থাকে এবং বদর যুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণে রচিত শোকগাথা গাইতে থাকে। তাদেরই মধ্যে একজন হঠাৎ করে বলে ওঠে, 'মোদের মাঝে একজন নবী আছেন, যিনি কাল কি হবে তা জানেন'। তখন তিনি বললেন, তুমি এ কথা বলা বাদ দাও; আগে যা বলছিলে তাই বল'।[১১৭]

তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, اسْكُتِى عَنْ هَذِهِ وَقُوْلِى الَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا 'এটা বলা থেকে চুপ থাক; আগে যা বলছিলে তা বল'। আবু ঈসা বলেন, এটি হাসান ছহীহ হাদীছ।[১১৮]

---

১১৭. *বুখারী, হা/৫১৪৭।*
১১৮. *তিরমিযী হা/১০৯০।*

ইবনু মাজাহ্‌র বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, أَمَّا هَذَا فَلاَ تَقُوْلُوْهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ إِلاَّ اللهُ 'এই যে কথা বললে তোমরা তা আর বল না। আগামী দিন কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না'।[১১৯]

সন্দেহ নেই যে, এমন ধারার নিষেধ ভুলকারীকে ন্যায় ও ইনছাফের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করতে অনুপ্রাণিত করে। তাকে শুধরানোও এভাবে সহজ হয় এবং তার জন্য নিষেধকারীর নিষেধ মেনে নিতে প্রস্তুত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক নিষেধকারী ভুলকারীর উপর চরম রেগে যায়, ফলে সে ভুল-নির্ভুল, হক-বাতিল সবটাই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাতে ভুলকারী তার কথা যেমন মেনে নিতে চায় না, তেমনি সে নিজকে শুধরাতেও আগ্রহী হয় না।

কিছু ভুলকারী আছে যাদের উচ্চারিত মূল কথাটি সঠিক; কিন্তু যে উপলক্ষে তারা কথাটি বলছে তা সঠিক নয়। যেমন সূরা ফাতিহা পাঠ এমনিতে সঠিক। কিন্তু একজনের মৃত্যু উপলক্ষে কেউ সূরা ফাতিহা পড়তে বলল, আর অমনি উপস্থিত জনতা তা পড়তে শুরু করল। তারা দলীল হিসাবে বলে, তারা তো কুরআন পড়ছে কোন কুফরী কালাম পড়ছে না। এক্ষেত্রে তাদের নিকট বলা আবশ্যক যে, তাদের ভুল এতটুকুই যে, তারা মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে ইবাদত মনে করে সূরা ফাতিহা পড়ার রেওয়াজ চালু করেছে। অথচ এ উপলক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে কোনই দলীল নেই। এভাবে দলীল ছাড়া ইবাদত বানানোই সরাসরি বিদ'আত। এতদর্থেই ইবনু ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি তার পাশে হাঁচি দিয়ে বলেছিল, আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং সালাম আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর)। তার উত্তরে ইবনু ওমর বলেন, আমিও বলছি 'আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ'। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এমনভাবে বলতে শিখাননি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, 'আল-হামদুলিল্লাহি আলা-কুল্লি হাল' (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা)।[১২০]

---

১১৯. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৭, ছহীহ আলবানী এটিকে ছহীহ সুনান ইবনু মাজাহতে ছহীহ বলেছেন, হা/১৫৩৯।*

১২০. *তিরমিযী হা/২৭৩৮।*

২০. পাওনাদারের পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভুলকারীর মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা :

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আওফ বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, হিময়ার গোত্রের এক ব্যক্তি (যুদ্ধকালে) শত্রুপক্ষীয় একজনকে হত্যা করে। সে নিহত ব্যক্তির 'সালাব' (নিহত ব্যক্তির সাথে থাকা অস্ত্র, কাপড়-চোপড়, অর্থকড়ি ও অন্যান্য সামগ্রীকে একত্রে সালাব বলে) পেতে চেয়েছিল। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদ তাকে তা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি ছিলেন দলপতি। আওফ বিন মালিক তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে খবরটা দেন। তিনি খালিদকে বললেন, কিজন্যে তুমি ওকে তার সালাবটা দিলে না? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে পরিমাণটা বেশী মনে হয়েছিল। তিনি বললেন, ওকে সালাব দিয়ে দাও। পরে খালিদ আওফের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আওফ তখন তার চাদর টেনে ধরে বলেন, আমি তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যা বলেছিলাম তা কি পূরণ করতে পেরেছি? কথাটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনে ফেলেন। এতে তাঁর খুব রাগ হয়। তিনি বলতে থাকেন, খালিদ, ওকে দিও না! খালিদ, ওকে দিও না!! তোমরা কি আমার কথার সূত্র ধরে আমার আমীরদের সাথে যাতা আচরণ করবে? তোমাদের ও তাদের উপমা তো সেই ব্যক্তির মত যাকে উটের কিংবা ছাগলের পালের রাখাল নিযুক্ত করা হয়েছে। সে পশুপাল চরাচ্ছিল। তারপর পানি পান করানোর সময় হ'লে সে তাদের একটা চৌবাচ্চার ধারে নিয়ে গেল। পশুগুলো সেখানে নেমে পরিষ্কার পানি পান করল, আর ঘোলা পানি রেখে গেল। এই পরিষ্কার পানি হ'ল তোমাদের ভাগে, আর ঘোলা পানি মিলল তাদের।[১২১]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আওফ বিন মালিক আশজাঈ হ'তে এর থেকেও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে আমরা একটা যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। পথিমধ্যে হিমারীয় গোত্রের সহযোগী এক ব্যক্তি আমাদের সাথে যোগ দেয়। সে আমাদের শিবিরে অবস্থান করতে থাকে। তার সাথে একটা তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। এ সময় মুসলমানদের এক ব্যক্তি একটা উট যবেহ করে। লোকটা তো আমাদের সাথেই অনুক্ষণ ছিল; সে ঐ উটের

১২১. *মুসলিম হা/১৭৫৩।*

চামড়া নিয়ে ঢাল বানানোর চেষ্টা করে। সে চামড়াটা মাটিতে বিছিয়ে দেয়। তারপর আগুন দিয়ে তা শুকিয়ে নেয়। সে তাতে ঢালের মত একটা হাতল লাগিয়ে নেয়। এদিকে আমাদের সাথে আমাদের শত্রু রোমক ও আরবীয় সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা সংঘটিত হয়। তারা আমাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

শত্রু বাহিনীতে এক রোমক তার লাল হলুদে মিশেল ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল, ঘোড়ার জিন ছিল স্বর্ণমণ্ডিত, তার কোমরবন্দ ছিল স্বর্ণখচিত, তরবারিও ছিল অনুরূপ। সে তার পক্ষের লোকদের যুদ্ধের জন্য নানাভাবে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করছিল। আমাদের সেই সহযোগী লোকটি ঐ রোমকের নাগাল পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। যেই সে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অমনি সে তার পিছু নেয় এবং তলোয়ার দিয়ে ঘোড়ার ঠ্যাঙে আঘাত করে। ফলে লোকটি মাটিতে পড়ে যায়। তখন সে তলোয়ারের উপর্যুপরি আঘাতে তাকে হত্যা করে। অতঃপর আল্লাহ যখন মুসলিম বাহিনীর বিজয় দান করলেন তখন সে এসে সালাব দাবী করল। লোকেরাও তার পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সেই তার হত্যাকারী। খালিদ তাকে সালাবের কিছুটা দিয়ে বেশীর ভাগই রেখে দিলেন। সে আওফের শিবিরে ফিরে গিয়ে তাকে সব বলল। আওফ তাকে বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও, সে তোমাকে অবশিষ্ট সালাব ফিরিয়ে দেবে। সে তার নিকট ফিরে গেল। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। তখন আওফ হাঁটতে হাঁটতে খালিদের নিকট এসে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হত্যাকারীকে সালাব দেওয়ার ফায়ছালা দিয়েছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ জানি। তিনি বললেন, তাহ'লে তার হাতে নিহতের সালাব তুলে দিতে আপনার কিসে বাধা হয়ে দাঁড়াল? খালিদ বললেন, আমি তার জন্য এটা অনেক সম্পদ মনে করেছি। আওফ বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা দর্শনে সমর্থ হই (অর্থাৎ বেঁচে থাকি) তাহ'লে অবশ্যই আমি বিষয়টা তাঁর সামনে তুলব। মদীনায় পৌঁছে আওফ ঐ সহযোগীকে ডেকে পাঠালেন। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে সাহায্য চাইল। তিনি খালিদকে ডাকলেন, আওফ তখন তাঁর কাছে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, খালিদ, এই লোকটাকে তার হাতে নিহত ব্যক্তির সালাব দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তার জন্য পরিমাণটা বেশী মনে করেছিলাম। তিনি বললেন, ওকে সালাব (পুরোই) দিয়ে দাও। তিনি তখন

আওফের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আওফ তার চাদর টেনে ধরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আমি তোমার যে কথা বলেছি তার প্রতিদানার্থে আমি এটা করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা শুনে ফেলেন। এতে তাঁর খুব রাগ হয়। তিনি বলে ওঠেন, হে খালিদ! তুমি ওকে তা দিও না। তোমরা কি আমার আমীরদের সাথে যা তা আচরণ করবে? তোমাদের ও তাদের উপমা তো সেই ব্যক্তির মত যাকে উট কিংবা ছাগপালের রাখাল নিযুক্ত করা হয়েছে। সে পশুপাল চরাতে চরাতে তাদের পানি পান করাতে মনস্থ করল। তাই একটা চৌবাচ্চায় তাদের নামিয়ে দিল। তারা পরিষ্কার পানি পান করল এবং ঘোলা-কাদা পানি রেখে গেল। এই পরিষ্কার পানি তোমাদের আর ঘোলা পানি তাদের।[১২২]

আমরা লক্ষ্য করছি যে, খালিদ (রাঃ) হত্যাকারী সৈনিককে পরিমাণে বেশী সালাব প্রদানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদে ভুল করেছেন। তাই নবী করীম (ছাঃ) হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছেন- যাতে কাজ নিয়মমাফিক হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আওফ (রাঃ)-এর মুখ দিয়ে খালিদ (রাঃ)-কে কটাক্ষ ও মশকরা করে কথা বলতে শুনলেন, তখনই তাঁর রাগ হয়ে গেল। আবার খালিদ (রাঃ)-এর চাদর আওফ (রাঃ) টেনে ধরেছিলেন- যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। তাই তিনি বলছিলেন, খালিদ তুমি ওকে দিও না।

এ কথার মধ্যে আমীর ও সেনাপতির মান-মর্যাদা রক্ষা করার শিক্ষা নিহিত রয়েছে। কেননা জনগণের মাঝে তাদের মর্যাদা হেফাযত করার মধ্যে যে উপকার রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। তা হ'ল : হত্যাকারী যখন সালাব লাভের অধিকারী তখন তিনি কিভাবে তাকে তা দিতে বাধা দিতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম নববী (রহঃ) দু'টি ছুরত বলেছেন। এক. সম্ভবতঃ তিনি হত্যাকারীকে পরে তা দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ও আওফ বিন মালিককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তা বিলম্বিত করেছিলেন। কেননা তারা দু'জনে খালিদ (রাঃ)-এর ব্যাপারে গলা লম্বা করেছিলেন এবং শাসক ও তার নিয়োগকর্তার মানহানি করেছিলেন। দুই. সম্ভবত তিনি সালাব প্রাপকের মন জয় করার অন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে সে স্বেচ্ছায় তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল

---

১২২. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৪০৩৩, সনদ ছহীহ।*

এবং তা মুসলমানদের দিয়ে দিয়েছিল। এতে আমীরের সম্মানার্থে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কেও সন্তুষ্ট করা লক্ষ্য ছিল।[১২৩]

ভুলের শিকার যে ব্যক্তি তার ব্যাপারে ভুল শুধরাতে ভুলকারীকে ডেকে পাঠানোর একটি সাক্ষ্য মুসনাদে আহমাদে পাওয়া যায়। আবুত তুফায়েল আমের বিন ওয়াছেলা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একদল লোকের নিকট গিয়ে তাদেরকে সালাম দেয়। তারা সালামের উত্তর দেয়। পরে সে তাদের ছেড়ে গেলে উপস্থিত একজন বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি এই লোকটাকে আল্লাহ্র খাতিরে ঘৃণা করি। সভাস্থ লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম! তুমি কি বাজে কথা বলছ? শোনো, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমরা অবশ্যই কথাটা তাকে জানাব। তারা তাদের মধ্যকার একজনকে ডেকে বলল, ওহে অমুক! ওঠো ঐ লোকটিকে জানিয়ে দিয়ে এস। তাদের বার্তাবাহক লোকটির নাগাল পেয়ে তাকে লোকটি যা বলেছে তা জানিয়ে দিল। লোকটি তখন সোজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমানদের একটি সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাদের মাঝে অমুক উপস্থিত ছিল। আমি তাদের সালাম দিলাম, তারা আমার সালামের জবাব দিল। তারপর আমি তাদের ছেড়ে আসার পর তন্মধ্যস্থিত এক লোক আমার নাগাল পেয়ে জানাল যে, অমুক বলেছে, আল্লাহ্র কসম, আমি এই লোকটাকে আল্লাহ্র খাতিরে ঘৃণা করি। আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমাকে ঘৃণা করে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তিনি তাকে উল্লিখিত লোকটি তাকে যা জানিয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে সবই স্বীকার করল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে সে কথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কেন তাকে ঘৃণা কর? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী, আমি তার ভেতর সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে ফরয ছালাত ব্যতীত কখনো কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি। এ ফরয ছালাত তো সৎ অসৎ সকলেই আদায় করে। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কি আমাকে ঐ ছালাত যথাসময় থেকে বিলম্বিত করতে দেখেছে, অথবা আমি তজ্জন্য ভালভাবে ওযূ করিনি, কিংবা তাতে রুকূ-সিজদা খারাপভাবে করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এসব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, না। তারপর সে বলল, আল্লাহ্র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ!

---

১২৩. *আল-ফাতহুর রব্বানী ১৪/৮৪*।

আমি তাকে ঐ মাস ব্যতীত কখনো কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। যেই মাসে ভালমন্দ সকলেই ছিয়াম পালন করে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে কি কখনো আমাকে ছিয়াম ভেঙে ফেলতে দেখেছে, নাকি আমি তার কোন হক লাঘব করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, না। পুনরায় সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি তাকে কখনো কোন প্রার্থী বা ভিক্ষুককে কিছু দিতে দেখিনি এবং আল্লাহ্র রাস্তায়ও তার সম্পদ থেকে কিছু মাত্র ব্যয় করতে দেখিনি। তবে সে যাকাত দিয়ে থাকে, যা সৎ অসৎ সবাই দিয়ে থাকে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি যাকাত থেকে কিছুমাত্র লুকিয়েছি, নাকি তার আদায়কারীর কাছে হিসাব কম দাখিল করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি উঠে যাও। আমি জানি না; তবু হ'তে পারে সে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ।[১২৪]

মুসনাদে আহমাদে এই হাদীছ উল্লেখের পর সরাসরি নিম্নরূপ বলা হয়েছে- আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়া'কূব তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ইবনু শিহাব থেকে; তিনি তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি একদল লোকের নিকট গমন করে। তিনি আবুত তুফায়েলের নাম উল্লেখ করেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, ইবরাহীম বিন সা'দ এ হাদীছ তার স্মৃতি থেকে বলেছেন এবং তিনি আবুত তুফায়েল থেকে বর্ণনার কথা বলেছেন। তারপুত্র ইয়া'কূব পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন- তাতে তিনি আবুত তুফায়েলের নাম বলেননি। আমার মনে হয় তার মধ্যে দ্বিধা তৈরী হয়েছিল। ইয়া'কূবের বর্ণনাই ছহীহ। আল্লাহই বেশী জ্ঞাত।[১২৫]

২১. দ্বিপক্ষীয় ভুলের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে উভয়ের ভুল সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা :

অনেক সময় দ্বিপক্ষীয় ভুল হয়ে থাকে। একই সময় ভুলকারী এবং যার বিরুদ্ধে ভুল করা হয়েছে উভয়ে ভুল করতে পারে। অবশ্য উভয় পক্ষের

---

১২৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৮৫৪, আরনাউত্ব, সনদ মুরসাল যঈফ; তবে হায়ছামী বলেন, রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। দ্রঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৬০১।*

১২৫. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৮৫৫, আরনাউত্ব, সনদ মুরসাল যঈফ; তবে হায়ছামী বলেন, রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।*

ভুলের হারে তারতম্য হ'তে পারে। সুতরাং দুই দিকের ভুল নিয়ে কথা বলা ও উপদেশ দেওয়া উচিত। নীচে এমন একটি উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন আওফ খালিদ বিন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন খালিদ (রাঃ)-কে বললেন, يَا خَالِدُ، لاَ تُؤْذِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ، فَقَالَ : يَقَعُوْنَ فِيَّ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : لاَ تُؤْذُوْا خَالِدًا؛ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ صَبَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ– 'হে খালিদ! কোন বদর যোদ্ধাকে কষ্ট দিও না। তুমি যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান কর, তবুও তার আমলের নাগাল পাবে না। সে বলল, তারা আমাকে গালমন্দ করে, ফলে আমি তার উত্তর দেই। তখন তিনি বললেন, তোমরা খালিদকে কষ্ট দিও না। কেননা সে আল্লাহ্র তরবারি। কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাকে প্রয়োগ করেছেন'।[১২৬]

২২. ভুলকারীকে যার বিরুদ্ধে সে ভুল করেছে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলা :

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে একে অপরকে সেবা করা আরবদের একটি চিরাচরিত অভ্যাস। এক সফরে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন লোক ছিল। সে তাদের দু'জনের খেদমত করত। একবার তারা ঘুমিয়ে পড়েন, তারপর ঘুম থেকে জেগে দেখতে পান খাদেম লোকটি তাদের জন্য খাবার তৈরী করেনি। তখন তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলে, এতো দেখছি খুব ঘুমকাতুরে। (لنؤوم বা খুব ঘুমকাতুরে শব্দটি দারুশ শা'ব থেকে প্রকাশিত তাফসীর ইবনু কাছীরের। আলবানী তাঁর সিলসিলাহ ছহীহাহ গ্রন্থে ২৬০৮ নং হাদীছে উল্লেখ করেছেন إن هذا ليوائم نوم نبيكم صلى الله عليه وسلم 'এ লোক তো নিশ্চয়ই তোমাদের নবী (ছাঃ)-এর মত ঘুম যায়'। অন্য বর্ণনায় আছে, ليوائم نوم بيتكم 'তোমাদের বাড়ীর মতই ঘুম যায়')।

---

১২৬. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৮০১; ইবনু হিব্বান হা/৭০৯১; আরনাঊত্ব, সনদ ছহীহ।*

তাঁরা তাকে জাগিয়ে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বল, আবুবকর ও ওমর আপনাকে সালাম জানিয়েছে, তারা খানা খাওয়ার জন্য আপনার কাছে তরকারি চেয়েছেন। তিনি লোকটির কথা শুনে তাকে বললেন, তুমিও তাদের দু'জনকে সালাম জানাবে এবং বলবে যে, তারা ইতিমধ্যে রুটি তরকারি খেয়ে নিয়েছে। তাঁরা দু'জনেই তার কথায় ভয় পেয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট তরকারি চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। আপনি তাকে বলেছেন, তাদের রুটি তরকারি খাওয়া হয়ে গেছে। তাহ'লে আমরা কি দিয়ে রুটি খেলাম? তিনি বললেন, তোমাদের ভাইয়ের গোশত দ্বারা। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, নিশ্চয়ই আমি তার গোশত তোমাদের দু'জনের চোখা দাঁতগুলোতে লেগে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ তার গোশত যাদের তাঁরা দু'জনে নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, সেই (নিন্দিত জন) বরং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে'।[১২৭]

২৩. ভুলকারীকে যার বিরুদ্ধে সে ভুল করেছে তার মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে সে লজ্জিত হয় এবং ওযরখাহী করে :

এরূপ সমাধান নবী করীম (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মাঝে করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর ছহীহ গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে আলাপ হয়। আবু বকরের কথায় ওমরের রাগ হয়। রাগের চোটে ওমর (রাঃ) তাঁকে ছেড়ে চলে যান। আবুবকর (রাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে যেতে থাকেন এবং তাঁকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু তিনি তা না করে ঘরে ঢুকে তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন। ফলে আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমরা এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব শুনে বললেন, তোমাদের এই সাথী খুব একটা ঝগড়া করেছে। ইতিমধ্যে ওমর (রাঃ)ও তাঁর আচরণে অনুশোচনা বোধ করেন। ফলে তিনিও নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে সালাম দেন এবং তাঁর পাশে বসে পুরো ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

১২৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮, ইবনু কাছীর (দারুশ শা'ব) হাদীছটি সূরা হুজুরাতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, ৭/৩৬৩।*

এতে রেগে যান। এদিকে আবুবকর (রাঃ) বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই যুলুম করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে চলেন, তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে? তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে? আমি বলেছিলাম, হে মানব জাতি, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। কিন্তু তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলছ, আর আবুবকর বলেছিলেন, আপনি সত্য বলেছেন'।[১২৮]

বুখারী তাঁর ছহীহ গ্রন্থে মানাকিব বা 'মাহাত্ম্য' অধ্যায়ে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে একই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর কাপড়ের কোঁচা তুলে এগিয়ে এলেন। তিনি কাপড় এতটাই তুলে ধরেছিলেন যে, তাঁর দু'হাঁটু বেরিয়ে পড়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে বললেন, তোমাদের এই সাথী নিশ্চয়ই ঝগড়া করে এসেছে। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আমার ও খাত্ত্বাব তনয়ের মাঝে একটা কিছু ঘটেছিল। আমি তার প্রতি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি (তাকে অপমান করেছি এবং মনে ব্যথা দিয়েছি)। পরে আমি অনুশোচনা করেছি এবং তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু সে অস্বীকার করেছে। তারপর আমি আপনার কাছে এসেছি।

তিনি একথা শুনে তিনবার বললেন, হে আবুবকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তারপর ওমর (রাঃ)-এর মনে অনুশোচনা জাগে। তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি আবুবকর (রাঃ) আছেন? তারা বলল, না। তারপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর (রাঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দু'হাঁটু মাটিতে গেড়ে দু'বার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোষ আমিই করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলছ; আর আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, আপনি সত্য বলছেন। তিনি তার জানমাল দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। তোমরা কি এমতাবস্থায় আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে? কথাটি তিনি দু'বার বলেন। তারপর তাঁকে আর কষ্ট পেতে হয়নি।[১২৯]

---

১২৮. *বুখারী হা/৪৬৪০।*

১২৯. *বুখারী হা/৩৬৬১।*

২৪. উত্তেজনা প্রশমনে হস্তক্ষেপ এবং ভুলকারীদের মধ্য থেকে ফেৎনার মূলোৎপাটন :

বহু ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মুসলমানদের মাঝে যখন লড়াই বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যেমন আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে অপবাদ দানের ঘটনায় এমন হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনাকালে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনতার সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আব্দুল্লাহ বিন ওবাই সম্পর্কে কৈফিয়ত চাইলেন। তিনি বললেন, হে মুসলিমগণ! কে আছে যে আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে পারবে, যার পক্ষ থেকে আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল বৈ অন্য কিছু জানি না। তারা একজনের নামোল্লেখ করেছে তার সম্বন্ধেও আমি ভাল বৈ কিছু জানি না। সে আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে প্রবেশ করে না। তখন বনু আব্দুল আশহালের ভাই সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে কৈফিয়ত দেব। যদি সে আওস গোত্রীয় কেউ হয় তাহ'লে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রীয় কেউ হয়, তবে আপনি যেমন হুকুম করবেন আমরা সেই মত কাজ করব। তখন খাযরাজ গোত্রের একজন উঠে দাঁড়ালেন। হাসসান (রাঃ)-এর মা ছিলেন তাঁর আপন চাচাত বোন। তার নাম সা'দ বিন ওবাদা। তিনি খাযরাজ গোত্রের প্রধান। তিনি ইতিপূর্বে সৎ লোক বলেই গণ্য ছিলেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি আত্মম্ভরিতার শিকার হন। ফলে সা'দকে লক্ষ্য করে বলে বসেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে যদি তোমার গোত্রের হয়ে থাকে তাহ'লে তুমি তার নিহত হওয়া পসন্দ করবে না। তখন সা'দের চাচাত ভাই উসায়েদ বিন হুযায়ের দাঁড়িয়ে সা'দ বিন ওবাদাকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আর তুমি মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছ। অতএব তুমি একজন মুনাফিক। অতঃপর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করে। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনো মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে। তিনি অনুক্ষণ তাদের মেযাজ ঠাণ্ডা করতে বলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত তারা চুপ করে গেল।[১৩০]

---

১৩০. *বুখারী হা/৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০*।

বুখারী ও মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাঃ) বনু আমর বিন আওফ গোত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে তাদের মহল্লায় গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর ছালাতের জামা'আতের প্রথম দিকটা ছুটে গিয়েছিল। নাসাঈর বর্ণনায় আছে সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلاَمٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْتُبِسَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه– 'আনছারদের দু'টি গোত্রের মাঝে বচসা বা কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত তারা একদল অপর দলের প্রতি পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। নবী করীম (ছাঃ) একথা জানতে পেরে তাদের মাঝে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন। ইত্যবসরে ছালাতের সময় হয়ে যায়। বিলাল (রাঃ) আযান দেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি (মীমাংসার কাজে) আটকা পড়ে যান। ফলে বিলাল ইকামত দেন এবং আবুবকর (রাঃ) সামনে এগিয়ে যান (ইমামতি করার জন্য)...।[১৩১] আহমাদের বর্ণনায় সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آتٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَدِ اقْتَتَلُوا وَتَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ– 'একজন আগমনকারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, বনু আমর বিন আওফ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মাঝে সমঝোতা করার উদ্দেশ্যে তাদের মহল্লায় গমন করেন'।[১৩২]

২৫. ভুলের জন্য ক্রোধ প্রকাশ :

সামনে ভুল দেখতে পেলে কিংবা কানে শুনতে পেলে সময় বিশেষে রাগ করলে ভুল বন্ধ হ'তে পারে। যেমন তাক্বদীর ও কুরআন নিয়ে মতবিরোধ করলে উষ্মা হওয়া স্বাভাবিক। ইবনু মাজাহ গ্রন্থে আমর ইবনু শু'আইব কর্তৃক তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ

১৩১. *নাসাঈ হা/৫৪১৩, সনদ ছহীহ*।

১৩২. *আহমাদ হা/২২৯১৪, সনদ ছহীহ*।

(ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের মাঝে বেরিয়ে এসে দেখলেন, তারা তাক্বদীর নিয়ে বাকবিতণ্ডা করছে। এতে তাঁর মাঝে এতটাই রাগের সঞ্চার হয় যে, তাঁর মুখমণ্ডলে ডালিমের দানা ফেটে পড়েছে (তাঁর চেহারা লালচে সাদা ছিল। রাগ হ'লে চেহারায় রক্ত জমে যেত। ফলে এমনটা মনে হ'ত)। তিনি তাদের বললেন, بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُوْنَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكَتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ। 'এ কাজের জন্য কি তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, নাকি এজন্য তোমাদের সৃষ্ট করা হয়েছে? তোমরা কুরআনের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছ। এমন আচরণের জন্যই তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে'। বর্ণনাকারী ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই মজলিসে উপস্থিত না থাকায় আমার মাঝে যে মনস্তাপ হয়েছিল তা অন্য কোন মজলিসে উপস্থিত না থাকার জন্য হয়নি'।[১৩৩]

ইবনু আবী আছেম 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে দেখলেন তারা তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করছে। এ এক আয়াত খণ্ডন করছে তো ও অন্য আয়াত খণ্ডন করছে। এ দেখে তিনি এতটাই রাগান্বিত হ'লেন যেন তাঁর মুখমণ্ডলে ডালিমের দানা গলে পড়ছে। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কি এজন্য সৃষ্ট করা হয়েছে, নাকি এজন্য আদিষ্ট হয়েছ? তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার কর না। তোমরা লক্ষ্য কর, কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন কর, আর যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাক'।[১৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাগ থেকে আক্বীদাগত বিষয়ে যেমন উল্টাপাল্টা কথা বলা নিষেধ বুঝা যায়, তেমনি ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় শিক্ষার উৎস নিয়ে তাঁর ক্রোধ হেতু বিরুদ্ধ ধারার উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ যে সমীচীন নয় তা বুঝা যায়।

---

১৩৩. *ইবনু মাজাহ হা/৮৫, যাওয়ায়েদ গ্রন্থে আছে- এই হাদীছের সনদ ছহীহ, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ছহীহ ইবনু মাজাহতে বলা হয়েছে, সনদ হাসান, হাদীছ নং ৬৯।*

১৩৪. *ইবন আবী আছেম, আস-সুন্নাহ, তাহকীক : আলবানী নং ৪০৬। তিনি বলেছেন, এটির সনদ হাসান।*

আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ وَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَىْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوْا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِى-

‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একটা বই হাতে করে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসেন। তিনি বইটি একজন আহলে কিতাব (ইহুদী) থেকে পেয়েছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বইটি পড়ে রেগে যান। তিনি বলেন, হে খাত্ত্বাব তনয়! তোমরা কি এই বই নিয়ে পেরেশান হয়ে পড়লে? যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট এক আলোকময় স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি, তোমরা তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেও না। তারা হয়তো তোমাদের সত্য খবর দেবে কিন্তু তোমরা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে অথবা বাতিল খবর দেবে, আর তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করে বসবে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! যদি মূসা (আঃ)ও আজ জীবিত থাকতেন তবে তার জন্যও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না’।[১৩৫]

এই হাদীছ ইমাম দারেমী (রহঃ)ও জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاةِ. فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، أَمَا

---

১৩৫. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৫১৯৫, ৩/৩৮৭। ইরওয়াউল গালীল, হা/১৫৮৯, আলবানী, সনদ হাসান।*

تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُوْلِهِ، رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِى لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لاَتَّبَعَنِىْ-

‘ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। রাসূল (ছাঃ) কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। ওমর (রাঃ) তা পড়তে লাগলেন, এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। তা দেখে আবুবকর (রাঃ) বলে উঠলেন, তুমি একেবারে গুম হয়ে যাও; তুমি নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা দেখতে পাচ্ছ না? ওমর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র ক্রোধ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমরা আল্লাহকে রব মেনে, ইসলামকে দ্বীন মেনে এবং মুহাম্মাদকে নবী মেনে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! যদি তোমাদের মাঝে মূসা আত্মপ্রকাশ করতেন, আর তোমরা তার অনুসরণ করতে আর আমাকে বর্জন করতে তাহ’লে অবশ্যই তোমরা সোজা রাস্তা হারিয়ে ফেলতে। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুঅত পেতেন তাহ’লে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন’।[১৩৬]

এ হাদীছের অনুরূপ অর্থে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) তাওরাতের কিছু অর্থবহ কথাসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি তাওরাতের কিছু অর্থবহ কথা। আমি বনু যুরাইকের আমার এক ভাই থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছি। একথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিগড়ে গেল। তা দেখে স্বপ্নে যিনি আযান দেখেছিলেন সেই আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ কি আপনার বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না? তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা

১৩৬. *দারেমী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১৯৪, সনদ ছহীহ।*

আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন, মুহাম্মাদকে নবী এবং কুরআনকে ইমাম মেনে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কষ্টের সেই আলামত দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! যদি মূসা আজ তোমাদের মাঝে থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে তবে নিশ্চিতই তোমরা চরমভাবে বিপথগামী হ'তে। অন্যান্য উম্মতের মুকাবিলায় তোমরা আমার অংশভুক্ত এবং আমি অন্যান্য নবীদের মুকাবিলায় তোমাদের অংশভুক্ত'।[১৩৭]

এ ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা উপস্থিতদের পক্ষ থেকে শিক্ষকের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে দেখতে পাই। একই সঙ্গে আমরা শিক্ষকের চেহারা বিবর্ণ হওয়া এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপও লক্ষ্য করি। এসব কিছু এক সাথে সংঘটিত হওয়ার ফলে উপদেশ গ্রহীতার মনে তার একটা বড় প্রভাব পড়ে। এখানে পর্যায়ক্রমে আমরা কাজগুলো দেখতে পাচ্ছি।

এক. কোন কথা বলার আগেই নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা রাগে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

দুই. আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) তা লক্ষ্য করে ওমর (রাঃ)-কে সতর্ক করেছেন।

তিন. ওমর (রাঃ) তাঁর ভুল সম্পর্কে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেছেন ও ভুল সংশোধনে দ্রুত এগিয়ে এসেছেন। ভুল যা হয়ে গেছে, সেজন্য নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রোষ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চেয়েছেন এবং ইসলামের মৌল ভিত্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি তুলে ধরেছেন।

চার. ওমর (রাঃ) নিজের ভুল ধরতে পারায় এবং ভুল থেকে ফিরে আসায় নবী করীম (ছাঃ)-এর কপালের ভাঁজ বা রেখাগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পাঁচ. মূল বিষয় হ'ল- নবী করীম (ছাঃ)-এর শরী'আতের অনুসরণ করা ফরয। অন্য কোন ধর্মীয় উৎস থেকে বিধি-বিধান গ্রহণ করা থেকে সতর্ক

---

১৩৭. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৮১০; হায়ছামী বলেছেন, হাদীছটি তাবারানী তার আল-কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আবু আমের আল-কাসিম বিন মুহাম্মাদ আল-আসাদী নামে একজন লোক আছেন। তার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কাউকে আমি পাইনি। আর অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।*

থাকা আবশ্যক। এটাই নবী করীম (ছাঃ)-এর শেষের কথায় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কোন অন্যায় অশোভনীয় কাজ দেখলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাঝে রাগের সঞ্চার হ'ত। তার উদাহরণ ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর হাদীছ। তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) (মসজিদের) কিবলার দিকে কফ পড়ে থাকতে দেখলেন। বিষয়টা তাঁর মনকে এতটাই পীড়া দিল যে, তার আভা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল। তিনি উঠে গিয়ে নিজ হাতে তা আঁচড়িয়ে তুলে ফেললেন, তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে অবশ্যই তার প্রভুর সাথে চুপিসারে কথা বলে। অথবা তার ও কিবলার মাঝে তার রব অবস্থান করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কখনই তার কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। তবে বামদিকে অথবা দু'পায়ের তলায় ফেলতে পারবে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের কোণ তুলে ধরে তাতে থুথু ফেললেন; অতঃপর একাংশের উপর অন্য অংশ চাপা দিয়ে ডললেন এবং বললেন, অথবা এমন করবে'।[১৩৮]

এ রাগ ও ক্ষোভ থেকে ছালাতে থুথু ফেলার নিয়ম জানা গেল। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমাজে বিপর্যয় বা ফাসাদ সৃষ্টিকারী একটি ভুলের কথা জানতে পেরে রাগ প্রকাশ করেছিলেন। ছহীহ বুখারীতে আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ وَاللهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِيْ مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ-

'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ফজর ছালাতে আমাদের নিয়ে দীর্ঘ কিরাআতে ছালাত আদায় করে বিধায় আমি ফজর ছালাতের জামা'আতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকি।

---

১৩৮. *বুখারী হা/৪০৫*।

বর্ণনাকারী বলেন, তার এই কথার ফলে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে এতটা কঠিনভাবে রাগ করতে দেখেছি যে আর কোনদিন তা করতে দেখিনি। পরে তিনি বলছিলেন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে বিরক্তি সৃষ্টিকারী কিছু লোক রয়েছে। তোমাদের যেই ছালাতে ইমামতি করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের (ছালাত আদায়কারী মুক্তাদীদের) মধ্যে বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত অনেকেই থাকে'।[১৩৯]

মাসআলা জিজ্ঞাসাকারীর পালন করা কষ্টকর এমন বিষয়ে প্রশ্ন এবং সংশয়মূলক প্রশ্নের জন্যও উত্তর দাতার রাগ হ'তে পারে। এ সম্পর্কে যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ ضَالَّةُ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ-

'জনৈক বেদুইন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিলে সে সম্পর্কে কি করণীয় তা তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এক বছর ধরে তা প্রচার কর। তারপর তার ছিপি ও রশি সংরক্ষণ কর। তারপর যদি কেউ এসে তোমাকে এগুলো সম্পর্কে বলে তাহ'লে (তাকে তা দিয়ে দেবে) নতুবা তা খরচ করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারানো জিনিসটা যদি ছাগল হয়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের ভাগে পড়বে। সে বলল, যদি হারানো উট হয়? এ কথায় নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, তুমি উট ধরে কি করবে? তার সাথে তো তার পা ও পানীয় রয়েছে, সে পানিতে নেমে পানি পানি করবে এবং গাছ গাছালি খাবে। (এমনি করে তার মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে)'।[১৪০]

---

১৩৯. *বুখারী হা/৭১৫৯।*
১৪০. *বুখারী হা/২৪২৭।*

লক্ষ্যণীয় যে, ভুল সংঘটিত হওয়া কিংবা চোখে পড়া কিংবা কানে আসার সাথে সাথে যদি সংশোধনকারী শিক্ষাদাতার চোখে মুখে তা ফুটে ওঠে তাহ'লে তা ঐ ভুল ও নিষিদ্ধ কথা বা কাজের বিরুদ্ধে তার দিল-জান যে তাজা রয়েছে এবং সে যে এ সবের ক্ষেত্রে নীরব নয়, তারই আলামত বলে গণ্য হবে। এভাবে তাৎক্ষণিক নিষেধে উপস্থিত লোকদের ঐ ভুল সম্পর্কে মনে ভয় জন্মে এবং অন্তরের উপর তার একটি কার্যকরী প্রভাব পড়ে। পক্ষান্তরে 'যুদ্ধ কবে কাল হাম জায়েগা পরশু' প্রবাদের মত বিলম্বিত তালে দেরীতে নিষেধ করলে কিংবা বিষয়টা নিষেধ না করে গোপন রাখলে তাতে আদেশ-নিষেধ তেমন প্রভাব ফেলবে না। অনেক সময় সেসব অন্যায় আমাদের গা সওয়া হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতি আমাদের অনুভূতি শীতল হয়ে পড়বে।

অবশ্য যদি মনে হয়, মানুষ যখন সাধারণত জমা হবে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সমাবেশ করার কথা রয়েছে অথবা এই মুহূর্তে উপদেশ দেওয়ার মত যথেষ্ট লোক নেই পরে লোক জমা হ'লে উপদেশ দেওয়া হবে- তেমন ক্ষেত্রে সংঘটিত নিষিদ্ধ কাজ কিংবা ভয়াবহ কথার তাৎক্ষণিক নিষেধ ও প্রতিবাদ না করে লোকসমাবেশের সময়ও নিষেধ করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে সরাসরি বা সাথে সাথে খাছ বা ব্যক্তিগত আদেশ-নিষেধে যেমন বাধা নেই, তেমনি বিলম্ব করে আমভাবে সকলকে আদেশ-নিষেধ করায়ও অসুবিধা নেই।

এ সম্পর্কে ছহীহ বুখারীতে আবু হুমায়েদ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে (যাকাত আদায়ের) কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। কাজ শেষে ঐ কর্মচারী এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি তাকে বললেন, তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থেকে দেখ না কেন- তোমাকে উপহার দেওয়া হয় কি-না? তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিকালে আছর ছালাতের পর (জনতার উদ্দেশ্যে) ভাষণের জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করলেন, মহান আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন তারপর বললেন, একজন আমিলকে (কর্মচারীকে) আমরা নিয়োগ দেই, তারপর এমন কি অবস্থা ঘটে যে, সে আমাদের কাছে এসে বলে, এগুলো তোমাদের জন্য সংগৃহীত, আর এগুলো আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থেকে দেখুক না কেন- তাকে

উপহার দেওয়া হয় কি-না? যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! যাকাতের সম্পদ থেকে যে কেউ তার কিছুমাত্র আত্মসাৎ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে। যদি সেটা একটা উট হয় তাহ'লে সে তাকে নিয়ে হাযির হবে আর সেটা তার নিজ স্বরে ডাকতে থাকবে। যদি তা গরু হয় তবে যখন সে তা নিয়ে হাযির হবে তখন তা হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে থাকবে। আর যদি ছাগল হয় তবে উপস্থিতকালে তা ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। আমি (তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিলাম। আবু হুমায়েদ (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত এতখানি উঁচু করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্র রঙ দেখতে পাচ্ছিলাম'।[১৪১]

২৬. ভুলকারী থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং এই আশায় বিতর্ক পরিহার করা যে, সে সঠিক পথে ফিরে আসবে :

ইমাম বুখারী আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ. فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعَهُ وَهْوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولُ : (وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে তাঁর ও রাসূল তনয়া ফাতিমা (রাঃ)-এর দরজায় করাঘাত করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা কি ছালাত আদায় করবে না? আলী (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্র হাতে। সুতরাং তিনি যখন আমাদের ঘুম থেকে জাগাতে চাইবেন তখন আমরা জাগব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ভালমন্দ কোন কিছু না বলে পিছন ফিরলেন। তাঁর ফিরে যাওয়ার পথে আলী (রাঃ) তাঁকে উরুদেশে করাঘাত করতে করতে একথা বলতে শুনলেন- 'মানুষ

১৪১. *বুখারী হা/৬৬৩৬।*

সবচেয়ে বেশী বিতর্কপ্রিয়'।[১৪২] আলী (রাঃ)-এর এই বর্ণনার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে।

২৭. ভুলকারীকে তিরষ্কার করা :

হাতেব (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ) এরূপ কারণে তিরস্কার করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের জন্য মুসলমানরা সংকল্প করছে- এমন কথা জানিয়ে হাতেব (রাঃ) কুরাইশ কাফিরদের নিকট একটি পত্র দূত মারফত পাঠিয়েছিলেন। তার এ ভুলের জন্য নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি যা করেছ সেজন্য তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মুমিন বৈ নই। আমার দ্বীন-ধর্মও আমি বদলে ফেলিনি। আমি শুধু এই ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, কুরাইশ গোত্রের প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ থাকুক- যার বদৌলতে মক্কায় আল্লাহ তা'আলা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদকে হেফাযত করবেন। আর সেখানে আপনার অন্যান্য ছাহাবীদের এমন লোক আছেন যাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে সত্য বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভাল বৈ বল না। তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলে উঠলেন, সে আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল এবং মুমিনদের সাথে গাদ্দারি করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই। কিন্তু তিনি বললেন, হে ওমর! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বদর যোদ্ধাদের সম্পর্কে ভাল অবগত আছেন। তাই তো তিনি বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো। তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় ওমর (রাঃ)-এর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত।[১৪৩]

এ ঘটনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যেমন-

১. নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক বড় ভুলকারী একজন ছাহাবীকে 'কি জন্যে তুমি এমন কাজ করলে' বলে ভর্ৎসনা করা।

২. ভুলকারীর ভুলের পেছনে নিহিত কারণ উদঘাটন করা, যাতে তার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

---

১৪২. *বুখারী হা/৭৩৪৭।*
১৪৩. *বুখারী হা/৬২৫৯, ৩৯৮৩।*

৩. মহাজন ও অগ্রস্থানীয় লোকেরাও বড় বড় পাপ থেকে মুক্ত নন।

৪. প্রশিক্ষণদাতা বা অভিভাবকের মন প্রশস্ত হওয়া উচিত। তাতে করে তিনি তার সাথীদের ভুল-ভ্রান্তি মেনে নিয়ে চলতে পারেন। সঙ্গীরাও তাঁর থেকে সমান আচরণ লাভ করতে পারে। মোটের উপর উদ্দেশ্য তো তাদের সংশোধন, তাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়।

৫. প্রশিক্ষণদাতা বা অভিভাবকের সাথী যারা থাকে তাদের মানবীয় দুর্বলতাকে হিসাবে নেওয়া উচিত। কখনো কখনো কিছু বড় মাপের লোকদের থেকে বড়সড় কোন ভুল কিংবা কদাচার হয়ে গেলে তা ধর্তব্যের মধ্যে না আনা ভাল।

৬. ভুলকারীদের মধ্যে যিনি নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য তাকে নিরাপত্তা দেওয়া।

৭. ভুলকারীর যখন পূর্বেকার ভাল ভাল কাজ থাকবে তখন তার ভুল-ভ্রান্তির সাথে সেগুলোরও হিসাব রাখা এবং তদনুযায়ী তার অবস্থান নির্ণয় করা।

২৮. ভুলকারীকে কটু কথা বলা :

চোখের সামনে স্পষ্ট অপরাধ দেখে চুপ থাকা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অপরাধীকে ভর্ৎসনা করা একান্ত কর্তব্য। যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে আমি আমার অংশে একটি বয়স্ক উট পেয়েছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খুমুস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) থেকে আমাকে একটি বড় উট দিয়েছিলেন। তারপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-এর সঙ্গে বাসর শয্যা রচনার পরিকল্পনা করলাম তখন আমি বনু কায়নুকা গোত্রীয় একজন স্বর্ণকারের সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হ'লাম যে, সে আমার সাথে যাবে। আমরা ইযখির ঘাস এনে স্বর্ণকারদের কাছে বেচব এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমার বিয়ের ওয়ালীমার কাজে লাগাব। এজন্যে আমি আমার উট দু'টোর হাওদা, বস্তা, রশি ইত্যাদি সরঞ্জাম যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার উট দু'টো তখন এক আনছার ছাহাবীর কুঁড়েঘরের পাশে বসা অবস্থায় ছিল। যা কিছু আমার সংগ্রহ করার ছিল তা সংগ্রহ করে আমি যখন ফিরে এলাম তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার উট দু'টোর চুঁট কেটে ফেলা হয়েছে এবং ওদের বুক চিরে কলিজা বের করে

নেওয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আর আমার চোখের পানি সামলাতে পারলাম না। আমি বললাম, এ কাজ কে করেছে? লোকেরা বলল, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব। সে এখন এই বাড়িতে আনছারদের একদল নেশাখোরের সাথে আছে। আমি সোজা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে চলে গেলাম, তাঁর কাছে তখন যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) আমার চেহারা দেখেই আমার কষ্টের কথা বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজকের মত ঘটনার মুখোমুখি আর কখনো হইনি। হামযা আমার উট দু'টোর উপর চড়াও হয়ে তাদের চুঁট কেটে ফেলেছ এবং ওদের বুক চিরে দু'ভাগ করে দিয়েছে। এখন সে অমুক বাড়িতে আছে, আর তার সাথে আছে একদল নেশাখোর। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর চাদর চেয়ে নিলেন এবং হেঁটে রওয়ানা দিলেন। আমি ও যায়েদ তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি ঐ বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন যেখানে হামযা (রাঃ) ছিলেন। তিনি বাড়ীতে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। তারা অনমুতি দিল। ঢুকেই তিনি নেশাখোরদের মুখোমুখি হ'লেন। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হামযা যে কাজ করেছেন সেজন্য তাকে গালমন্দ করতে লাগলেন। এদিকে হামযার নেশা চড়ে গিয়েছিল। তার চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠেছিল। এবার হামযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে (কটমট করে) তাকালেন আর নযর চড়াতে লাগলেন। প্রথমে তিনি তাঁর হাঁটুর দিকে তাকালেন, তারপর নযর উঠিয়ে নাভির দিকে তাকালেন, তারপর নযর উঠিয়ে তাঁর চেহারার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর হামযা বললেন, তুমি আমার পিতার দাস ছিলে না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বুঝতে পারলেন, তাকে নেশায় পেয়ে বসেছে। তিনি পিছু হটে এলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম।[১৪৪]

২৯. ভুলকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া :

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হুমায়েদ হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ও আমার জনৈক বন্ধু এক সাথে ছিলাম, এমন সময় ওয়ালীদ আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা দু'জন আমার থেকে বয়সে বেশী যুবক, হাদীছও আমার থেকে বেশী স্মরণ রাখতে পার, কাজেই চল যাই। এই বলে

---

১৪৪. *বুখারী হা/৩০৯১। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার। দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/৩০৯১-এর আলোচনা দ্রঃ, ৬/২০১।*

সে আমাদেরকে বিশর বিন আছেমের নিকট নিয়ে গেল। তখন আবুল আলিয়া নামক একজন বলল, তুমি এ দু'জনকে হাদীছ শোনাও। সে বলল, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন উকবা বিন মালিক। তিনি বলেছেন আবুন নযর আল-লায়ছী থেকে, তিনি বলেছেন, বাহয (রাঃ) থেকে। বাহয আবুন নযরের গোত্রের লোক। তিনি (বাহয) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ছাহাবীর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা এক গোত্রকে আক্রমণ করে। ঐ গোত্রের একজন লোক দৌড়ে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে সেনাদলের একজন তলোয়ার উঁচিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করল। তখন ঐ পলায়নপর লোকটি বলল, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম। কিন্তু তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করল। একথা রাসূল (ছাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি তার সম্পর্কে খুব কঠিন একটা কথা বলেন। সে কথা হত্যাকারীর কানে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদের মাঝে খুৎবা দিচ্ছিলেন তখন ঐ হত্যাকারী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহ্র কসম! ঐ লোকটা যা বলেছিল তা কেবল হত্যা থেকে বাঁচার জন্যই বলেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ও তার দিকের সকল লোকের থেকে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং খুৎবা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ঐ লোকটা যা বলেছিল তা কেবল হত্যা থেকে বাঁচার জন্যই বলেছিল। কিন্তু এবারও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ও তার দিকের সকল লোক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং খুৎবা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এবার আর লোকটার সহ্য হ'ল না। তৃতীয়বার সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্র কসম! সে হত্যার হাত থেকে বাঁচার জন্যই উক্ত কথা বলেছিল। এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখমণ্ডলে বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে তিনবার বললেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 'নিশ্চয়ই মহামহিম আল্লাহ তা'আলা মুমিনের হত্যাকারীকে অপসন্দ করেন'।[১৪৫]

নাসাঈ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন যে, أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ

১৪৫. *মুসনাদে আহমাদ ৫/২৮৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৯-এর আলোচনা, ২/১৮৮*।

فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : إِنَّكَ جِئْتَنِى وَفِى يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ– 'নাজরান থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল। তার আঙ্গুলে একটা সোনার আংটি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তোমার হাতে জাহান্নামের একটা অঙ্গার নিয়ে তুমি আমার কাছে এসেছ'।[১৪৬]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে এর চাইতেও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল। তার হাতে একটা সোনার আংটি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি তাকে কোন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়টা তাকে বর্ণনা করল। স্ত্রী তাকে বলল, নিশ্চয়ই তোমার গুরুতর কিছু হয়েছে। সুতরাং তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে যাও। সে তাঁর কাছে ফিরে এল। তার সেই আংটি আর গায়ের জুব্বা সে খুলে ফেলল। অতঃপর তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিলে সে তাঁর নিকট ঢুকে তাঁকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিলেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইতিপূর্বে আমি আপনার কাছে আসলে আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তখন তোমার হাতে জাহান্নামের একটা অঙ্গার পরে এসেছিলে। লোকটা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), এখন তো আমি অনেক অঙ্গার নিয়ে এসেছি। সে বাহরাইন থেকে অনেক অলঙ্কার সাথে করে এনেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যা এনেছ তা আমাদের কোনই কাজে লাগবে না; কেবল হাররার পাথর যা কিছু কাজে লাগবে। তবে এ সবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যপণ্য। এবার লোকটা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), আপনি আপনার ছাহাবীদের মাঝে আমার পক্ষ থেকে ওযর তুলে ধরুন- যাতে তারা ধারণা না করে যে, আপনি কোন বিষয়ে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ওযর তুলে ধরলেন এবং তার থেকে কি ঘটেছে তা জানিয়ে দিলেন। তা ঘটেছিল সোনার আংটি পরাকে কেন্দ্র করে।[১৪৭]

---

১৪৬. *নাসাঈ হা/৫১৮৮, সনদ ছহীহ।*

১৪৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫১৮, আহমাদ শাকের এর সনদ ছহীহ বলেছেন।*

৩০. ভুলকারীকে বয়কট করা :

ভুল দূরীকরণে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক গৃহীত এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। বিশেষ করে যদি ভুলের মাত্রা হয় বড় মাপের। এ বয়কট ও একঘরে অবস্থা ভুলকারীর মনে চরমভাবে রেখাপাত করে। এর উদাহরণ কা'ব বিন মালিক ও তার দুই সাথীর ঘটনা। তারা তিন জন তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলিম সমাজ কর্তৃক বয়কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাবুক যুদ্ধ ছিল তৎকালীন পরাশক্তি রোমকদের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের জনবল অর্থবল উভয়ই কম ছিল। তাই সঙ্গত কারণ ছাড়া সকল সক্ষম পুরুষের যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু মুনাফিকরা ইচ্ছে করেই এ যুদ্ধে যোগ দেয়নি। যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় ফিরে এলে তারা নানা অজুহাত ও কারণ দেখিয়ে মুক্তির আবদার করে। যদিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাদের কথা আগেই অহি-র মাধ্যমে জানান হয়েছিল। তবুও তাদের মাফ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কা'ব বিন মালিক ও তার দুই সাথী মুনাফিকদের মত অজুহাত না দেখিয়ে বলেন, তারা ইচ্ছে করেই যুদ্ধে যাননি।

নবী করীম (ছাঃ)ও নিশ্চিত হন যে তাদের যুদ্ধে যোগদান না করার সঙ্গত কোন কারণ ছিল না এবং কা'ব (রাঃ) নিজেও তা স্বীকার করেন।

কা'ব (রাঃ) নিজে বলেছেন, যারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে বসেছিল তাদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথা বলতে নিষেধ করে দেন। লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলতে থাকে। তাদের আচরণ আমাদের জন্য একেবারে পাল্টে যায়। এমনকি আমার মনে হ'তে থাকে এ ভূমি আমার অপরিচিত। এ যেন আমার চেনাজানা সেই দেশ নয়। এভাবে আমাদের পঞ্চাশ রাত কেটে যায়। আমার দুই সাথী খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং ঘরে বসে কাঁদতে থাকে। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে তুলনামূলক যুবক, শরীরেও ছিল বলশক্তি বেশী। তাই আমি বাড়ীর বাইরে বের হ'তাম, মুসলমানদের সাথে ছালাতের জামা'আতে শরীক হ'তাম, বাজারেও ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে, তাঁকে সালাম দিতাম, তিনি যখন ছালাত শেষে তাঁর জায়গায় অবস্থান করতেন তখন আমি সালাম দিতাম। আমি লক্ষ্য করতাম যে, আমার সালামের উত্তর দিতে তাঁর ঠোঁট দু'টো নড়ে কি-না।

আবার আমি তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতাম, আর চুরি করে তাকাতাম। যেই আমি আমার ছালাতে মন দিতাম অমনি তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করতেন। আবার যেই আমি আড় চোখে তাঁর দিকে তাকাতাম অমনি তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে মানুষের বৈরী আচরণ যখন দীর্ঘায়িত হ'তে থাকে তখন একদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে আমার চাচাত ভাই ও সবচেয়ে প্রিয়ভাজন মানুষ আবু কাতাদার খেজুর বাগানের প্রাচীর বেয়ে তার কাছে উপস্থিত হই এবং সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সে আমার সালামের উত্তর দিল না। তখন আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? কিন্তু সে চুপ করে থাকল। আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে চুপ করে থাকল। আবারও আমি তাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এবার সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। এ কথায় আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। প্রাচীর বেয়ে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম... এভাবে কা'ব (রাঃ) তাঁর ঘটনার শেষ পর্যায়ে বলেন, এমনি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা নিষেধের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হ'ল। পঞ্চাশতম রাতের সকালে আমি ফজর ছালাত আদায় করে আমাদের একটা ঘরের চালে উঠে বসে ছিলাম। আল্লাহ পাক কুরআনে যেমন বলেছেন, তেমন করেই আমার জন্য আমার জীবন সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। আমার দুশ্চিন্তা মগ্ন অবস্থাতেই আমি সালা' (سَلْعٍ) পাহাড়ের শিখর থেকে একজন চিৎকারকারীকে তার স্বরে বলতে শুনলাম, হে কা'ব বিন মালিক! সুসংবাদ শোন।[১৪৮]

এ ঘটনার মধ্যে অনেক ফায়েদা ও শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে, যা হাতছাড়া করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আলেমরা ঘটনাটির ব্যাখ্যাবলী যা তাদের বই-পুস্তকে লিখেছেন তা থেকে সেসব ফায়েদা ও শিক্ষা জানা সম্ভব। যেমন 'যাদুল মা'আদ' ও 'ফাৎহুল বারী'।

বয়কটের এই পদ্ধতি নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক অবলম্বনের পেছনের কারণ তিরমিযী (রহঃ) কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদীছ থেকেও মেলে।

---

১৪৮. *বুখারী হা/৪৪১৮।*

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْكَذِبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِى نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. 'মিথ্যা থেকে অধিক ঘৃণিত আর কোন চারিত্রিক আচরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ছিল না। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কোন ব্যক্তি মিথ্যা বললে সে মিথ্যা অনুক্ষণ তাঁর অন্তরে গেঁথে থাকত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পারেন যে লোকটি তওবা করেছে'।[১৪৯]

আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, فَمَا يَزَالُ فِى نَفْسِهِ عَلَيْهِ 'মিথ্যুকের বিরুদ্ধে অনুক্ষণ তাঁর অন্তরে'...।[১৫০] আরেক বর্ণনায় আছে, وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن (قد) أحدث توبة 'তাঁর ছাহাবীদের কারো থেকে যদি তিনি মিথ্যা কিছু জানতে পারতেন তাহ'লে তাঁর মনটা তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে পড়ত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পেতেন যে, সে তওবা করেছে'।[১৫১] আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি যদি তাঁর পরিবারভুক্ত কাউকে মিথ্যা বলার কথা জানতে পারতেন তাহ'লে তার ঐ মিথ্যা থেকে তওবা করার কথা না জানা পর্যন্ত তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন।[১৫২]

পূর্ববর্তী বর্ণনাগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ভুলকারীর নিজের ভুল থেকে ফিরে না দাঁড়ানো পর্যন্ত তার মুখ ফিরিয়ে থাকা ও সংস্রব বর্জন করা একটি উপকারী শিক্ষণীয় পদ্ধতি। তবে এ পদ্ধতিকে উপকারী করতে হ'লে অবশ্যই যার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে তথা যাকে বয়কট করা হয়েছে তার মনে বয়কটকারী ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন থাকতে হবে। নচেৎ এতে কোন ইতিবাচক ফল না ফলে বরং বয়কটকৃত লোকটার মনে হবে, ওরা আমাকে ত্যাগ করেছে। সেজন্য আমি বেঁচে গেছি।

---

১৪৯. *তিরমিযী হা/১৯৭৩; ছহীহ তারগীব হা/২৯৪১।*
১৫০. *মুসনাদে আহমাদ ৬/১৫২, হা/২৫২২৪, সনদ ছহীহ।*
১৫১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৫২।*
১৫২. *হাকেম; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭৫।*

৩১. ঘাড়তেড়া ভুলকারীর বিরুদ্ধে বদদো'আ :

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ. قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ. مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ 'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে বাম হাত দিয়ে খাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, তুমি যেন আর না পারো। অহংকারবশতঃ সে ডান হাত ব্যবহার করত না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে সে তার ডান হাত আর মুখ পর্যন্ত তুলতে পারত না'।[১৫৩]

আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে, ইয়াস বিন সালামা ইবনুল আকওয়া হ'তে বর্ণিত, তার পিতা তার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

يَقُولُ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ رَاعِى الْعِيرِ أَبْصَرَهُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ. فَقَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ. فَقَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ. قَالَ فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمِهِ بَعْدُ-

'বুসর বিন রা'ঈ আল-ঈর নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাত দিয়ে খেতে দেখতে পেলেন। এ সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে খাও। সে বলল, আমি পারি না। তিনি বললেন, তুমি যেন তা আর না পার। বর্ণনাকারী সালামা (রাঃ) বলেন, এরপর থেকে সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত আর তুলতে পারত না'।[১৫৪]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছ থেকে বিনা ওযরে যে শরী'আতের বিধান লংঘন করে তার বিরুদ্ধে বদদো'আর বৈধতা মেলে। এতে আরো বুঝা যায় যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সর্বাবস্থাতেই করতে হবে- এমনকি খাওয়ার সময়েও।

---

১৫৩. *মুসলিম হা/২০২১।*

১৫৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৫৪৬; দারেমী হা/২০৩২, সনদ ছহীহ।*

৩২. ভুলকারীর প্রতি করুণাবশত কিছু ভুল ধরা এবং কিছু ভুল উপেক্ষা করা, যাতে ইশারা-ইঙ্গিতে পুরো ভুলটা উপলব্ধিতে আসে :

সূরা আত-তাহরীমের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ–

'যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একান্ত চুপিসারে কিছু কথা বললেন এবং সে তা (অন্যের নিকট) প্রকাশ করে দিল, আর আল্লাহ তাঁকে (অহি-র মাধ্যমে) বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি কিছু কথা গোপনীয়তা প্রকাশকারী স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন এবং কিছু কথা এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি যখন তাকে (গোপনীয়তা প্রকাশকারী স্ত্রীকে) কিছু কথা জানালেন তখন সে বলল, আপনাকে এ খবরটা কে জানালো? তিনি বললেন, আমাকে (আল্লাহ) জানিয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন' (*তাহরীম ৬৬/৩*)।

আল-কাসেমী (রহঃ) 'মাহাসিনুত তাবীল' গ্রন্থে বলেছেন, (وإذ أسرّ النبي) 'যখন নবী একান্ত চুপিসারে বললেন' অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) (إلى بعض أزواجه) তার একজন স্ত্রীর কাছে, তিনি হাফছাহ (রাঃ)-কে (حديثا) একটি কথা বলেন তাহ'ল তাঁর দাসীকে হারাম করার কথা, অথবা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য হালাল করেছেন এমন কোন কিছু তাঁর নিজের উপর তিনি হারাম করে নিয়েছিলেন। (فلما نبأت به) অতঃপর সে যখন তা বলেছিল অর্থাৎ সেই গোপন কথা তার সতীন আয়েশা (রাঃ)-কে বলে দিল। (وأظهره الله عليه) আল্লাহ তা তাঁর নিকট তুলে ধরলেন অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার বিষয় তাঁকে জানিয়ে দিলেন। (عرّف بعضه) তিনি কিছু জানালেন অর্থাৎ তার প্রকাশ করে দেওয়া কথার কিছু তাকে জানালেন তিরস্কার করার সূত্রে (وأعرض عن بعض) এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন অর্থাৎ কিছু কথা উপেক্ষা করলেন দয়াবশত।

'আল-ইকলীল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে যে, অন্তরঙ্গ নির্ভরযোগ্য যেমন স্ত্রী, বন্ধু এমন কারো নিকট কোন কথা গোপন রাখায় কোন দোষ নেই। এতে আরো রয়েছে যে, স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে মিলেমিশে বাস করতে হবে। তিরস্কার করতে হবে কোমল কণ্ঠে এবং অপরাধের গভীর পর্যন্ত অনুসন্ধানে নামা যাবে না।[১৫৫] হাসান বাছরী বলেছেন, কোন ভদ্রলোক কখনো অপরাধের শিকড় সন্ধান করে না। সুফইয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, অপরাধ উপেক্ষা করা ভদ্রলোকদের কাজ।

৩৩. মুসলিমকে তার ভুল সংশোধনে সহযোগিতা করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হ'ল? সে বলল, ছিয়াম পালনরত অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার কি একটা দাস মুক্ত করার সামর্থ্য আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তুমি এক নাগাড়ে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে কি ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) থেমে গেলেন। আমরা ঐ অবস্থায় থাকতে থাকতেই নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর এল। তিনি বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোয়ায়? সে বলল, এই যে আমি। তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে দান করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার থেকেও কি দরিদ্র শ্রেণীর উপরে? আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই পাথুরে প্রান্তের মাঝে আমার পরিবার থেকে অধিক দরিদ্র আর কোন পরিবার নেই। তার কথায় নবী করীম (ছাঃ) এতটাই হেসে উঠলেন যে, তাঁর চোখা দাঁতগুলো বের হয়ে পড়ল। তারপর তিনি বললেন, তোমার পরিবারকেই খেতে দাও'।[১৫৬]

আহমাদের বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ فَارِعِ أُجُمِ حَسَّانَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ احْتَرَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ مَا شَأْنُكَ. قَالَ وَقَعْتُ عَلَى

---

১৫৫. *জামালুদ্দীন কাসেমী, মাহাসিনুত তাবীল* ১৬/২২২।
১৫৬. *বুখারী হা/*১৯৩৬।

امْرَأَتِى وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَتْ وَذَاكَ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اجْلِسْ. فَجَلَسَ فِى نَاحِيَةِ الْقَوْمِ فَأَتَى رَجُلٌ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ غِرَارَةٌ فِيهَا تَمْرٌ قَالَ هَذِهِ صَدَقَتِى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفاً. فَقَالَ هَا هُوَ ذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ وَأَيْنَ الصَّدَقَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ عَلَىَّ وَلِى فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ أَنَا وَعِيَالِى شَيْئاً. قَالَ فَخُذْهَا فَأَخَذَهَا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসসান (রাঃ)-এর কেল্লার চিলেকোঠার ছায়ায় বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জ্বলেপুড়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনা ঘটেছিল রামাযান মাসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি বস। সে মজলিসের এক প্রান্তে গিয়ে বসল। তখন একটি গাধা নিয়ে এক লোক উপস্থিত হ'ল। তার পিঠে একটি বস্তা ছিল, যাতে ছিল খেজুর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আমার যাকাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, জ্বলেপুড়ে যাওয়া লোকটি কোথায়? সে বলল, এই যে আমি এখানে, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, এই বস্তাটা নাও এবং দান করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উপরই দান আবশ্যক, আবার আমাকে ছাড়া আর কোথায় কাকে দান করব? যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি ও আমার পরিবারের হাতে কিছু মাত্র নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমিই নাও। অতঃপর সে তা নিয়ে গেল'।[১৫৭]

৩৪. ভুলকারীর সাথে সাক্ষাৎ এবং আলোচনার জন্য তার সাথে বৈঠক :

ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমার পিতা এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দেন। তিনি তার পুত্রবধুকে দেখতে আসতেন আর তার স্বামী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতেন। বউমা তাকে বলত, সে কতই না একজন ভাল পুরুষ! আমার তার কাছে আসা অবধি না সে আমাদের বিছানায় পা রেখেছে, না আমাদের

১৫৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৪০২, হাদীছ ছহীহ।*

দেহের কোন দিক তালাশ করে দেখেছে। যখন বিষয়টি তার কাছে দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে বল। পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, তুমি কিভাবে ছিয়াম পালন কর? আমি বললাম, প্রতিদিন। তিনি বললেন, কিভাবে কুরআন খতম কর? আমি বললাম, প্রতিরাতে। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখ এবং প্রতিমাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমি তা থেকে বেশী সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহ'লে সপ্তাহে তিন দিন ছিয়াম পালন কর। আমি বললাম, আমি তার থেকেও বেশী পারব। তিনি বললেন, একদিন ছিয়াম পালন কর, মাঝে দু'দিন বন্ধ রাখ। আমি বললাম, আমি তার থেকেও বেশী পারব। তিনি বললেন, তুমি উত্তম ছিয়াম দাঊদের ছিয়াম পালন কর। তা হ'ল একদিন ছিয়াম পালন পরদিন ছিয়াম ভঙ্গ। আর প্রতি সাত রাতে একবার কুরআন পড়া শেষ কর। আফসোস! আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম। কেননা আমি এখন বয়স্ক ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। ফলশ্রুতিতে তিনি তার পরিবারের কোন একজন সদস্যকে দিনের বেলায় কুরআনের এক-সপ্তমাংশ পড়ে শুনাতেন, আবার যাকে তিনি শুনাতেন সেও ঐ পরিমাণ তাকে শুনাত। এভাবে রাতের কষ্ট তার জন্য লাঘব হ'ত। আবার যখন তিনি দৈহিক বল বৃদ্ধির ইচ্ছে করতেন তখন কিছুদিন ছিয়াম পালন বন্ধ রাখতেন, তার হিসাবও রাখতেন। পরে সমপরিমাণ ছিয়াম (লাগাতার) পালন করতেন। যে আমলের উপর রেখে নবী করীম (ছাঃ) তার থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তার কিছুমাত্র ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় হওয়ার কারণে তিনি এভাবে করে ঠিক রাখতেন।[১৫৮]

আহমাদের বর্ণনায় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা কুরাইশ বংশীয় একটি মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু ছিয়াম ও ছালাতের মত ইবাদতে আমার খুব সামর্থ্য ও আগ্রহ ছিল, তাই তার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি আমি তাকে আতঙ্কিত করিনি। আমর বিন আছ (রাঃ) তার বউমাকে দেখতে এসে বলল, তোমার স্বামীকে কেমন পেলে? সে বলল, খুব ভাল পুরুষ অথবা খুব ভাল স্বামী। সে আমাদের দেহের কোন দিক খুঁজে দেখেনি এবং

---

১৫৮. *বুখারী হা/৫০৫২*।

আমাদের বিছানার সাথেও তার পরিচয় ঘটেনি। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে গালাগালি করলেন এবং কথা দিয়ে আঘাত করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কুরাইশদের একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সাথে বিয়ে দিলাম আর তুমি কি-না তার সঙ্গে স্বামীসুলভ ব্যবহারই করলে না? তুমি তার সাথে এমন এমন করলে? তারপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে তাঁর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট এলে তিনি বললেন, তুমি কি দিনে ছিয়াম পালন কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিন্তু আমি ছিয়াম পালন করি, ছিয়াম বন্ধ রাখি, ছালাত আদায় করি, ঘুমাই, স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিমুখতা দেখাবে সে আমার দলভুক্ত থাকবে না। তিনি বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন শেষ কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও কম সময়ে শেষ করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহ'লে প্রতি দশ দিনে একবার পড়। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও কম সময়ে শেষ করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহ'লে তিন দিনে একবার পড়া শেষ কর। তারপর তিনি বললেন, তুমি প্রতিমাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। আমি বললাম, আমি তার থেকেও বেশী সামর্থ্য রাখি। তিনি আমাকে বাড়াতে বাড়াতে শেষ পর্যন্ত বললেন, একদিন ছিয়াম পালন কর, পরদিন ভঙ্গ কর। এটাই উত্তম ছিয়াম। আমার ভাই দাঊদ (আঃ) এভাবে ছিয়াম পালন করতেন। হুছাইন তার বর্ণনায় বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মধ্যে একটা তেজীভাব থাকে, আর প্রত্যেক তেজীভাবের সাথে একটা অবসাদ জড়িয়ে থাকে। এই অবসাদ তাকে পরবর্তীতে হয় সুন্নাতের দিকে নিয়ে যায় অথবা বিদ'আতের দিকে নিয়ে যায়। যার অবসাদ তাকে সুন্নাতের দিকে নিল সে তো আল্লাহ্র পথ পেয়ে গেল। আর যার অবসাদ তাকে অন্য দিকে নিল সে ধ্বংস হয়ে গেল।

মুজাহিদ বলেন, পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর যখন দুর্বল ও বয়স্ক হয়ে পড়লেন তখন মাঝে বাদ না দিয়ে কয়েকদিন ধরে ছিয়াম পালন করতেন। তারপর হিসাব অনুযায়ী ক'দিন ছিয়াম বন্ধ রাখতেন, আর এভাবে তিনি দেহের শক্তি সঞ্চয় করতেন। আর কুরআন পাঠের ভাগও তিনি কম বেশী করতেন। তবে তিনি সংখ্যা ঠিক রাখতেন। হয় সাত দিনে, নয় তিন দিনে খতম করতেন। এ সময় তিনি বলতেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেওয়া

ছাড় গ্রহণ করতাম তাহ'লে সেটাই হ'ত আমার জন্য তার বিনিময়ে দেয় যে কোন কিছুর থেকে প্রিয়। কিন্তু আমি তাঁর মৃত্যুকালে যে আমলের উপর তাঁকে বিদায় জানিয়েছি তার ব্যতিক্রম করে অন্য কিছু করা আমার অপসন্দ।[১৫৯]

ঘটনার ফায়েদাসমূহ :

নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক বৈবাহিক সমস্যার কারণ উদঘাটন। বেশী বেশী ইবাদতে মশগূল থাকার ফলে স্ত্রীর হক আদায়ের সুযোগ না পাওয়া। এখানেই হয়েছে ত্রুটি।

'প্রত্যেক হকদারের হক দিয়ে দাও' এই সূত্র ও নীতি সৎকাজে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে শিক্ষার্থী পড়ায় বেশীমাত্রায় মশগূল, যে দাঈ (ইসলাম প্রচারক) প্রচার কাজে ডুবে থাকে তার বা তাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অভিযোগ খুবই স্বাভাবিক। এটার উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন সৎকাজ প্রতিপালনে মাত্রাজ্ঞানের অভাব এবং হকদারদের জন্য সময় বণ্টন না করার কারণে। সুতরাং পড়ুয়ার পড়ার সময় এবং দাঈর দাওয়াতের কাজ একটু কমিয়ে ঘর গৃহস্থালি, স্ত্রী ও সন্তানাদির দেখভাল করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ করায় কোন সমস্যা নেই। পরিবারের সদস্যদের সংশোধন, একত্রে বসবাস ও তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দানে সময় ব্যয় একান্ত যরূরীও বটে।

৩৫. ভুলকারীর মুখের উপর তার অবস্থা ও ভুলের কথা বলে দেওয়া :

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِى إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى أَسَابَبْتَ فُلاَنًا. قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ. قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِى هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ-

১৫৯. *আহমাদ হা/৬৪৭৭, সনদ ছহীহ।*

'আমার ও এক ব্যক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তার মা ছিল অনারব। আমি তার প্রসঙ্গ তুলে গালি দেই। সে আমার কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করে। তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তার মায়ের নামে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন একজন লোক, যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিরাজ করছে। আমি বললাম, আমার এই বুড়ো বয়সেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা (দাসরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাইকে আল্লাহ তা'আলা তার অধীন করে দিয়েছেন সে নিজে যা খায় তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয়, সে নিজে যা পরে তাকে তা থেকে পরতে দেয়। তাকে এমন কাজের দায়িত্ব না চাপায় যা সে করতে সমর্থ নয়। যদি তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ চাপায় তাহ'লে যেন তাকে সাহায্য করে'।[১৬০]

ছহীহ মুসলিমে আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমার ও আমাদের ভাইদের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তার মা ছিল অনারব। ফলে আমি তার মাকে তুলে তাকে অপমান করি। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি এমন একজন লোক যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিরাজ করছে। আমি বললাম, এটা তো নিয়ম যে, যে ব্যক্তি লোকেদের গালি দিবে তারাও তার বাপ-মা তুলে গালি দিবে। তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি এমন একজন লোক যার মধ্যে জাহিলিয়াত বিরাজ করছে। তারা (দাসরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যা খাও তাদেরকে তা থেকে খেতে দাও, আর তোমরা যা পর তাদেরকে তা থেকে পরতে দাও। তাদেরকে এমন কাজের দায়িত্ব দিও না যা তাদের সাধ্যে কুলাবে না। যদি দায়িত্ব দাও তাহ'লে তাদের সাহায্য করো'।[১৬১]

নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক এভাবে আবু যার (রাঃ)-এর মুখের উপরে ভুলের কথা খোলামেলা বলে দেওয়া এজন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি জানতেন,

---

১৬০. *বুখারী হা/৬০৫০*।

১৬১. *মুসলিম হা/১৬৬১*।

আবু যার (রাঃ) এভাবে বলায় অসন্তুষ্ট হবেন না বরং তা মেনে নিবেন। মুখের উপরে বলা বা নিষেধ করা পদ্ধতি হিসাবে বেশ উপকারী। এতে সময় কম লাগে, চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় এবং উদ্দেশ্য সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এভাবে সরাসরি বলা স্থান, কাল, পাত্র বুঝে বলতে হবে।

সরাসরি বলার কারণে বড় কোন অনিষ্ট দেখা দেওয়া কিংবা ভাল কোন সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ভয় দেখা দিলে এরূপ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন ভুলকারী যদি কোন পদস্থ ব্যক্তি হন, আর তিনি এভাবে বলা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকেন কিংবা এরূপ বলায় তিনি (ভুলকারী) কঠিন সঙ্কটে পড়বেন অথবা ভুলকারী একজন অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ মানুষ হন এবং প্রকাশ্যে বলায় তিনি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান, তখন সরাসরি মুখের উপর বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩৬. ভুলকারীকে জেরা করা :

ভুলকারীর মাথা নত করে দেওয়া। ভুলকারীকে ভুলের উপর অনবরত জেরা করা ভাল। এরূপ জেরার ফলে তার অন্তর্দৃষ্টির উপর যে আবরণ জমা হয়ে পর্দা পড়ে থাকে তা দূরীভূত হওয়ায় সে সত্য ও সোজাপথে ফিরে আসতে পারে। এর উদাহরণ তাবারাণী কর্তৃক ‘আল-মু‘জামুল কাবীর’ গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি হাদীছ।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ غُلاَمًا شَابًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزِّنَا، فَصَاحَ النَّاسُ فَقَالَ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقِرُّوهُ ادْنُ، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ

لِعَمَّاتِهِمْ؟ أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ النَّاسُ لاَ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ : اللهُمَّ كَفِّرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ-

‘এক যুবক গোলাম এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। তার কথা শুনে লোকেরা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা চুপ কর এবং তাকে জায়গা দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন, কাছে এস, সে কাছে আসতে আসতে একেবারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে গিয়ে বসল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্য যেনা করা ভাল মনে কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, অনুরূপভাবে সকল লোকই তাদের মায়ের জন্য এ কাজ ভাল মনে করে না। তোমার মেয়ের জন্য কি তা ভালবাস? সে বলল, না। তিনি বললেন, এমনিভাবে সকলেই তাদের মেয়েদের সাথে এ কাজ ভালবাসে না। তোমার বোনের জন্য কি তুমি এটা পসন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, একইভাবে কোন লোকই তাদের বোনদের জন্য তা পসন্দ করে না। তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য এ কাজ ভালবাস? সে বলল, না। তিনি বললেন, অনুরূপভাবে সকল লোকই তাদের ফুফুদের জন্য এটা ভালবাসে না। তুমি কি তোমার খালার জন্য এটা পসন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, একইভাবে সকল লোকই তাদের খালাদের সাথে তা পসন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত তার বুকের উপর রেখে বললেন, হে আল্লাহ! তার পাপ মোচন করে দাও, তার কলব পবিত্র করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত কর’।[১৬২]

৩৭. ভুলকারীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তার খোঁড়া অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় :

ভুলকারীরা অনেক সময় নিজেদের নির্দোষ যাহির করার জন্য অগ্রহণযোগ্য নানা খোঁড়া অজুহাত পেশ করে। বিশেষ করে তাদের ভুল হঠাৎ করে মানুষের চোখে ধরা পড়ে এবং তারাও প্রথম প্রথম এ কাজ করতে চায়। জেরার জবাবে তাদের কেউ কেউ তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিতে গিয়ে খোঁড়া অজুহাত তুলে ধরে। যারা তাদের দোষ ঢাকার জন্য মিথ্যা ভালভাবে রপ্ত

১৬২. *ত্বাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৭৬৭৯, ৭৭৫৯;* ছহীহাহ হা/৩৭০।

করতে পারেনি তাদের বেলায় এমনটা বিশেষতঃ ঘটে। তাহ'লে একজন প্রশিক্ষক যখন এমন কোন ভুলকারীকে হাতে পাবে তখন তার সাথে কেমন আচরণ করবে? নিম্নে বর্ণিত ঘটনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

খাওয়াত্ব বিন জুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে মক্কার সন্নিকটস্থ 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে ডেরা ফেললাম। তারপর আমার তাঁবু থেকে বের হয়ে হঠাৎই দেখলাম কিছু মহিলা বসে গল্পগুজব করছে। আমায় দেখে খুব পসন্দ হ'ল। আমি তাঁবুতে ফিরে এসে আমার কাপড়ের ব্যাগ বের করলাম। তারপর কাপড়ের ব্যাগ থেকে এক সেট কাপড় নিয়ে পরলাম এবং ওখানে গিয়ে তাদের সাথে বসলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেরিয়ে এসে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! অর্থাৎ তিনি ঐ অনাত্মীয় মহিলাদের সাথে তার বসায় খুব নাখোশ হয়েছেন। যেই না আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলাম অমনি আমার উপর ভয় চেপে বসল এবং অজুহাত খুঁজতে গিয়ে গোলমাল করে ফেললাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটা উট ভেগে গেছে আমি তার জন্য রশি তালাশ করছি।

এই ছাহাবী নিজের কাজ নির্দোষ প্রমাণের জন্য খোঁড়া অজুহাত তুলে ধরেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গন্তব্যে চলতে থাকেন। রাবী বলেন, আমি (খাওয়াত) তাঁর পেছন পেছন যেতে থাকি, তিনি তাঁর চাদরটা আমার গায়ে ফেলে দিয়ে 'আরাক' বনে ঢুকে পড়লেন। আমি যেন এখনো সবুজ আরাকগুলোর মাঝে তাঁর সাদা পিঠের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি সেখানে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পেশাব/পায়খানা) শেষ করলেন, ওযূ করলেন, তারপর সামনে এগিয়ে এলেন। তখন ওযূর পানি তাঁর দাড়ি বেয়ে বুকে পড়ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ, তোমার উটের ভেগে যাওয়ার কি হ'ল? তারপর আমরা যাত্রা করলাম। পথে যতবারই তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে ততবারই তিনি আমাকে বলেছেন, আস-সালামু আলাইকা, আবু আব্দুল্লাহ! সেই উটের ভেগে যাওয়ার কি হ'ল? এটা দেখে আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছলাম এবং মসজিদে যাওয়া ও নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে উঠাবসা বন্ধ করে দিলাম। যখন এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হ'ল তখন আমি এমন একটা সময় বের করলাম যখন মসজিদ জনশূন্য থাকে। আমি মসজিদে গেলাম এবং ছালাতে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর কোন এক

কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু আমি এই আশায় ছালাত লম্বা করতে লাগলাম যে তিনি চলে যাবেন এবং আমাকে ছাড় দিবেন। (ঘটনা তা হ'ল না, বরং) তিনি বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! তোমার মনে যত সময় চায় তুমি ছালাত লম্বা কর, তোমার না ফেরা পর্যন্ত আমি উঠছি না। তখন আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ওযরখাহী করব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মন ভারমুক্ত করব।

আমি ফিরে এলে তিনি বললেন, আস-সালামু আলাইকা, আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উটের ভেগে যাওয়ার কি হ'ল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আমার ইসলাম গ্রহণ অবধি আমার উট ভেগে যায়নি। তিনি তখন তিনবার বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। তারপর যা ঘটেছে সেজন্য তিনি পুনর্বার কিছু বলেননি।[১৬৩]

এই হাদীছ তারবিয়াতের (প্রশিক্ষণ) ক্ষেত্রে এক অভিনব শিক্ষা বহন করে। এতে প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা রয়েছে যা কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনে। এছাড়াও নিম্নের ফায়েদাগুলো হাদীছটি থেকে লাভ করা সম্ভব।

* যে অপরাধ করেছে সে মর্যাদাশালী তারবিয়াতদাতা শিক্ষকের পাশ দিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করে।

* তত্ত্বাবধায়কের চিন্তা-ভাবনা এবং প্রশ্নাবলী যদিও তা সংক্ষিপ্ত ও ছোট্ট তবুও মানব মনে সেগুলোর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

* খোঁড়া অজুহাত, যার অসঙ্গতি সুস্পষ্ট তা শোনার পরও অজুহাত পেশকারীকে কোন কিছু না বলে এড়িয়ে যাওয়ায় তার অজুহাত যে গ্রাহ্য করা হয়নি তা সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাকে তওবা ও ওযরখাহী

---

১৬৩. *হায়ছামী বলেন, তাবারানী দু'টি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি সনদে জাররাহ বিন মাখলাদ ব্যতীত অন্য রাবীগণ বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী। তবে জাররাহ বিন মাখলাদ নির্ভরযোগ্য রাবী। আল-মাজমা' হা/১৬১০৫, ৯/৪০১, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৪১৪৬, ৪/২০৩ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যায়েদ বিন আসলাম খাওয়াত বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। আত-তাহযীব গ্রন্থে খাওয়াত (রাঃ)-এর জীবনী থেকে বুঝা যায়, যায়েদ বিন আসলাম তার থেকে মুরসালভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। 'আল-ইছাবা গ্রন্থে আছে, খাওয়াত ৪০ কিংবা ৪২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আর যায়েদ বিন আসলাম সিয়ার গ্রন্থ অনুসারে ১৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এ হিসাবে সনদটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন।*

Contents

করে মুক্তির চেষ্টা করতে হয়। হাদীছে فمضى বা 'চলে গেলেন' কথা থেকে এ কথা বুঝা যায়।

* একজন ভাল তারবিয়াত প্রদানকারী তিনিই যাকে দেখে ভুলকারী প্রথমে লজ্জায় লজ্জায় লুকিয়ে থাকে। কিন্তু পরে তার নিকট প্রয়োজনের স্বার্থে আবার ফিরে আসে। দ্বিতীয় অবস্থাই তখন প্রথম অবস্থার উপর জয়যুক্ত হয়।

* ভুলকারীর মানসিক ও সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হেতু এরূপ ক্ষেত্রে নিজের ভুল স্বীকার এবং ভুল থেকে ফিরে আসার মনোভাব তৈরী হয়।

* তারবিয়াত প্রদানকারীর সঙ্গী-সাথীদের মনের মাঝে তার প্রতি অনেক বড় ও উঁচু স্থান থাকে। তিনি হয়ত তাদের কাউকে তিরস্কার করছেন কিংবা ভুল ধরছেন, আর তাতে তাঁর অন্য সকলেরও সংশোধনের লক্ষ্য থাকে। কারণ সাধারণভাবে যারাই তা জানতে পারে তারাই তাতে উপকৃত হয়। তবে অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের নেতিবাচক প্রভাব তাতে দূর হয় না। তখন তার কুপ্রভাব দূর করতে একজন অনুগামীরও নেতৃস্থানীয় কারো সাহায্য নিতে হয়। যেমন মুগীরা (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর সাহায্য নিয়ে তার সমস্যা দূর করেছিলেন। অপরপক্ষে নেতা ও তারবিয়াত দানকারীর মধ্যেও তার অনুসারীর মর্যাদা ভালভাবে বুঝতে হবে এবং তার প্রতি সুধারণা রাখতে হবে। তাহ'লে ভুল সংশোধনে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে।

৩৮. মানুষের মেযাজ ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা :

নিষেধের ক্ষেত্রে মানুষের মেযাজ ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মর্যাদাবোধের বিষয়টি লক্ষ্য করে চলতেন। তাঁদের কারো থেকে কোন ভুল হ'লে তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন এবং ন্যায় ও সুবিচার বজায় রাখতেন। এর একটি উদাহরণ ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক তাঁর ছহীহ গ্রন্থে সংকলিত হাদীছ।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ

الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِى كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِىَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِى كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِى بَيْتِ الَّتِى كَسَرَتْ-

‘নবী করীম (ছাঃ) তাঁর এক স্ত্রীর কাছে অবস্থান করছিলেন। এ সময় উম্মুল মমিনীনদের একজন এক বড় থালায় করে খাবার পাঠান। যাঁর ঘরে নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন তিনি খাদেমের হাতে আঘাত করেন। ফলে থালাটা পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) থালার ভাঙ্গা টুকরাগুলো একত্র করলেন এবং থালায় যে খাদ্য ইতিপূর্বে ছিল তা তাতে তুললেন। আর তিনি বলতে লাগলেন, তোমাদের মায়ের মর্যাদাবোধে লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে আটকে রাখলেন এবং যাঁর ঘরে তিনি ছিলেন তাঁর নিকট থেকে একটি থালা আনিয়ে ভাল থালাটা তাকে দিলেন যার থালা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং ভাঙ্গা থালাটা তাঁর ঘরে রেখে দিলেন যিনি ওটা ভেঙ্গে ছিলেন’।[১৬৪]

নাসাঈতে স্ত্রীদের সাথে বসবাস অধ্যায়ে উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি [উম্মে সালামা (রাঃ)] তাঁর একটি থালায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। এ সময় আয়েশা (রাঃ) একটা কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে সেখানে আসেন। তাঁর হাতে ছিল এক খণ্ড পাথর। তা দিয়ে তিনি থালাটি ভেঙ্গে দেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন থালার দু’টুকরো জমা করেন এবং দু’বার বলেন, তোমরা খাও, তোমাদের মায়ের সম্মানে লেগেছে! তোমরা খাও, তোমাদের মায়ের সম্মানে লেগেছে!! তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর থালা নিয়ে উম্মে সালামা (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং উম্মে সালামা (রাঃ)-এর থালা আয়েশা (রাঃ)-কে দিলেন।

দারেমীর ‘বেচাকেনা’ অধ্যায়, ‘যে কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলবে তাকে অনুরূপ একটি প্রদান করতে হবে’ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে। তিনি

---

১৬৪. *বুখারী হা/৫২২৫; মিশকাত হা/২৯৪০।*

বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনীদের মধ্য থেকে একজন তাঁকে একটি থালা উপহার দেন, তাতে ছিল ‘ছারীদ’ নামক খাদ্য। তিনি তখন তাঁর অন্য এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঐ স্ত্রী থালায় আঘাত করলে তা ভেঙ্গে যায়। ফলে নবী করীম (ছাঃ) ছারীদ হাতে করে থালায় তুলতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, তোমরা খাও; তোমাদের মায়ের সম্মানে লেগেছে।...

মেয়েদের মর্যাদাবোধ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মর্যাদায় আঘাত লাগলে তারা কঠিন কিছুও করে ফেলে, কাজের পরিণাম কি দাঁড়াবে তা তাদের নযরে আসে না।

এজন্যই বলা হয়, মেয়ে লোকের যখন মর্যাদায় চোট লাগে তখন তার উপত্যকার উপর-নিচ কোন কিছুই খেয়াল থাকে না।

উপসংহার :

সুন্নাতের সুবাসিত বাগিচায় এক চক্কর লাগানো এবং মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক গৃহীত পথ ও পদ্ধতি জানার পর এবং আলোচ্য বিষয় শেষ করার আগে নিম্নের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা ভাল হবে।

ভুল শুধরানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয বা আবশ্যিক বিষয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ‘কল্যাণ কামনাই দ্বীন’ এবং অন্যায় অবৈধ কাজের নিষেধের অন্ত র্ভুক্ত। কিন্তু এটাই সমগ্র ফরয নয়। কেননা দ্বীন শুধু অন্যায়ের নিষেধের নাম নয়; বরং ন্যায় ও সৎকর্মের আদেশও তার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত।

তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ শুধুই ভুল সংশোধনকে বলে না। এটা বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী ও শরী‘আতের বিধানাবলী বুঝানো, শেখানো ও প্রচার-প্রসারের নাম। একই সাথে নেতৃত্বদান, ওয়ায-নছীহত, ঘটনা, কাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ যাতে মানুষের অন্তরে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় সেজন্য বিভিন্ন পন্থা ও মাধ্যম ব্যবহার করাও তারবিয়াত। এখান থেকেই অনেক মাতা, পিতা, শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের তারবিয়াতের ক্ষেত্রে ত্রুটি বেরিয়ে আসে। তারা ভুল সংশোধন ও বিচ্যুতির পেছনে সময় ব্যয় করতে বড়ই তৎপরতা দেখান। কিন্তু প্রথমেই যে তাদের দ্বীনের মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া দরকার এবং ভুল ও বিচ্যুতির কারণ থেকে রক্ষা পাওয়ার

উপায় বের করা প্রয়োজন সেদিকে তারা যান না। এগুলো করা হ'লে ভুল ও বিচ্যুতি ঘটত না, আর ঘটলেও তার মাত্রা হ'ত স্বল্প।

আমাদের আগের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ভুলের ক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ) স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সুতরাং যার বুঝ সমঝ ভাল আছে এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায় সে যেন বর্ণিত অবস্থান ও ঘটনাবলীর ভিত্তিতে ভুল সংশোধনে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয় এবং দৃষ্টান্তের সাথে দৃষ্টান্ত ও উপমার সঙ্গে উপমা মিলিয়ে কাজ করে।

কথা এখানেই শেষ। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথ জানিয়ে দেন; আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন; আমাদেরকে ভালর চাবি বানান, মন্দের তালা করেন এবং আমাদেরকে ও আমাদের মাধ্যমে অন্যদেরকে সুপথ দান করেন। তিনিই সর্বশ্রোতা, নিকটজন, সাড়াদানকারী। তিনি কতই না ভাল অভিভাবক এবং কতই না ভাল সাহায্যকারী! তিনিই সোজাপথের উপর স্থির রাখার অধিকারী!

আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন নিরক্ষর নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল ছাহাবীর উপর, আর সকল প্রশংসা তো আল্লাহ্রই। যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক।

--o--

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

***

Contents

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ'আত হ'তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**